

#### এমদাদিয়া লাইবেরী চকবাজার: ঢাকা



## মোঃ আবদুল হামিদ ও মোঃ আবদুল হালিম কর্তৃক এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা হইতে প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বপ্রত্ন সংরক্ষিত]

দিতীয় মুদ্রণ জুন, ১৯৯৪ ইং

হাদিয়াঃ ৪৮٠০০ টাকা মাত্র

এমদাদিয়া প্রেস, ৫/১ নং গির্দে উর্দু রোড, ঢাকা হইতে এম, এ, হামিদ কর্তৃক মুদ্রিত

# بسم اللهِ الرحمٰن الرحيميُ

## ভূমিকা

সারওয়ারে কায়েনাত, ফখ্রে মওজুদাত, রূহে দো-আলম, রাসূলে আকরাম (দ) এর সীরাত বা পবিত্র জীবন-চরিত পঠন ও পাঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার অভ্যান রাখে না। এই জন্যই যখন হইতে মুসলমানদের মধ্যে বইপুস্তক লিখার প্রচলন গ্রেছি, তখন হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি প্রত্যেক যুগের আলেমগণ আপন আপন রাণ এন্সারে নিজ নিজ মাতৃভাষায় নবী করীম (দঃ)-এর অসংখ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা বানিয়াটেন। এই অবিচ্ছিন্ন ধারা-পরম্পরায় কত যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং আরো । গ্রের রচিত হইবে তাহার সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন।

نه من بران گل عارض غزل سرایم ویس
که عنصدلیب تواز هرطرف هزاران انصد
"যেখানে হাজার বুলবুলি ফিরে
গাহিয়া তাঁহার প্রশংসা গান,
সেখানে আমি হই কোন্ ছার,
নগণা অতি যাহার স্থান ?"

ন্সলমান লিখকগণ ছাড়াও হাজার হাজার অমুসলিম লিখক নবী করীম (দঃ)-এর বিনা এট রচনা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের ভূমিকা নির্দেশ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে বিশ-ত্রিশখানা গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদেরও জানা আছে। কিন্তু তাঁহারা সাধারণভাবে ঘটনা বর্ণনার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় গ্রহণ বান্যাভেন। সূতরাং তাহাদের রচনা পাঠে মুসলমানদের বিরত থাকাই উচিত। নাচকথা নির্দ্ধিয়ায় বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র হযরত খাতিমুল্-আম্বিয়া (দঃ) প্রথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অপর কাহারও জীবনী সম্পর্কে এত গুরুত্ব নাচকবা হয় নাই।

জনৈক ইউরোপীয় সীরাত-রচয়িতা বলিতেছেনঃ "মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনীকারদের ধারা অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত, যাহার সমাপ্তি অসম্ভব। তবে ইহার মধ্যে স্থান লাভ করা মহা গৌরবের বিষয়।"—(সীরাতুন্নবী হইতে)

উর্দু ভাষায়ও পুরাতন ও নৃতন অনেক সীরাতগ্রন্থ রহিয়াছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি দীর্ঘ দিন ধরিয়া এমন একটি সংক্ষিপ্ত সীরাত গ্রন্থের অম্বেষণ করিতেছিল যাহা যে কোন পেশাজীবী মুসলমান নর-নারী দুই এক বৈঠকে সমাপ্ত করিয়া নিজের ঈমানকে সতেজ করিতে পারে এবং নবী-জীবনের আদর্শকে আপন দিশারী বানাইতে পারে। যাহা ইসলামী সংগঠন এবং মাদ্রাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠ্য-সূচীতে স্থান পাইতে পারে এবং যাহার মধ্যে সতর্কতা সহকারে নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র উহার আসল ছাঁচে বিধৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু উর্দু ভাষায় এমন কোন পুস্তিকা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ইতিমধ্যেই শিমলার কোন কোন বন্ধু তাঁহাদের ইসলামী-সংগঠনের জন্য এমনি একখানা পুস্তিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া অধীনের নিকট আন্দার জানাইলে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির স্বল্পতা এবং অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই আশায় লেখনী ধারণ করিলাম যে, যখন হযরত সাইয়িয়ুদুল কাওনাইন (দঃ)-এর জীবনী লেখকদের নাম আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে, তখন হয়তোবা এই অধ্যের নামটিও উহার কোন এক কোণে উল্লেখ থাকিবে।

بلبل همیں که قافیهٔ گل شود بس ست "বুলবুলির আর কোন কাজ নাই সে শুধু গাহিবে ফুলের গান।"

সূতরাং পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে এই পুস্তিকাখানা রচনার কাজ আরম্ভ করিয়াছি এবং নিম্ন-বর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখিয়া সীরাত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্তসার ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি।

১। পুস্তিকাখানা যাহাতে দীর্ঘায়িত না হইয়া পড়ে সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এই জনা আরবের ভৌগোলিক বিবরণ, প্রাক-ইসলাম যুগের আরব ও অনারবের সার্বিক অবস্থা—যাহাকে সীরাতের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করা হয় এবং যাহা এক দিক দিয়া অত্যন্ত উপকারীও বটে—সেগুলি পরিহার করিয়া শুধু ঐ অবস্থাসমূহকে যথেষ্ট বিবেচনা করা হইয়াছে, যাহা একান্তই নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবনীর সহিত সম্পুক্ত। এই সংক্ষেপায়ণের কারণে ইহার আরেক নাম শুদুটির সেরা মহামানবের সংক্ষিপ্ত জীবনী" রাখা হইয়াছে।

- । সংক্ষেপায়ণের সাথে সাথে যাহাতে সার্বিক পরিপূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকে । সাহও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে এবং আল্লাহ্র করুণায় প্রায় সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ই । সোহ আসিয়া গিয়াছে।
- া জিহাদ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের যে সব ভ্রান্ত ধারণা বিল্যান্তে উহার বিশদ ও সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।
- ত্র। পুস্তিকাটির ভিত্তিমূল হইতেছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ— ব্যাক্তির উদ্ধৃতি যথাস্থানে পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাহ্ব নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ
- ে) মেশকাত (২) শরাহসহ সিহাহ সিত্তা (৩) কানযুল উন্মাল (৪) আল্লামা সুবার খাসাইসে কুব্রা' (৫) মাওয়াহিবে লাদুন্যিয়া (৬) হাফিয়ে হাদীস আল্লামা সালাভিদ্দীন মোগলতাঈ রচিত "সীরাতে মোগলতাঈ" (৭) সীরাতে ইবনে হিশাম বে ব্যাফাজী এর শরাহ সহ কাযী আয়ায রচিত "শিফা" (৯) সীরাতে হালবিয়া কিন্তু) গাল্লামা ইবনুল কাইয়িয়ম রচিত "যাদুল মা'আদ" (১১) তারীখে ইবনে সালাকির (১২) শাহ অলিউল্লাহ্ রচিত "সুরুক্ল—মাহ্যুন" (১৩) শেখ আহ্মদ কারে ফারেস রচিত "আওজাযুস্-সীয়ার" (১৪) হাকীমূল উন্মত হযরত মাওলানা বাশনাক আলী থানভী (রহঃ) রচিত "নাশ্রুত্ তীব" ইত্যাদি ইত্যাদি।

াাল্লাহ্ পাকের সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যে, তিনি এই অধমের কর্মা প্রয়াসকে কবুল করিয়াছেন এবং সবার আগে হাকীমূল উন্মত হযরত কল্লানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ইহাকে পছন্দ করিয়া খানকাহে এমদাদিয়ার সাক্রাস্টার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন আর তদীয় রচনা "তাতিন্মাতে অসিয়ত" পুস্তিকায় বান ঘোষণা প্রদান করতঃ অন্যান্য সকলকে তৎপ্রতি উৎসাহিত করিয়াছেন। বুলনাই মাত্র তিন মাসের মধ্যে ইহাকে পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান এবং বাংলার শতাধিক ক্যাসা এবং ইসলামী সংগঠনের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

্রতি সম্প্রতি সাহারানপুরস্থ মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসার মুহ্তামিম সাহেব অনাইয়াছেন যে, তাঁহার মজলিসে শুরাও পুস্তিকাখানাকে এবতেদায়ী জামাআতের বিদ্যালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

وَالْحَمْدُ لِلهِ أَوَّلَهُ وا...

<sup>ে</sup>ই যি**লহাজ্জ**, ১৪৪ **হিজরী** 

## আশীর্বাদ-বাণী

পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিস্তাবিদ মরহুম মাওলানা মৃফ্তী মুহাম্মদ শফী' (রহঃ) তাঁহার অসংখ্য রচনা ও ইসলামী খিদ্মতের জনা বাংলাদেশের ছোট বড় সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহার রচিত "সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া" গ্রন্থখানা আকারে ছোট হইলেও এত তত্ত্ব ও তথাসমৃদ্ধ যে, হাকীমূল উন্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্তী (রহঃ) ইহাকে বিভিন্ন আঞ্জুমান এবং মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার সৃফারিশ করিয়াছিলেন। বর্তমানে উপমহাদেশের অগনিত মাদ্রাসায় ইহা সীরাত বিষয় হিসাবে পাঠ্যতালিকাভুক্ত রহিয়াছে। এই মূলাবান গ্রন্থখানা উর্দু হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া তরুণ লিখক মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার সুযোগ্য মুহাদ্দিস্ ম্বেহাম্পদ মাওলানা আবুল কালাম মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী সাহেব বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য এক বিরাট খিদ্মত আন্জাম দিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক ইহার বরকতে অনুবাদককে আরো অধিক ইল্ম ও দ্বীনের খিদ্মত করার তাওফীক দান করুন এবং ইহাকে আমাদের সকলের জন্য মাগ্ফেরাতের অছীলা করুন—আমীন!

বিনীত

উবায়দুল হক

সাবেক হেড-মাওলানা মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা খতীব

জাতীয় মস্জিদ বায়তুল মুকাররাম, ঢাকা ২৫ জন, ১৯৮৮ ইং

## অনুবাদকের কথা

দ্নিয়ার বুকে এই পর্যন্ত যত নবী, রাসূল, দার্শনিক ও মহাপুরুষের আবির্ভাব ব্যাছে, তাঁহাদের মধ্যে মহানবী হযরত মৃহান্দদ ছাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লামই কালার ব্যক্তি যাঁহার জীবনের প্রত্যেকটি খুটিনাটি ঘটনা ইতিহাসের অধ্যায় হইয়া বিলোক্তে। জীবনের এমন কোন অংশ নাই যেখানে আমরা তাঁহার গৌরবদৃপ্ত কারনা লক্ষ্য করিনা। এমন কোন দিক নাই যে সম্পর্কে তিনি নির্ভুল নির্দেশনা করিয়া যান নাই। এই কারণেই পৃথিবীতে একমাত্র মহানবী হযরত মুহান্দদ করিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিতই স্বাধিক আলোচিত হইয়াছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বিশাল ও কর্মবহুল স্থানের এক একটি দিক এত ব্যাপক যে, উহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার হক আজ পর্যন্ত া আদায় করিতে সক্ষম হন নাই। এই জন্যই তাঁহার জনৈক প্রশংসাকারী াাক্রেপ করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেনঃ

# لَايُمْكِنُ الثَّنْاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ ۗ

## بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

স্থাবৃদ্দের এই অক্ষমতা নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্বও শঙ্গনেরই পরিচায়ক। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের লিখনী স্তন্ধ হইয়া যায় নাই। কালাং ছাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানার এবং বিশ্লেষণ করার গভীর আগ্রহ আলা আদ্যা বাসনা লইয়া তাঁহারা ছোট বড় নানা আকারের অসংখ্য সীরাত-গ্রন্থ করিয়া আসিতেছেন। ইন্শাআল্লাহ্ এই ধারা-পরম্পরা কেয়ামত পর্যন্ত গাজিবে।

দ্যান্দ হয়রত মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ শফী' (রহঃ)-এর উর্দু ভাষায় লিখিত সাবাতে খাতিমূল্-আশ্বিয়া" নামক গ্রন্থখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানা আকারে ক্রান্থতাও তথ্যবহুল। তিনি সমুদ্রকে প্রেয়ালার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। ক্রান্থখানা সর্বস্তরে অভূতপূর্ব স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্ তাঁ আলা ক্রান্থকে তাইন এই নিঃসার্থ দ্বীনি খিদমতের জন্য পুরষ্কৃত করুন—আমীন!

গ্রন্থখানার গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া আমার শ্রন্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব ইহাকে বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের বিদ্মতে পেশ করিবার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। তাই, আমার বিদাাবুদ্ধি ও যোগ্যতার শত অভাব সত্ত্বেও ইহার অনুবাদ কাজে হাত দিয়াছি এবং আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতে "সীরাতে খাতিমুল্-আম্বিয়া" গ্রন্থখানা ভাষান্তরিত করিয়া সৃধী পাঠকের সম্মুখে পেশ করিতে প্রয়াস পাইলাম। অনুবাদের ভাষা যথাসম্ভব সহজ ও সরল করার চেষ্টা করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনগণ ইহা হইতে যদি কিছুমাত্রও উপকৃত হন তবে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

গ্রন্থখানা অনুবাদের ব্যাপারে আমাকে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররামের স্বনামধন্য খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব তাঁহার মূলাবান উপদেশ দ্বারা যে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল দান করুন। এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। পরিশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁআলার দরবারে প্রার্থনা রহিল— তিনি যেন অধমের এই নগন্য খিদ্মতটুকু কবৃল করেন এবং ইহাকে পরকালে নবী করীম (দঃ)-এর শাফায়াত লাভের অছীলা করিয়া দেন—আমীন!

বিনীত আবুল কালাম মোঃ আবুল লতিফ চৌধুরী মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা ২৫ জুন, ১৯৮৮ ইং

# ■ সূচী-পত্ৰ ■

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবী করীম (দঃ)-এর বংশ-পরিচিতি	٥
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত নবী করীম (দঃ)-এর বরকতসমূহ	২
নবী করীম (দঃ)-এর শুভ-জন্ম	৩
াবী করীম (দঃ)-এর সম্মানিত পিতার ইস্তেকাল,	
দ্প্রপান এবং <b>শৈশ</b> বকাল	æ
নবী করীম (দঃ)-এর প্রথম বাক্য	٩
নবাঁ করীম (দঃ)-এর শ্রদ্ধেয়া জননীর ইন্তেকাল,	
এপুল মুত্তালিবের পরলোক গমন	۵
নবা করীম (দঃ)-এর প্রথম সিরিয়া ভ্রমণ,	
াহার সম্পর্কে জনৈক বিরাট ইহুদী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী, ফায়দা,	
াবেসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সিরিয়া ভ্রমণ	\$0
১থরত খাদীজার সহিত বিবাহ	22
ংবত খাদীজার গর্ভে মহানবীর সস্তান, নবী করীম (দঃ)-এর কন্যাগণ	20
মহিলাগণের জন্য স্মরণীয়	78
এনানা পুণ্যবতী পত্নিগণ	20
নৌ করীম (দঃ)-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ	\$৮
ননা করীম (দঃ)-এর চাচা ও ফুফুগণ, নবী করীম (দঃ)-এর পাহারাদারগণ	২৪
াবাগৃহ নির্মাণ ও সর্বসম্মতিক্রমে মহানবীকে 'আল-আমীন' স্বীকৃতি দেওয়া	২৫
ননা করীম (দঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি,	
াথবীতে ইসলাম প্রচার—তবলীগের প্রথম পর্যায়	২৬
ংশলামের প্রকাশ্য দাওয়াত	২৮
ার্য আরবের শব্রুতার মুখে নবী করীম (দঃ)-এর দৃঢ়তা,	
নন ও আরব জাতির বিরুদ্ধে মহানবী (দঃ)-এর উত্তর	২৯
্নগণের মাঝে ঘৃণা ছড়ানো ও ইহার বিপরীত ফল,	
াটশ্দের নির্যাতন ও তাঁহার দৃঢ়তা	
্না করীম (দং)-কে হত্যার পরিকল্পনা এবং তাঁহার প্রকর্ম মো'জেয়া	

বিষয় পৃষ্ঠ
মহানবীর প্রতি কুরাইশদের প্রলোভন ও তাঁহার উত্তর ৩২
সাহাবাদের প্রতি হাবশায় হিজরতের নির্দেশ
তোফায়েল ইবনে আমর দৃসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ
আবু তালেবের ওফাত ৩৭
হিজরতে তায়েফ, নবী করীম (দঃ)-এর ইসরা ও মে'রাজ
নবীর ইসরা সম্পর্কে চাক্ষুস সাক্ষ্য
স্বয়ং কুরাইশ-কাফিরদের প্রত্যক্ষ-সাক্ষ্য ৪১
পবিত্র মদীনায় ইসলাম ৪২
মদীনায় ইসলামের সর্বপ্রথম মাদ্রাসা
মদীনায় হিজরতের সূচনা 8৬
নবী করীম (দঃ)-এর মদীনায় হিজরত
সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান ৪৮
সওর গিরিগুহা হইতে মদীনা যাত্রা,
সূরাকা ইবনে মালেকের অশ্ব মৃত্তিকা-গর্ভে ধ্বসিয়া যাওয়া ৪৯
সুরাকার মুখে নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তের স্বীকারোক্তি ৫০
নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযা, স্বামীসহ উন্মে মা'বাদের ইসলাম গ্রহণ,
কুবায় অবতরণ
হযরত আলীর হিজরত এবং কুবায় মিলন, ইসলামী তারিখের সূচনা,
নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র মদীনায় প্রবেশ
মসজিদে নববী নির্মাণ ে ৫৩
প্রথম হিজরী
সারিয়াহ্-এ-হামযা (রাঃ) ও সারিয়াহ্-এ-উবায়দা (রাঃ)
ইসলাম স্বীয় প্রচারে তরবারীর মুখাপেক্ষী নহে
রাজনীতিবিবর্জিত ধর্ম ও অস্ত্রবিবর্জিত রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নহে ৫৮
গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্
গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্ এবং বিবিধ ঘটনা—
প্রথম সারিয়াহ্ হযরত হামযার নেতৃত্বে ৬৫
সারিয়াহ্-এ-উবায়দা ইবনুল হারেস এবং ইসলামে তীরান্দান্জীর সূচনা
দ্বিতীয় হিজরী
কেবলা পরিবর্তন

বিষয়	পৃষ্ঠা
নারিয়াহ্-এ-আবুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ্ এবং ইসলামের সর্বপ্রথম গণীমত	৬৬
अत्। युक्त	৬৭
নাঘানীদের <b>আত্মোৎসর্গ</b>	. ৬৮
াদুশা সাহায্য, মুসলমানদের অঙ্গীকার পূরণ	৬৯
ালবাদের বিশ্বয়কর আত্মত্যাগ, আবু-জাহ্লের পতন	۹5
গালীমৃশ্শান মো'জেযা, হুঁশিয়ারী	१२
্চবন্দীদের সহিত মুসলমানদের আচরণ,	
া তার দাবীদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষা, ইসলামী সমতা	৭৩
াবল আসের ইসলাম গ্রহণ	٩8
ালামী রাজনীতি এবং শিক্ষার উন্নতি, এই বৎসরের বিবিধ ঘটনা	90
তৃতীয় হিজরী	
অষ <b>্ট্রহে-এ-গাতফান এবং</b>	
ন। করীম (দঃ)-এর মহান চরিত্র-সংক্রান্ত মো'জেযা	. ৭৬
ানত হাফ্সা ও যয়নাবের সহিত বিবাহ, উহুদ-যুদ্ধ	99
নন বাহিনী বিন্যাস এবং অল্পবয়স্ক সাহাবা-তনয়দের জেহাদের স্পৃহা	ዓ৮
না করীম (দঃ)-এর নূরানী চেহারা আহত হওয়া,	
াং।বাদের <b>আত্মোৎসর্গ</b>	ь0
চতুর্থ হিজরী	
🗥 । মাউনা অভিমুখে সারিয়াহ্-এ-মুন্যির (রাঃ)	৮ አ
পঞ্চম হিজরী	
াংশ-ইহুদী ঐক্য	৮২
ভর্যাহ- <b>এ-আহ্যাব তথা পরিখাযুদ্ধ</b>	৮৩
্রান্দর উপর প্রবল বায়ু-প্রবাহ এবং আল্লাহ্র সাহায্য, বিবিধ ঘটনা	<del>৮</del> 8
ষষ্ঠ হিজরী	
ালায়বিয়ার সন্ধি, নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযা	ው
্রান্ত শাসকবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত	৮৬
🕬: খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) ও	
াবং আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ,	<b>ታ</b> ৮
সপ্তম হিজরী	
া <b>ারের যুদ্ধ</b>	b b

विषय़	পৃষ্ঠা
ফাদাক বিজয়, উমরা-এ-কাযা	৮৯
অষ্টম হিজরী	
মু'তার যুদ্ধ	<del>৮</del> ৯
মका বিজয়	৯০
মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের সহিত মুসলমানদের আচরণ,	
নবী করীম (দঃ)-এর মহত্ত্ব এবং আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ	\$ 5
হোনায়েনের যুদ্ধ	<b>৯</b> ২
এক মহান মো'জেযা, তায়েফ যুদ্ধ, উমরা–এ-জি'রানা	86
নবম হিজরী	
তবুক যুদ্ধ ও ইসলামে চাঁদার প্রচলন, কতিপয় মো'জেযা	· · · »&
মসজিদে যেরারে অগ্নি-সংযোগ,	
প্রতিনিধিদলের আগমণ এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ	৯৬
সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল, বনী-ফাযারার প্রতিনিধি দল,	
বনী-তামীমের প্রতিনিধি দল, বনী-সা'দ ইবনে বকরের প্রতিনিধি দল,	
কিন্দার প্রতিনিধি দল, বনী-আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দল,	
বনী-হানীফার প্রতিনিধি দল	৯৭
বনী-কাহতানের প্রতিনিধি দল, বনী-হারিসের প্রতিনিধি দল,	
সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-কে আমীরে হজ্জ মনোনয়ন	88
দশম হিজরী	
হজ্জাতুল্ ইসলাম বা বিদায় হজ্জ	. 8 s
আরাফাতের খুতবা বা বিদায়-হজ্জের ভাষণ	200
একাদশ হিজরী	
সারিয়াহ্-এ-উসামা, নবী করীম (দঃ)-এর অস্তিম পীড়া	. 505
হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর ইমামত, শেয নবীর শেয ভাষণ	<b>5</b> 0\$
নবী করীম (দঃ)-এর সর্বশেষ বাক্যসমূহ	508
নবী করীম (দঃ)–এর মহান চরিত্র ও মো'জেযা	<b>১</b> ০৬
নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযাসমূহ	204
"জাওয়ামিউল্-কালিম" চেহেল-হাদীস	
জ্ঞাতব্য	222

# بسم الله الرحمن الرحيم

# সীরাতে খাতিমুল্-আম্বিয়া

# নবী করীম (দঃ)-এর বংশ-পরিচিতি

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র বংশ সমগ্র পৃথিবীর বংশাবলী হইতে অধিক সম্ভ্রান্ত দিন উত্তম। ইহা এমন একটি বাস্তব সত্য যে, মক্কার কাফেরগণ এবং তাঁহার পরম শক্রাও তাহা অস্বীকার করিতে পারে নাই। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) কাফের লানাকালীন রোম্-সম্রাটের সম্মুখে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। অথচ তিনি তখন কামনা করিতেন যে, যদি সুযোগ হয়, তবে নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি কলঙ্ক লারোপ করিবেন।

পিতার দিক হইতে নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র বংশ পরম্পরা এইরূপঃ মুহাম্মদ (দে) ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্ল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ লেনে কুসাই ইবনে কেলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালেব লেনে ফেহের ইবনে মালিক ইবনে নাযার ইবনে কেনানাহ ইবনে খোযাইমাহ ইবনে এদলোকাহ ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নিযার ইবনে মা'দ ইবনে আদনান।

9ই পর্যন্ত বংশ-তালিকা সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত। এখান হইতে হযরত আদম (জা) পর্যন্ত তালিকায় মতবিরোধ থাকায় উহার বর্ণনা বর্জন করা হইল।

াতার দিক হইতে বংশ পরম্পরা নিম্নরূপঃ মুহাম্মদ (দঃ) ইবনে আমেনা বিনতে ।তাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহ্রা ইবনে কেলাব। সুতরাং দেখা যাইতেছে কেলাব ইবনে মুররাহ পর্যন্ত গিয়া নবী করীম (দঃ)-এর পিতৃ ও মাতৃ বংশ । একত্রে মিলিয়া যায়।

#### line.

ান ালে আবু নাসমে মারফু রেওয়ায়ত দ্বারা বর্ণিত আছে যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ানে, "আমি পৃথিবীর উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু বনু হাশিম অন্ত উত্তন কোন খাদান দেখি নাই।" —মাওয়াহিব

## ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত নবী করীম (দঃ)-এর বরকতসমূহঃ

সুবহে সাদেকের বিশ্বব্যাপী আলো আর দিগন্তের রক্তিম আভা যেমনিভাবে পৃথিবীকে সূর্যোদয়ের সুসংবাদ দান করে, তেমনিভাবে নবুওয়ত-রবি (দঃ)-এর উদয়কাল যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন পৃথিবীর দিকে দিকে এমন ঘটনারাজি প্রকাশ পাইতে লাগিল, যাহা সুস্পষ্টরূপে নবী করীম (দঃ)-এর শুভাগমনের সংবাদ বহন করিতেছিল। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় এইগুলিকে 'ইরহাসাত' বা অপেক্ষমান নিদর্শন বলা হইয়া থাকে।

নবী করীম (দঃ)-এর শ্রদ্ধেয়া জননী বিবি আমেন। ইইতে বর্ণিত আছে, যখন হযুর (দঃ) তাঁহার গর্ভে স্থিতি লাভ করিলেন, তখন স্বপ্নে তাঁহাকে সুসংবাদ প্রদান করা হইল যে, "তোমার গর্ভে যে সন্তানটি রহিয়াছে তিনি এই উন্মতের সরদার। যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন তখন তুমি এইরূপ প্রার্থনা করিওঃ আমি তাঁহাকে এক আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করিলাম। আর তাঁহার নাম মুহাম্মদ (দঃ) রাখিও।"

—সীরাতে ইবনে হিশাম

তিনি আরো বলেন, "মুহাম্মদ (দঃ) আমার গর্ভে আগমন করার পর আমি একটি উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিতে পাইলাম. যাহার ফলে বসরা নগরী ও সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আমার দৃষ্টি-সীমানায় চলিয়া আসিল।" —সীরাতে ইবনে হিশাম

তিনি আরো বলেন, "আমি কোন নারীকে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা হাল্কা ও ক্রেশ-হীন গর্ভ ধারণ করিতে দেখি নাই। অর্থাৎ, সাধারণতঃ নারীদের গর্ভাবস্থায় যে বমি বমি ভাব বা অবসাদ অবস্থা ইত্যাদি হইয়া থাকে অনুরূপ কিছুই আমার অনুভূত হয় নাই।" এতদ্বাতীত আরো বহু ঘটনা রহিয়াছে, যাহা এই ক্ষুদ্র পৃস্তিকায় বর্ণনা করার অবকাশ নাই।

## নবী করীম (দঃ)-এর শুভ-জন্ম

গ্রধিকাংশ আলেম এই ধিষয়ে একমত যে, 'আস্হাবে ফীল' যে বৎসর কাবা শরাফ আক্রমণ করিয়াছিল, নবী করীম (দঃ) সেই বৎসরের রবিউল-আউয়াল মাসে ল্যাগ্রধণ করেন এবং আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে আবাবীল নামক কতিপয় ক্ষুদ্র ও নগাণ পাথির মাধ্যমে পরাভৃত করিয়া দেন। পবিত্র কোরআনের "সুরা-ফীলে" ইহার ফান্দিপ্ত বর্ণনা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আস্হাবে ফীলের ঘটনাটিও ছিল নবী করীম (দঃ) এর পবিত্র জন্মগ্রহণ সম্পর্কিত বরকতসমূহের ভূমিকা স্বরূপ। নবী করীম (দঃ) গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা পরবর্তীকালে হাজ্জাজ-শ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে ও দুসুকের ই অধিকারে আসিয়াছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের<sup>২</sup> মতে 'আস্হাবে ফীলে'র\* ঘটনাটি ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (দঃ)-এর ান্ম হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ৫৭১ বংসর পরে হইয়াছিল।

হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনে আসাকির পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখিয়াছেনঃ হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত নৃহ (আঃ)-এর মধ্যে ১ হাজার ২ শত বৎসরের ব্যবধান ছিল। আর হযরত নৃহ (আঃ) হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১ হাজার ১ শত ৪২ বৎসর, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে হযরত হযরত মৃসা (আঃ) পর্যন্ত ৫ শত ৬৫ বৎসর, হযরত মৃসা (আঃ) হইতে হযরত দাউদ (আঃ) পর্যন্ত ৫ শত ৬৯ বৎসর, হযরত দাউদ (আঃ) হইতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত ১ হাজার ৩ শত ৫৬ বৎসর এবং হযরত ঈসা (আঃ) হইতে হযরত খাতিমূল-আদ্বিয়া (দঃ)-এর মাঝখানে ৬ শত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে।

#### টিকা

- ১০ সীরাতে মোগলতাঈ, প্রস্তা ৫
- ২০ দূরুসূত তারীখুল ইসলামী লিল হাইয়াত, পৃষ্ঠা ১৪
- ৩০ এই সম্পর্কে আরো বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু ইবনে আসাকির এই বর্ণনাকেই সঠিক বলিয়াছেন। —১ম খণ্ড পষ্ঠা ২১
- ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা তাহার বিশাল হস্তী-বাহিনী লইয়া কাবা শরীফ ধ্বংস করিতে
   আসিয়াছিল। ইহাদিগকে 'আসহাতে ফাল' বলা হয়।

এই হিসাবে হযরত আদম (আঃ) হইতে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হইতেছে ৫ হাজার ৩২ বংসর। আর বিশুদ্ধ বর্ণনা মোতাবেক হযরত আদম (আঃ)-এর বয়স ছিল ৯ শত ৬০ বংসর। এই হিসাবে হযরত আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণের প্রায় ৬ হাজার বংসর পরে অর্থাৎ, সপ্তম সহস্রাব্দে হযরত খাতিমুল আম্বিয়া (দঃ) এই পৃথিবীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

(তারীথে ইবনে আসাকির, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হইতে— প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯ ও ২০)

সারকথা, যেই বৎসর 'আস্হাবে ফীল' কা'বা ঘর আক্রমণ করে, সে বৎসরেরই রবিউল-আউয়াল মাসের ১২ তারিখ রোজ সোমবার—দিনটি ছিল পৃথিবীর জীবনে এক অননা সাধারণ দিবস, যে দিন নিখিল ভূবন সৃষ্টির মূল লক্ষ্য, দিবস-রজনীর পরিবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য, আদম (আঃ) ও বনী-আদমের গৌরব, নৃহ (আঃ)-এর কিসতীর নিরাপত্তার নিগৃঢ় তাৎপর্য, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা এবং হযরত মৃসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিয্যদ্বাণীসমূহের উদ্দীষ্ট পুরুষ অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর বুকে শুভাগমন করেন।

একদিকে পৃথিবীর দেবালয়ে নবুওয়ত-রবির আবির্ভাব ঘটে আর অপরদিকে ভূমিকম্পের আঘাতে পারস্য রাজপ্রাসাদের ১৪টি চূড়া ধ্বসিয়া পড়ে, পারস্যের শ্বেত উপসাগর সহসাই শুকাইয়া যায়, পারস্যের অগ্নিশালার সেই অগ্নিকুগু নিজে নিজেই নিভিয়া যায় যাহা বিগত এক হাজার বৎসর যাবৎ মুহূর্তের জন্যও নির্বাপিত হয় নাই। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫

#### টিকা

১০ সর্ব-সন্মত মতানুসারে নবী করীম (দঃ)-এর জন্ম রবিউল-আউয়াল মাসের সোমবারে হইয়াছিল। কিন্তু তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে ৪টি রেওয়ায়ত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। যথাঃ দিতীয়, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ তারিখ। হাফিজ মোগলতাঈ (রহঃ) "২রা তারিখ" এর রেওয়ায়তকে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য রেওয়ায়তকে দুর্বল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ রেওয়ায়ত হইতেছে "দ্বাদশ তারিখের" রেওয়ায়ত। এমনকি হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ইহার উপর ইজমার দাবী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকেই কাসেলে ইবনে আসীরে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মাহমুদ পাশা মিশরী যাহা গণনার মাধামে '৯ তারিখ'কে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জমছরের বিরোধী সনদবিহীন উক্তি। চন্দ্রোদয়ের স্থান বিভিন্ন হওয়ার কারণে গণনার উপর এমন কোন নির্ভরযোগ্যতার জন্ম হয় না যে, ইহার উপর ভিত্তি করিয়া জমহুরের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। ২০ মাওয়াহিব।

ানু হলকে এইটি ছিল ছাল্ল উপাসনা ও যাবতীয় গোমরাহাঁর পরিসমাপ্তির গামণা এক পারসা ও রোম সাঞ্জাকের পত্নের প্রতি সুপ্রাষ্ট ইঙ্গিত।

ারশুদ্ধ হাদাসসমূহে বর্ণিত আছে যে\*, নবী করীম (দঃ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বাংলা রেহময়া জননীর উদর হইতে এমন একটি নূর প্রকাশিত হয় যাহার বাংলাতে উদয়াচল ও অস্তাচল আলোকিত হইয়া পড়ে।

ান কোন বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (দঃ) যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন নিন উভয় হাতের উপর ভর দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি এক মুষ্ঠি মাটি বাতে হুলিয়া লইলেন এবং আকাশের দিকে তাকাইলেন। —মাওয়াহিবে লাদুনিয়া নবা করীম (দঃ)-এর সম্মানিত পিতার ইন্তিকালঃ

ন্দা করীম (দঃ) এখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই। এমন সময় তাঁহার সম্মানিত পিতা লাদ্যাধিকে তদীয় পিতা আন্তুল মুত্তালিব মদীনা হইতে খেজুর নিয়া আসার নির্দেশ লেন্ন আন্তুল তাঁহাকে গর্ভাবস্থায় রাখিয়া? মদীনা চলিয়া যান। ঘটনাক্রমে লেন্ট তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া যায়। এইভাবে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই পিতৃছায়া লাগ্র নাথার উপর হইতে অপসারিত হইয়া যায়। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭ দক্ষপান এবং শৈশবকালঃ

শিশু মুহাম্মদ (দঃ)-কে প্রথমে তাঁহার শ্রদ্ধেয়া জননী এবং ইহার কিছুদিন পর দাব লাহাবের দাসী সুওয়াইবা স্তন্যদান করেন। অতঃপর হালীমা সাদিয়া এই পরম গোভাগোর অধিকারিণী হন। —মোগলতাঈ

থারবের সম্রান্ত গোত্রসমূহের মধ্যে সাধারণভাবে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, ।থারা দৃদ্ধ পান করাইবার জনা নিজ সন্তানদিগকে আশেপাশের গ্রামে পাঠাইয়া । ইথাতে শিশুদের দৈহিক স্বান্থ্য সুন্দররূপে বিকাশ লাভ করিত এবং তাহারা ।। শুদ্ধ আরবী ভাষাও আয়ত্ত করিয়া নিত। এই কারণেই গ্রামের মহিলারা দৃশ্ধপোষ্যা । শুদ্ধ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রায়শঃই শহরে গমন করিত।

হয়রত হালীমা সা'দিয়া (রাঃ) বলেন, "আমি দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে বনু সা'দ ্যাবের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে তায়েফ হইতে মক্কায় রওয়ানা হই। সেই বৎসর দেশে দৃর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছিল। আমার কোলেও একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল।

\* قال الحافظ ابن حجر صححه ابن حبان والحاكم كذا في المواهب \_ نشر الطيب

নকটি রেওয়ায়তে এইরূপ আছে যে, নবী করীম (দঃ)-এর জন্মের ৭ মাস পর তাঁহার পিতার সকাল হইয়াছিল। কিন্তু "যাদৃল মা'আদ" গ্রন্থে ইবনে কাইয়িয়ম এই অভিমতকে দুর্বল বলিয়া বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু (দারিদ্রা ও উপবাসের দরুন) আমার স্তনে এই পরিমাণ দৃগ্ধ ছিলনা যথে।
তাহার জনা যথেষ্ট হইতে পারে। সারারাত সে ক্ষুধায় কাতরাইত আর আমরা তাহার
জনা বসিয়া রাত কাটাইতাম। আমাদের একটি উটনীও ছিল। কিন্তু উহার স্তনেও
তখন দৃগ্ধ ছিল না।

মক্কার সফরে আমি যে লম্বা কানওয়ালা উদ্ভীর উপর সওয়ার ছিলাম. উহা এতই দুর্বল ছিল যে. সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে পারিতেছিল না। এইজনা সাথীগণ বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক কট্টে এই সফর সমাপ্ত হইল।" মক্কা পৌছিবার পর যে মহিলাই শিশু মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিত এবং শুনিত যে. তিনি এতীম, তখন কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে রাজী হইত না। (কারণ, তাঁহার পক্ষ হইতে যথেই পুরস্কার ও সম্মানী পাওয়ার আশা ছিল না।) এইদিকে হালীমার ভাগা-তারকা চমকাইতেছিল। দুধের সল্পতা তাঁহার জনা আশীর্বাদ হইয়া দাঁড়াইল। কেননা, দুধের সল্পতা দেখিয়া কেহই তাঁহাকে শিশু দিতে সম্মত হইতেছিল না।

হালীমা বলেনঃ "আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, শূন্য হাতে ফিরিয়া যাওয়া আমার কাছে ভাল ঠেকিতেছে না। এইভাবে ফিরিয়া যাওয়ার চাইতে এই এতীম শিশুটিকে নিয়া যাওয়াই বরং ভাল। আমার স্বামী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।" আর এমনিভাবে তিনি সেই এতীম রত্নটিকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন, যাহার কলাাণে শুধু হালীমার ও আমেনার গৃহই নহে বরং সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত সেই জ্যোতির ছটায় উদ্ভাসিত হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল।

আল্লাহ্র রহ্মতে হালীমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল এবং দো-জাহানের সরদার শিশু মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোলে চলিয়া আসেন। তাঁবুতে ফিরিয়া দুগ্ধ পান করাইতে বসার সঙ্গে সঙ্গে বরকত ও কল্যাণের অজস্র ধারা প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্তনে এত অধিক পরিমাণে দুগ্ধ নামিয়া আসিল যে, নবাঁ করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার দুধ-ভাই উভয়েই তৃপ্তি সহকারে পান করিলেন এবং খুমাইয়া পড়িলেন। এইদিকে উটনীর দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন, উহার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। হালীমা বলেনঃ "আমার স্বামী উটনীর দৃগ্ধ দোহন করিয়া আনিলেন এবং আমরা সকলে খুব পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিলাম আর সারারাত আরামে কাটাইলাম। বহুদিন পর আমাদের জন্য ইহাই ছিল প্রথম রজনী যে, আমরা শান্তিতে মন ভরিয়া ঘুমাইতে পারিয়াছিলাম। ইহাতে আমার স্বামী আমাকে বলিতে লাগিলেন, 'হালীমা! তুমি যে অত্যন্ত মোবারক শিশু ঘরে আনিয়াছ! আমি বলিলাম, হাঁ, আমারও তাই ধারণা, মুহাম্মদ (দঃ) অতিশয়

মোবারক শিশু। অতঃপর আমবা মকা ২০১০ রওয়ানা ২ইলাম। আমি শিশু মৃহাল্যদ অক্সাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোলে নিয়া সেই দুর্বল দীর্ঘকর্নের উটনীর উপর অব্যাহণ করিলাম।

কিন্তু আল্লাহর মহিমার লাঁলা প্রতাক্ষ করিতে লাগিলাম—এখন সেই দুর্বল বাংনটি এত দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল যে, অন্য কাহারো সওয়ারী উহার নিকট প্রযান্ত সক্ষম হইল না। আমার সহযাত্রী মহিলাগণ বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলঃ 'এইটা কি সেই বাহন যাহাতে আরোহণ করিয়া তমি আসিয়াছিলে?'

যাহোক এইভাবে আমর। বাড়ী পৌঁছিয়া গেলাম। সেখানে তখন চরম দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছিল। দুগ্ধবতী সমস্ত জীব দুগ্ধ-শুন্য ছিল।

কিন্তু আমি গৃহে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমার সব কয়টি বকরীর স্তন দুধে 
গরপুর হইয়া উঠিল। এখন হইতে আমার বকরীগুলি প্রতাহ দুধে পরিপূর্ণ হইয়া
গরে ফিরিতে লাগিল। অনারা তাহাদের পশুর স্তন হইতে এক ফোঁটা দৃধও সংগ্রহ
করিতে পারিতেছিল না। আমার গোত্রের লোকেরা তাহাদের রাখালগণকে বলিতে
লাগিল, 'হালীমার বকরীগুলি যে জায়গায় ঘাস খায় তোমরাও সেই চারণ ক্ষেত্রে
নিজ নিজ পশুকে ঘাস খাওয়াইতে লইয়া যাইবে। কিন্তু তাহারা তো জানে না যে,
এখানে কোন চারণভূমি ও মাঠের কোনই বিশেষত্ব ছিল না; বরং অন্য কোন অমূলা
রত্নের মহিমা পদার অন্তরালে কাজ করিতেছিল; ইহা তাহারা কোথায় পাইতে
পারে! সুতরাং একই জায়গায় চরা সত্ত্বেও তাহাদের পশুগুলি দুগ্ধ-শূন্য আর আমার
বকরীগুলি দুধে ভরপুর হইয়া বাড়ী ফিরিত। এমনিভাবে আমরা সর্বক্ষণ নবী করীম
(দঃ)-এর বরকতসমূহ প্রতাক্ষ করিতেছিলাম। এভাবেই দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া
গেল এবং আমি নবী করীম (দঃ)-এর দৃধ ছাড়াইয়া দিলাম।"—আস্-সালিহাত
নবী করীম (দঃ)-এর প্রথম বাকাঃ

হযরত হালীমা বর্ণনা করেন, "যে সময় আমি নবী করীম (দঃ)-এর দুধ ছড়োইলাম, তখন তাঁহার পবিত্র যবান হইতে এই কয়টি কথা উচ্চারিত হইয়াছিল ঃ

أَنَّهُ ٱكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ شِ حَمْدًا كَثَيْرًا وَّسُبْحَنَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

আর ইহাই ছিল তাঁহার প্রথম বাক্য। (বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—খাসাইসে কুব্রা ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫)

নবী করীম (দঃ)-এর দৈহিক ক্রম-বিকাশ অন্যান্য শিশুদের তুলনায় উন্নত ছিল। এমনকি দৃই বৎসর বয়সেই তাঁহাকে বেশ বড়সড় দেখাইতেছিল। এখন আমরা প্রথা অনুযায়ী তাঁহাকে তাঁহার মায়ের কাছে নিয়া গেলাম। কিন্তু তাঁহার বরকতসমূহের কারণে তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে মন চাহিতেছিল না। ঘটনাক্রমে সেই বৎসর মক্কায় প্লেগ মহামারীর প্রাদৃভাব ঘটিয়াছিল। আমরা মহামারীর অজুহাতে তাঁহাকে ফেরৎ নিয়া আসিলাম। নবী করীম (দঃ) আমাদের কাছেই রহিয়া গেলেন। তিনি ঘরের বাহিরে যাইতেন এবং শিশুদিগকে খেলাধুলা করিতে দেখিতেন, কিন্তু নিজে কখনও খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করিতেন না। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার অপর ভাইকে যে সারাদিন দেখিতে পাই না, সে কোথায় থাকে?' আমি বলিলামঃ সে বকরী চরাইতে যায়। হুযূর (দঃ) বলিলেন, 'আমাকেও তাহার সঙ্গে পাঠাইবেন'।ই ইহার পর হইতে তিনি তাঁহার দৃধ-ভাই (আদ্কুল্লাহ)-এর সঙ্গে বকরী চরাইতে যাইতেন। —খাসা-ইস ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫

একদিন তাঁহারা উভয়ে পশুদের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় আৰুল্লাহ হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌডাইয়া গহে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহার পিতাকে বলিল, 'আমার করাইশী ভাইকে দুইজন সাদা কাপড পরিহিত লোক শোয়াইয়া তাহার পেট চিরিয়া ফেলিয়াছে। আমি তাহাদিগকে এই অবস্থায়ই ফেলিয়া। আসিয়াছি।' আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঘাবডাইয়া মাঠের দিকে দৌডাইলাম। দেখিতে পাইলাম, মহামাদ (দঃ) বসিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু চেহারার রঙ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাছা! তোমার কি হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, 'দুইজন সাদা কাপড পরিহিত লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিল এবং আমার পেট চিরিয়া উহার মধ্য হইতে কি যেন খঁজিয়া বাহির করিল। আমি জানি না ইহা কি ছিল।' আমরা তাঁহাকে ঘরে নিয়া আসিলাম\* এবং পরে জনৈক গণকের<sup>২</sup> কাছে নিয়া গেলাম। গণক তাঁহাকে দেখামাত্র স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া দাঁডাইল এবং তাঁহাকে নিজের বকের উপর উঠাইয়া লইল আর চিৎকার করিতে লাগিল, "হে আরবের জনগণ। শীঘ্র আস। যে মহা বিপদ অচিরেই তোমাদের উপর ঘনায়মান তাহাকে প্রতিহত কর। যার উপায় এই যে, তোমরা এই শিশুটিকে হতা। করিয়া ফেল এবং আমাকেও তাঁহার সহিত হতা। কর। যদি তোমরা তাঁহাকে জীবিত ছাডিয়া দাও, তাহা হইলে স্মরণ রাখিও, সে ভোমাদের দ্বীনকে মিটাইয়া দিবে এবং

#### টিকা

- ১০ শৈশবকালে এমনতর সামা-চেতনা লকাণীয় যে, "যথন আমার ভাই কাজ করিতেছে তথন আমি কেন করিব না।"
- ২০ ইসলামের পূর্বে কিছু মানুয জীন ও শয়তানের সাহায়ো আসমানী ধবর এবং গোপন কথা-বার্তা জানিয়া নিয়া গায়েবী খবরের দাবীদার হইত—তাহারা কাহেন বা গণক নামে পরিচিত ছিল।
- \* সীরাতে ইবনে হিশাম—হাশিয়া যা-দূল মা'আদ. পৃষ্ঠা ৮০; আল-গায়া. পৃষ্ঠা ৮৯

নেন একটি দ্বীনের দিকে তোমাদিগকে আহ্বান করিবে, যাহার কথা তোমরা আজ এফ কখনও শ্রবণ কর নাই।"

াদের কথা শুনিয়া হালীমা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে এ হতভাগার । এই ে ছিনাইয়া আনিয়া বলিলেনঃ "তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। । । এই বলিয়া হালীমা তাঁহাকে । এই বিলয়া হালীমা তাঁহাকে । এই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই দিতীয় ঘটনাটি হুযুর (দঃ)-কে তাঁহার । এই। জননীর নিকট ফিরাইয়া দিতে তাহাকে গভীরভাবে উদ্বৃদ্ধ করিল। কেননা, । এইবি যথায়থ নিরাপ্তা দিতে পারিতেছিলেন না। —খাসা-ইস

করায় পৌছিয়া যখন নবী করীম (দঃ)-কে তাঁহার শ্রন্ধেয়া জননীর নিকট সোপর্দ কালেন, তখন তিনি হালীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "আগ্রহের সহিত লইয়া গিয়া । শাধ্র ফিরাইয়া আনার কারণ কি ?" অনেক পীড়াপীড়ির পর হযরত হালীমাকে । প্রাণ্ড নিকট সমৃদয় ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করিতে হইল। তিনি শুনিয়া বলিলেনঃ । লাশ্যই আমার ছেলের একটি বিশিষ্ট মহিমা রহিয়াছে।" তারপর তিনি গভাবস্থা । গুমিগুকালে সংঘটিত সকল বিস্ময়কর ঘটনা শুনাইলেন।"

---ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৯

## ।বা করীম (দঃ)-এর শ্রদ্ধেয়া জননীর ইস্তেকালঃ

্যখন তাঁহার বয়স চার বা ছয় বৎসর, তখন মদীনা হইতে প্রত্যাগমণকালে প্রভয়া নামক স্থানে তাঁহার শ্রন্ধেয়া জননীও পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ বিধ্যান —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১০

বাল্যকাল। বয়স ছয় বৎসর। পিতৃছায়া তো আগেই উঠিয়া গিয়াছিল। মাতৃ-ক্রেবে সাশ্রয়ও আজ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু এই এতীম শিশুটি যে রহ্মতের ক্রাশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়ার প্রতীক্ষায় তিনি তো এই সকল সহায়-সম্বলের ক্রাপ্রেফী নহেন।

## থাপুল মুত্তালিবের পরলোক গমনঃ

াপ তা-মাতার পর তিনি তাঁহার পিতামহ আব্দুল মুব্তালিবের আশ্রমে নাল হ-পালিত হন। কিন্তু আল্লাহ্ তা আলার অভিপ্রায় ছিল এই সত্যটুকু তুলিয়া নাল যে. এই বালক শুধু রহ্মতের ক্রোড়েই প্রতিপালিত হইবে। যিনি সকল কার্য- নালের আসল নিয়ামক সেই রাব্দুল আলামীন স্বয়ং তাঁহার লালন-পালনের নালান হইয়াছেন। যখন তাঁহার বয়স আট বংসর দুই মাস দশ দিন পূর্ণ হইল, ক্রান্দুল মুত্তালিবও দুনিয়া হইতে বিদায় হইলেন।

#### নবী করীম (দঃ)-এর সিরিয়া ভ্রমণঃ

দাদ। আপুল মুণ্ডালিবের মৃত্যার পর পিতৃবা আবু তালেব তাঁহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁহারই স্নেহ-ছায়ায় বাস করিতে থাকেন। এমনিভাবে যখন তাঁহার বয়স বার বৎসর দৃই মাস দশ দিন পূর্ণ হইল, তখন আবু তালেব বাণিজা উপলক্ষে সিরিয়া গমনের ইচ্ছা করিলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে লইয়া তিনি সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন। পথে তাইমা নামক ছানে যাত্রা বিরতি করিলেন।

## তাঁহার সম্পর্কে জনৈক বিরাট ইহুদী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণীঃ

তিনি যখন তাইমা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তথন ঘটনাচক্রে একদিন বৃহায়রা রাহেব নামক একজন অতি বড় ইহুদী পণ্ডিত তাঁহার পাশ দিয়া গমনকালে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "আপনার সঙ্গে যে বালকটি রহিয়াছে সে কে?" আবু তালেব বলিলেনঃ "ছেলেটি আমার ভাতৃপুত্র।" বৃহায়রা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি তাঁহার প্রতি স্নেহ পোষণ করেন এবং তাঁহার নিরাপত্তা কামনা করেন গ" আবু তালেব বলিলেন, "নিঃসন্দেহে।" তখন যাজক বৃহায়রা খোদার নামে শপথ করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি ছেলেটিকে সিরিয়া নিয়া যান তাহা হইলে ইছদীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। কারণ, ইনি আল্লাহ্র সেই নবী যিনি ইছদী ধর্মকে মিটাইয়া দিবেন। আমি তাঁহার গুণাবলী আসমানী কিতাবের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।"

ফায়দাঃ বুহায়র। যেহেতু তাওরাতের অতি বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাওরাত কিতাবে নবী করীম (দঃ)-এর আকার-অবয়বের পূর্ণ বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে সেহেতু তিনি নবী করীম (দঃ)-কে দেখিবা মাত্রই চিনিতে পারিয়াছিলেন যে, ইনিই সেই শেষ নবী যিনি তাওরাতকে রহিত করিবেন এবং ইহুদী ধর্মযাজকদের রাজত্বের অবসান ঘটাইবেন। সুতরাং বুহায়রার কথায় আবু তালেবের মনে শংকা জাগ্রত হইল। তিনি নবী করীম (দঃ)-কে মঞ্চায় ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

—মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১০

### ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সিরিয়া ভ্রমণঃ

সেই সময় মক্কায় খাদীজা ছিলেন একজন ধনী, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ বিধবা মহিলা। যে সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে তিনি বুদ্ধিমান, চতুর ও বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদের হাতে নিজের বাণিজ্যসম্ভার সমর্পণ করিয়া বলিতেন যে, এগুলি অমুক জায়গায় নিয়া বিক্রয় করিয়া আস। তোমাদিগকেও এত পরিমাণ লভাংশ প্রদান করা হইবে। াদত তখন পর্যন্ত নবী করীম (দঃ)-এর নবুওতের বিকাশ ঘটে নাই, তবুও সারা নান নগরীতে তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার সুনাম ছিল। তাঁহার পূত-পবিত্র দাননের প্রতি প্রতিটি লোকের বিশ্বাস ছিল। তিনি 'আল-আমীন' বা 'অতি বিশ্বাসী' পার্নিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এই সুখ্যাতি আর মহত্তের কথা খাদীজার অবিদিত কর না। সুতরাং তিনি তাঁহার বাবসার দায়িত্বভার নবী করীম (দঃ)-এর উপর অর্পণ বিসা তাঁহার বিশ্বস্ততা দারা উপকৃত হইতে ইচ্ছা করিলেন।

িচনি হুযুর (দঃ)-এর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যদি আমার নাণ্ডল-সম্ভার সিরিয়ায় নিয়া যান, তাহা হইলে আমি আমার একটি গোলাম নাপ্নার সহযোগিতার জনা নিযুক্ত করিয়া দিব এবং অন্যান্য লোককে যে লভাাংশ দেওয়া হয় তদপেক্ষা অধিক দ্বারা আপনার খেদ্মত করিব। নবী করীম (দঃ) তেওে স্বভাবতঃ উচ্চ সাহসী ও প্রশস্ত চিন্তার অধিকারী ছিলেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে এই দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। হযরত খাদীজার গোলাম মাইসারাকে সঙ্গে নিয়া ১৬ই যিল-হজ্ব তারিখে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মন্ধা তাগে করিলেন। সিরিয়ায় নাত সমুদয় পণা অতি বুদ্ধিমন্তার সহিত প্রচুর মুনাফায় সেখানে বিক্রয় করিলেন এবং সিরিয়া হইতে অন্যান্য পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মন্ধায় পৌছিয়া আনীত পণ্য খাদীজাকে বুঝাইয়া দিলেন। খাদীজা সেগুলি এখানে বিক্রয় করিলে প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জিত ইইল।

সিরিয়ার পথে যখন নবী করীম (দঃ) এক জায়গায় যাত্রা-বিরতি করিয়া আরাম করিতেছিলেন, তখন 'নাস্তুরা' নামক একজন ইহুদী পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ববতী আসমানী কিতাবসমূহে শেষ নবীর যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা হুবহু নবী করীম (দঃ)-এর মধ্যে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। যাজক মাইসারাকে চিনিতেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "তোমার সঙ্গের এই লোকটি কে?" উত্তরে মাইসারা বলিল, "হনি পবিত্র মক্কার ঘধিবাসী কুরাইশ বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত যুবক।" 'নাস্তুরা' বলিলেন, "এই যুবকটি কালে নবী হইবেন।" —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১২

#### হযরত খাদীজার সহিত বিবাহঃ

হযরত খাদীজা ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মহিলা। নবী করীম (দঃ)-এর শিষ্টাচার এবং বিস্ময়কর চরিত্র-মাধুর্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরে মহানবীর প্রতি এক সত্যিকার বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম ভালবাসা জন্ম নিয়াছিল। ফলে তিনি স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, হুযূর (দঃ) সম্মত হইলে তিনি তাঁহারই সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

নিবা করাম (৮ঃ) এর বয়স যখন একুশ ইবংসর, তখন হযরত খাদীজার সহিত ভাষার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হযরত খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। কোন কোন বর্ণনায় পয়তাল্লিশ বৎসর। —মোগলতাঈ

বিবাহ অনুষ্ঠানে আবুতালেব এবং বনু-হাশিম ও মুযার গোত্রের সমস্ত নেতৃবর্গ সমবেত হন। আবুতালেব বিবাহের খোৎবা পাঠ করেন। এই খোৎবায় আবুতালেব নবী করীম (দঃ) সম্পর্কে যে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে ইহার অনুবাদ প্রদন্ত হইলঃ

"ইনি হইতেছেন মুহাম্মদ (দঃ) ইবনে আন্দুল্লাহ্। যিনি ধন-সম্পদের দিক দিয়া কম হইলেও মহান চরিত্র আর অনুপম গুণাবলীর দরন যাহাকেই তাঁহার মোকারেলায় রাখা হইরে, তিনি তাহার চাইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইরেন। কেননা, ধন-সম্পদ এক বিলীয়মান ছায়া আর প্রত্যাবর্তনশীল বস্তু বিশেষ। আর এই মুহাম্মদ (দঃ) যাহার আন্থীয়তার সম্পর্কের খবর আপনাদের সবারই জানা, তিনি খাদীজা বিনতে খোয়াইলাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ইইতে চাহিতেছেন। তাহার সমুদ্য মুহরানা মুমজ্জোল (নগদ দেয়) হোক কিংবা মু-আজ্জাল (দেরিতে দেয়), আমার সম্পদ হইতে দেয়। আল্লাহ্র কসম, অতঃপর তিনি বিপ্লভাবে সম্মানিত ও নন্দিত হইরেন।"

নবী করীম (দঃ)-এর বয়স যখন মাত্র ২১\* বৎসর এবং বাহ্যতঃ তখনও তাঁহাকে নবুওয়ত প্রদান করা হয় নাই, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার সম্পর্কে আবুতালেবের এই বক্তব্য উচ্চারিত হইয়াছিল। তদুপরি অধিকতর বিম্ময়ের ব্যাপার এই য়ে, আবুতালেব তাহার সেই পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল যাহার ধ্বংস সাধনে নবী করীম (দঃ)-এর গোটা জীবন উৎসর্গিত। কিন্তু কথা হইল এই য়ে, সত্যকে কখনও লুকাইয়া রাখা যায় না।

মোট কথা, হযরত খাদীজার সহিত নবী করীম (দঃ)-এর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তিনি দীর্ঘ ২৪ বৎসর তাঁহার সেবায় নিয়োজিত থাকেন। কিছুকাল অহী অবতীর্ণ হইবার পূর্বে আর কিছুকাল অহী অবতীর্ণ হইবার পরে।

#### টিকা

- ১০ ঐ সময় নবী করীম (দঃ)-এর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। যথাঃ ২১, ২৯, ৩০, ৩৭; সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১৪। সীরাতে মোস্তফা প্রভৃতি গ্রন্থে বিবাহের সময় নবী করীম (দঃ)-এর বয়স ২৫ বৎসর ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।
- নবী করীম ছাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের সময়ের বয়স সম্পর্কে মততেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে তাঁহার বয়স ছিল ২৫ বৎসর।

#### ৮০০৩ খাদীজার গর্ভে মহানবীর সন্তানঃ

নানত খাদীজার গর্ভে নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই তনয় বান চার কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র তনয়দ্বয়ের নাম ঃ হযরত কাসেম ও করান তারে কাসেমের নামানুসারেই হুযুর ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্তান কাসেমে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কোন কোন বর্ণনায় হযরত কাতেমা, কান আব্দুল্লাহই বলা হইয়াছে। কন্যা চারজনের নাম ঃ হযরত ফাতেমা, কান যানান, হযরত রোকাইয়া ও হযরত উন্মে কুলসুম। হযরত যয়নাব ছিলেন সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা।ই হুযুর ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্যানগণের সকলেই হযরত খাদীজার গর্ভজাত ছিলেন। অবশ্য তাহার তৃতীয় পুত্র করাইমিই শুধু হযরত মারিয়া কিবতীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রেনে সকলেই বালাবয়সেই ওফাৎপ্রাপ্ত হন। অবশ্য হ্যরত কাসেম (রাঃ) কর্পনে কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করিতে করের মত বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। —মোগলতাই

#### ানা করীম (দঃ)-এর কন্যাগণঃ

২থবত ফাতেম। সর্ব-সন্মতিক্রমে নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের । নাগেণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনি তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "ফাতেমা জানাতী নহিলাগণের সর্দার।" পনের বংসর সাড়ে পাঁচ মাস বয়সে হযরত আলী (রাঃ)-এর সাহ ত তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহে মোহরানা নির্ধারিত হইয়াছিল চারিশত আশি দিরহাম। এই সাইয়িদাতুন-নিসার যৌতুক ছিল একটি চাদর, খেজুর গাছের ভালভরা একটি বালিশ, একটি চামড়ার গদি, একটি দড়ির খাটিয়া, একটি মোশক, দইটি মাটির কলস, দইটি সুরাহী এবং একটি আটার চাল্কী। —(তবকাতে ইবনে সা'আদ) চাল্কী পেষণসহ ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি নিজ হাতেই সম্পন্ন করিতেন। এই ছিল দোঁ-জাহানের সর্দার খাতিমুল-আদিয়া ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ভয়াসাল্লামের সর্বাধিক আদরের কন্যার বিবাহ, যৌতুক এবং মোহরানার অবস্থা, টিকা

- ় যা-দূল মা'আদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাঁহার আসল নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তৈয়ব ও তাহের এই দুইটি ছিল তাঁহার উপাধি।
- া হাফেজ ইবনে কাইয়োম যা-দুল মা আদ গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত উল্লেখ করিয়াছেন। াহ কেহ হয়রত যয়নাবকে, কেহ হয়রত রোকাইয়াকে, কেহ হয়রত উল্লে কুলসুমকে সর্বজ্ঞোতা ালিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হয়রত রোকাইয়া (রাঃ) সর্বজ্ঞোষ্ঠা এবং হয়রত উল্লে কুলসুম (রাঃ) সর্বকনিষ্ঠা ছিলেন।

—্যা-দুল মা'আদ ১ম খণ্ড, পুদ্রা ২৫

থার থাহার দারিদ্রপীড়িও জীবনের চিত্র। সকল মহিলা বিবাহ-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতায় স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়াকে ধ্বংস করিয়া দেয় তাহারা কি ইহা দেখিয়াও লক্ষা বোধ করিবে না !

নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পুত্র-সন্তান বাঁচিয়া না থাকার মধ্যে আল্লাহ্ তা আলার বিরাট রহসা নিহিত রহিয়াছে। শুধু কন্যা- সন্তানগণের মধ্যেই দুনিয়াতে তাঁহার বংশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু কন্যাগণের মধ্যেও শুধু হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সন্তানগণই জীবিত ছিলেন। অন্যান্য কণ্যাগণের মধ্যে কাহারো কাহারো কোন সন্তানই জন্মায় নাই। আর কাহারো কাহারো সন্তান জীবিত থাকেন নাই।

হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ আবুল আস্ ইবনুর রবী:-এর সহিত হইয়াছিল। তাঁহাদের একটি ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অল্প বয়সেই মৃত্যুবরণ করে। 'উমামা' নাম্মী তাঁহাদের একটি কন্যা ছিল। হযরত ফাতেমার ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রাঃ) ইহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন সন্তান ছিল না।

হযরত রোকাইয়া (রাঃ) ছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর সহ-ধর্মিণী। তাঁহারা এক সঙ্গেই হাবশায় হিজ্বত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার ইন্তেকাল হয়। তাঁহার পর তাঁহার তৃতীয় ভগী হয়রত উন্মে কুলসুম (রাঃ)-কেও নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়রত উসমানের সহিত বিবাহ দেন। এই কারণে হয়রত উসমান "য়ীন্-নুরাইন" বা দৃই নূরের অধিকারী বলিয়া অভিহিত হইতেন। নবম হিজরীতে হয়রত উন্মে কুলসুমও পরলোক গমন করেন। তর্খন নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন, "য়ি আমার তৃতীয় কোন কন্যা থাকিত, তাহা হইলে তাহাকেও আমি উসমানের সহিত বিবাহ দিতাম।"

—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১৬ ও ১৭

### মহিলাগণের জন্য স্মরণীয়ঃ

সীরাতের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় রহিয়াছে যে, একবার হযরত রোকাইয়া (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর উপর অসস্তুষ্ট হইয়া নবী করীম ছাল্লাল্লছে আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অভিযোগ করিতে আসিলেন। হুযুর (দঃ) বলিলেন,

#### টিকা

১০ হযরত ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে হযরত মাওলানা সাইরিনে আসগার হোসাইন (রহঃ) রচিত ও কুতৃরখানা এমদাদিয়াহ, দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিত "নেক বীবিয়া" গ্রন্থখানা পাঠ করিতে পারেন। ইহাতে ঈমান সঞ্জীব হইবে। াদা পামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে, ইহা আমার পছন্দ নহে। সোজা নিজের ঘরে নার্যা যাও।" ইহাই ছিল কন্যার প্রতি পিতার শিক্ষা, যাহাতে তাহাদের দুনিয়া ও বাথেরাত উভয়ই সুগঠিত হইতে পারে। —ইবনে কাসীর রচিত আওজাযুস্-সিয়ার

## অন্যান্য পুণ্যবতী পত্নিগণ

নবাঁ করীম (দঃ) হযরত খাদীজার জীবদ্দশায় অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নাই। হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে যখন তিনি পরলোক গমন করেন এবং নবী নবাম (দঃ)-এর বয়স উন-পঞ্চাশ বৎসরে উপনীত হয়, তখন আরো কতিপয় নুলাবতী মহিলা তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। যাঁহাদের পবিত্র নাম ও ন কিন্তু পরিচয় নিম্নে প্রদন্ত হইলঃ

(২) হযরত সাওদা বিনতে যাম্আহ্ (রাঃ), (৩) হযরত আয়েশা (রাঃ), (১) হযরত হাফ্সা (রাঃ), (৫) হযরত যয়নাব বিন্তে খোষাইমা (রাঃ), (৬) হযরত দ্রে সালামা (রাঃ), (৭) হযরত যয়নাব বিন্তে জাহাশ (রাঃ), (৮) হযরত ওয়াইরিয়ার্ (রাঃ), (৯) হযরত উম্মে হারীবা (রাঃ), (১০) হযরত সুফিয়া (রাঃ), (১১) হযরত মাইমুনা (রাঃ)। মোট এগার জন। ইহাদের দুইজন হুযুর (দঃ)-এর নাবদ্দশায়ই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন এবং নয়জন তাঁহার ওফাতের সময় জীবিত জিলেন। আর ইহা শুধু নবী করীম (দঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া উম্মতের ইজমা হথা ঐকমতা রহিয়াছে। উম্মতের জন্য একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা আদৌ জায়েয নহে। নবী করীম (দঃ)-এর এই বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু কারণ পরবাতীতে বর্ণনা করা হইবে।

হযরত সাওদা (রাঃ)ঃ ইনি প্রথমে সাক্রান ইবনে আম্রের সহ-ধর্মিণী ছিলেন। । । হার পরে হুযূর (দঃ)-এর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)ঃ ইনি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর
ানা। হযুর ছাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার
সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। হিজরী ১ম সনে নয় বৎসর বয়সে তাঁহার
াখ্যাতী সম্পন্ন হইয়াছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের
গুন্তেকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল আঠার বৎসর। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাছ আলাইহি
ায়াসাল্লামের এই নয় বৎসরের পবিত্র সান্নিধ্য তাঁহার উপর কি যে প্রভাব বিস্তার
ারিয়াছিল এবং এই সীমিত পরিসরে তিনি কত কি যে আয়ন্ত করিতে সক্ষম
াইয়াছিলেন, তাহা বড় বড় সাহাবীগণের বক্তব্য হইতে অনুধাবন করা যায়। তাঁহারা

অমিরা হয়রত আয়েশা সিদ্দীকার নিকট উহার সমাধান পাইতাম।" ঠিক এই কারণে প্রবীণ সাহাবীদের অনেকেই তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

হযরত হাফসা (রাঃ)ঃ ফারুকে আযম (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন তিনি। প্রথমে উনাইস্ ইবনে হুযাফার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সনে নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে বিবাহ করেন।

হযরত যয়নাব বিনতে খোযায়মা হেলালিয়া (রাঃ)ঃ ইনি "উন্মূল মাসাকীন (মিসকীনদের জননী)" উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। প্রথমে তোফায়ল ইবনে হারেসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি তালাক দিলে পরে তাহার ভাই উবায়দার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি বদর যুদ্ধে শাহাদত বরণ করিলে হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের একমাস পূর্বে নবী করীম (দঃ)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

—সীরাতে মোগলতাঈ, প্রতা ৪৯

হযরত উদ্মে হাবীবা (রাঃ)ঃ ইনি হযরত আবু সৃফিয়ানের কন্যা। প্রথমে উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্শের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উবায়দুল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার সন্তানাদিও ছিল। স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হইয়া হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। সেখানে পোঁছিয়া উবায়দুল্লাহ্ খৃষ্টান হইয়া যায় এবং উদ্মে হাবিবা স্বীয় ক্রমান-আকীদার উপর অটল থাকেন। এই সময় নবী করীম (দঃ) হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীকে এই মর্মে একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন তাঁহার পক্ষ হইতে উদ্মে হাবীবার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। সূত্রাং নাজ্জাশী বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন এবং নিজেই এই বিবাহের অভিভাবক হইয়া মহরানার চারশত দীনার আদায় করিয়া দেন।

হযরত উন্মে সালামা (রাঃ)ঃ তাহার নাম ছিল হিন্দা। প্রথমে আবু সালামার বিবাহাধীনে ছিলেন। আবু সালামার পক্ষ হইতে তাঁহার সন্তানাদিও ছিল। হিজরী ৪র্থ সনের জুমাদাস্-সানী মাসে এবং কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী হিজরী তৃতীয় সনে নবী করীম ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫৫) বলা হইয়া থাকে যে, হযরত উন্মে সালমা সমস্ত পবিত্রা-পত্নিগণের পরে ইন্তিকাল করিয়াছিলেন।

হযরত যয়নাব বিন্তে জাহাশ্ (রাঃ)ঃ তিনি ছিলেন নবী করীম (দঃ)-এর ফুফাত বোন। হুযুর (দঃ) তাঁহাকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা

#### টিকা

১০ হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত তথা জানিতে হইলে "নেক-বীবিয়া" নামক গ্রন্থখানা পাঠ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

াব্যাছিলেন। যায়েদ ছিলেন হুযুর (দঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম। তিনি তাঁহাকে নালন পোষ্য-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবুও যেহেতু তাঁহার গায়ে একবার ানরের ছোঁয়া লাগিয়াছিল, তাই হযরত যয়নাব (রাঃ) এই সম্বন্ধ মনে প্রাণে গ্রহণ ানতে পারিতেছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি নবী করীম (দঃ)-এর আদেশ ালানার্থে সম্মত হইয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসরকাল তিনি হযরত যায়েদের ানাওধীনে ছিলেন। কিন্তু যেহেতু মানসিকভাবে বনিবনা ছিল না সেই হেতু ালাদের মধ্যে সব সময় মনোমালিনা লাগিয়াই থাকিত। এমনকি হযরত যায়েদ ে। ) নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তালাক প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত াবতে লাগিলেন। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বুঝাইয়া বিরত াপলেন। কিন্তু পারে যখন কোন কিছুতেই বনিবনাও সম্ভব হইল না, তখন হযরত ায়েদ (রাঃ) বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তালাক প্রদান করিলেন। ইহার পর হযরত ালাবের (রাঃ) মনোবেদনা লাঘব করিবার জনা হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ভযাসাল্লাম নিজেই তাঁহাকৈ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু যেহেতু তৎকালীন ্যাররে পালক-পুত্রকে নিজের উরষজাত সন্তানের সমত্ল্য বিবেচনা করা হইত ্রেইহেত সাধারণ জনমতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ্রাহাকে বিবাহ করিতে বিরত ছিলেন। পাছে হয়তো লোকেরা এইভাবে সমালোচনা ারিতে লাগিবে যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার আপন পূত্র-বধুকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু ইহা ছিল অন্ধকার যুগের একটি কুসংস্কার মাত্র এবং ইহাকে সমূলে উৎখাত করা ছিল ইসলামের অপরিহার্য পায়িত্ব। সূতরাং কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইলঃ

"আপনি কি লোকদিগকে ভয় করিতেছেন ? অথচ একমাত্র আল্লাহ্কেই ভয় া উচিত।" —সূরা-আহ্যাব

সূতরাং হিজরী ৪র্থ সনে এবং কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ৩য় অথবা ৫ম সনে 
গাল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে নবী করীম ছাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁহাকে 
বিবাহ করেন। উদ্দেশ্য ছিলঃ যেন মানুয বুঝিতে পারে যে, পালক-পুত্র কখনও 
ওয়য়জাত পুত্রের সমান নহে। পালক পুত্রের স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের পরে পালক 
পিতার জন্য হারাম থাকে না। আর যাহারা আল্লাহ্র এই হালালকে বিশ্বাস অথবা 
কর্মের দিক দিয়া হারাম করিয়া রাখিয়াছে তাহার। যেন ভবিষ্যতে প্রান্তির বেড়াজাল 
হইতে বাহির হইয়া আসে এবং অন্ধকার যুগের এই কুসংস্কার সমূলে উৎপাটিত 
হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রাচীন কুসংস্কারের মূলোৎপাটন শুধু তখনই সম্ভব ছিল যখন 
নবী করীম (দঃ) স্বয়ং কার্যতঃ ইহার বাস্তবায়ন ঘটাইবেন।

হযরত যয়নাবের বিবাহ সম্পর্কে আমি যাহাকিছ লিখিয়াছি তাহা এতান্ত বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের আলোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সহাঁহ বোখারা শরাকের ব্যাখ্যাকার হাফিয়ে হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ফত্তল বারী গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। (ফত্তল বারী, তফসীরে সূরা-আহ্যাব।) এই প্রসঙ্গে অন্যানা যেসব ভ্রান্ত রেওয়ায়ত রটানো হইয়াছে তাহা সবই মুনাকেক ও কাফেরদের অলীক রটনা। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিকও কোন প্রকার ঘাঁচাই বাছাই না করিয়া তাহা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন—যাহা সর্বৈর মিথাা ও স্বকপোল-কল্পিত বৈ কিছুই নহে।

হযরত সুফিয়া বিন্তে হোয়াই (রাঃ)ঃ ইনি ছিলেন হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর। ইহা একমাত্র তাঁহারই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একদিকে একজন নবীর কন্যা এবং অপর দিকে একজন নবীর সহ-ধর্মিণী ছিলেন। প্রথমে কেনানা ইবনে আবিল হাকীকের বিবাহাধীনে ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নবী করীম ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিবাহ করেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস খোযাইয়া (রাঃ)ঃ বনীল মুস্তালাক গোত্রের সর্দার হারেসের কন্যা ছিলেন। যুদ্ধে বন্দী হইয়া হুয়ুর (দঃ)-এর খেদমতে নীত হন এবং পরে তাঁহার বিবাহাধীনে আসেন। ইহার ফলে তাঁহার গোত্রের সকল লোক মুক্তি লাভ করে এবং তাঁহার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস হেলালিয়া (রাঃ)ঃ ইনি প্রথমে মাস্টদ ইবনে উমরের বিবাহাধীনে ছিলেন। তিনি তালাক দিলে আবু রেহামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আবু রেহামের মৃত্যুর পর নবী করীম (দঃ)-এর বিবাহে আসেন। —মোগলতাঈ

হযরত মায়মুনা (রাঃ) ছিলেন হুযুর (দঃ) এর সর্বশেষ সহ-ধর্মিণী। তাঁহার পরে নবী করীম (দঃ) আর কোন বিবাহ করেন নাই।

উপরোক্ত বিবিগণ ছাড়াও আরো কতিপয় মহিলার সহিত হুযুর (দঃ)-এর বিবাহ সংঘটিত হুইয়াছিল, কিন্তু হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র সাহচর্য তাহাদের নসীব হয় নাই বরং রুখুসাতীর পূর্বেই বিশেষ বিশেষ কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছিল। ইহার বিশদ বিবরণ সীরাতের বড বড কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

## নবী করীম (দঃ)-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশঃ

একজন পুরুষের জনা একাধিক স্ত্রী রাখা ইস্লামের পূর্বেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মেই বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত। আরব, ভারতবর্য, ইরান, মিসর, গ্রীক, বাবেল, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের প্রতাক গোরের মধ্যে বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ন্ধ নির্বাধন বিবাহের প্রাকৃতিক প্রয়োজনাম নির্বাধিটি আজও কেই এস্বীকার বিচান প্রাক্তে না। বর্তমান মুগো ইড্রোপের লোকেরা ভাইাদের পূর্ব-প্রথদের বিচাল নভাবিবাই এবিধ করার চেষ্টা কবিয়াছে কিন্তু ইহারে সফলকাম ইইতে পারে নাল বন্ধশ্যে প্রভাবিক নীতির এয় ইইয়াছে এবং এখন ইহার প্রচলনকে জনপ্রিয় বিচাল ক্ষা

ানাত রাষ্ট্রান পণ্ডিত মিঃ ডেভিন পোর্ট একাধিক বিবাহের সমর্থনে ইঞ্জিল বিজ্ঞা ঘটোক আয়াত বর্ণনার পর লিখিতেছেন, "এই আয়াতসমূহ হইতে প্রতীয়মান তিন্তু বহু-বিবাহ শুধু পছন্দনীয়ই নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে বিশেষ বিজ্ঞান করিয়াছেন। —জন ডেভিন পোর্টের জীবনী, পৃষ্ঠা ১৫৮

্রাশ্য এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ইসলামের পূর্বে বহু-বিবাহের কোন মন্য নিগাবিত ছিল না। এক এক বাক্তির আওতায় হাজার হাজার নারী থাকিত।

্রান পাদ্রীরা সব সময়ই বহু-বিবাহে অভ্যস্ত ছিলেন। যোড়শ শতান্দী পর্যন্ত ক্রানাতে ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কন্ট্রান্টিনোপলের সম্রাট ও তাঁহার ক্রাধ্যনাবীগণ অসংখ্যা স্থ্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রমনিভাবে বৈদিক আচারে বহু বিবাহ বৈধ ছিল এবং ইহাতে একই সময়ে দশ কালে, তেরজন ও সাতাশজন করিয়া স্ত্রী রাখার অনুমতি রহিয়াছে।

নোদ্ধা কথা, ইস্লামের পূর্বে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এক সীমাহীন আকারে প্রচলিত িন। বিভিন্ন ধর্ম ও রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া যতদূর জানা যায় তাহাতে ে।য়নান হয় যে, ইছদী, খৃষ্টান, হিন্দু, আর্য এবং পারসিক কোন ধর্ম অথবা বিধানই ধার কোন সীমারেখা নির্ধারণ করে নাই।

#### 1641

্রানিভাবে পাদ্রী ফিকস, জন মিলটন এবং আইজ্যাক টেলরসই আরো অনেকে অতাস্ত িত ভাষায় ইহার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করিয়াছেন।

বর্তমান বাইরেল পাঠে জানা যায় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সাতশত স্থ্রী এবং

শত হেরেম ছিল। (প্রথম সালাতীন ১৯/১) হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিরানকাই জন স্ত্রী,

তেও ইবরাহীম (আঃ)-এর তিন স্ত্রী এবং হযরত ইয়াকুব ও মূসা (আঃ)-এর চারজন করিয়।

বিদামান ছিলেন। —বাইরেল, জগ্ম অধ্যার ২৯ ও ৩০

ে মনু যাহাকে হিন্দু এবং আর্যদের সর্বজন স্বীকৃত মনীয়ী ও নেতা বলিয়া মান্য করা হয়—তিনি 
া শান্তে লিখিয়াছেন, "যদি কেনে ব্যক্তির চার-পাঁচজন স্ত্রী থাকে এবং তাহাদের মধ্যে একজন
সন্তানবতী হয়, তাহা হইলে অবশিষ্টগণকেও সন্তানবতী বলা হয়।" (মনু অধ্যায় ৯, শ্লোক ১৮৩;
াদালায়ে তা আদ্বুদে আয়ওয়াজ, অমৃতসর।) শ্রী কৃষ্ণ—যাহাকে হিন্দুদের মধ্যে অত্যন্ত
শোলীত অবতার বলিয়া গণা করা হয়—তাহার হাজার হাজার স্ত্রী বিদামান ছিল।

ইস্লামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রথা এমনিভাবে সাম। নির্ধারণ ছাড়াই প্রচলিত ছিল। কোন কোন সাহাবীর বিবাহে চারজনেরও অধিক স্ত্রী বিদামান ছিল। হযরত খাদীজার ইন্তিকালের পর হুযূর (দঃ)-এর বিবাহ বন্ধনেও বিশেষ বিশেষ ইসলামী প্রয়োজনে দশজন পর্যন্ত স্ত্রী একত্রিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর যখন দেখা গেল যে, এই বহু বিবাহের কারণে মহিলাদের অধিকার খর্ব হইতে চলিয়াছে, কারণঃ লোকেরা প্রথমতঃ লোভের বশবতী হইয়া একাধিক বিবাহ করিত কিন্তু পরে স্ত্রীগণের অধিকার আদায় করিতে সক্ষম হইত না, তখন কুরআনে আযীযের চিরন্তন বিগান যাহা পৃথিবীর বুক হইতে সর্বপ্রকার জুলুম অত্যাচার উৎখাত করার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে, মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষা রাখিয়া যদিও একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নাই, তবে ইহার সংখাা নির্ধারণ করিয়া ইহার অনিষ্ট ও অপকারিতাসমূহের অবসান করিয়া দিয়াছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অবতীর্ণ হইল যে, "এখন তোমরা মাত্র চারজন' খ্রীলোককে একই সময়ে বিবাহ করিতে পারিবে। তাও এই শর্তে যে, যদি তোমরা চারজন স্ত্রীর অধিকারসমূহ সমান সমানভাবে আদায় করিতে সক্ষম হও। আর যদি সুবিচার ও সমতা বিধান করার সাহস ও ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে একাধিক স্ত্রী রাখা অন্যায় ও জুলুম।"

এই ঘোষণার পর একই সময়ে চারের অধিক দ্রী রাখা সর্ব-সন্মতভাবে হারাম হইয়া গিয়াছে। যে সকল সাহাবীর বিবাহে চারজনের অধিক দ্রী ছিল তাঁহারা চারজনকে রাখিয়া অবশিষ্টদেরকে তালাক দিয়া দিলেন। হাদীস শরীফে আছে, হযরত গায়লান যখন মুসলমান হইলেন তখন তাঁহার বিবাহে দশজন স্ত্রী ছিল। রাস্লুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, চারজনকে রাখিয়া বাকী সকলকে বর্জন কর। এমনিভাবে যখন নওফল ইবনে মুয়াবিয়া ইস্লাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পাঁচজন স্ত্রী ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের একজনকে বর্জন করার নির্দেশ দিলেন।

—তাফ্সীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যাও এই সাধারণ আইন অনুযায়ী চারজনের অধিক না থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, উম্মুহাতুল্ মো'মেনীন অন্যান্য মহিলাগণের মত নহেন। কুরআন স্বয়ং ঘোষণা করিতেছে— টিকা

১০ ইহা এই আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

فانْكَحُوا ما طَابِ لَكُمْ مَن النَّساء مثنني وثُلْث وَرُبِع \_ فإنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدَلُوا فواحدة \_

## ينساء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَاء

ে নবীর স্ত্রীগণ ! তোমরা অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের মত নহ।" হ্যুর

। । এর পবিত্র পত্নিগণ হইতেছেন সকল উন্মতের মাতা। তাঁহারা মহানবীর পর

। । করীম (দঃ)-এর চারজনের অতিরিক্ত অন্যান্য স্ত্রীগণকে তালাক দিয়া পৃথক

। । করীম (দঃ)-এর চারজনের অতিরিক্ত অন্যান্য স্ত্রীগণকে তালাক দিয়া পৃথক

। ধইত, তাহা হইলে তাঁহাদের উপর ইহা কতই না অবিচার করা হইত যে,

। । জীবনই তাঁহাদিগকে নিঃসঙ্গ থাকিতে হইত এবং নবী করীম (দঃ)-এর

াল্পিনের সাহচর্য তাঁহাদের জনা এক বিরাট আ্যাবে পরিণত হইত। এক দিকে

। ফথ্রে আলম (দঃ)-এর সাহচর্য ছিন্ন হইয়া যাইত আর অপর দিকে অন্য

াল্পাও দুঃখ মোচনের অনুমতিও তাহাদের থাকিত না।

সূত্রাং নবী-সহধমিণীগণকে এই সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা কোনক্রমেই সত ছিল না। বিশেষতঃ যে সমস্ত বিবাহ এই কারণেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে, নালনের স্বামীরা জেহাদের ময়দানে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা নালান-সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবী করিম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নালাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের জনাই তাঁহাদিগকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। নন যদি তাঁহাদিগকে তালাক দিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের অবস্থা কি নালাইত। ইহা কেমন সমরেদনা হইত যে. এখন তাঁহারা সারা জীবনের জন্য বিবাহ তেওঁ বিশ্বিত হইয়া যাইতেন ?

পৃতরাং চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা শরীঅতের নির্দেশে শুধু নবী করীম (৮৫)-এরই বিশেষত্ব বলিয়া পরিগণিত হইল। ইহা ছাড়াও উল্লেখ্য যে, নবী করীম (৮৫)-এর সাংসারিক জীবনের অবস্থাসমূহ—যাহা উন্মতের জন্য ইহ্লৌকিক ও ারলৌকিক সকল কর্মকাণ্ডের বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে পরিগণিত—ইহা শুধু আয়ভয়াজে মৃতাহ্হারাতগণের মাধ্যমেই আমাদের নিকট পোঁছিতে পারিত এবং ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য যে, নয়জন বিবিও সেই প্রয়োজনের তুলনায় কম।

এই সকল বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোন মানুষ কি একথা বলিতে পারে যে, নি করীম ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বৈশিষ্ট্য (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন) াঠার জৈবিক ভোগ-লালসার উপরে নির্ভরশীল ছিল ?

এতদ্প্রসঙ্গে এই বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, যখন সমগ্র আরব-অনারব নবী বিচ (৮ঃ)-এর বিরোধিতায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, তাঁহাকে হত্যা করিবার ব্যয়ন্ত্র আঁটিতেছিল, তাঁহার উপর নানান রকম দোষারোপ ও অপবাদ আরোপ বিতেছিল, তাঁহাকে পাগল, মিথ্যাবাদী বলিয়া উপহাস করিতেছিল—এক কথায় এই দেদীপানান স্থোর গায়ে ধলাবালি নিক্ষেপ করিবার জন। সর্বপ্রকারের প্রাণান্তক চেষ্টা করিয়া নিজেরাই শুধ লাঞ্জিত ও অপমানিত হইতেছিল। এত কিছ করিতেছিল কিন্তু কোন শত্রুও কি কোন দিন তাঁহার সম্পর্কে জৈবিক ভোগ-লালসা এবং নারী-ঘটিত কোন ব্যাপারে কোন অভিযোগ আরোপ করিতে পারিয়াছিল ? না. অবশ্যই না। এই ব্যাপারে মিথ্যা রটনার কোন দুর্বল ভিত্তিও তাহাদের ছিল না। নতবা কোন মর্যাদাবান লোকের দূর্নাম রটানোর জন্য এতদপেক্ষা বড মোক্ষম কোন অস্ত্র আর ছিল না। যদি সামান্য মাত্রও অঙ্গুলি রাখিবার অবকাশ থাকিত, তাহা হইলে আরবের কাফেররা যাহাদের কাছে নবীর ঘরের থবর পর্যন্ত গোপন ছিল না—তাহারা সবচাইতে বেশী ফলাও করিয়া ইহাকে তাঁহার দোয-ত্রুটির মধ্যে গণনা করিত। কিন্তু তাহারা তো এত বোকা ছিল না যে, বাস্তবতা অস্বীকার করিয়া নিজেদের কথার গ্রহণযোগাতাকে নম্মাৎ করিয়া দিবে। কেননা, খোদাভীকুতার মূর্ত প্রতীক মহাম্মাদুর রাস্লুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন সর্বসাধারণের চোখের সামনে উপস্থিত ছিল। ইহাতে তাহারা দেখিতে পাইতেছিল য়ে, তাঁহার যৌবনের সিংহভাগ শুধ নির্জনতা ও একাকীত্নের মাঝে অতিবাহিত হইয়াছে। অতঃপর যখন তাঁহার বয়স ২৫ বংসরে পদার্পণ করিল, তখন হয়রত খাদীজা রাযিআল্লাহু তা আলা আনহার পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে, যিনি বিধবা ও সম্ভানবতী হওয়ার সাথে সাথে জীবনের চল্লিশ বংসর অতিক্রম করিয়া তখন বার্ধকোর জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিবাহের পূর্বে দুইজন স্বামীর সংসার করিয়াছিলেন এবং দুই পুত্র ও তিন কন্যার জননীও ছিলেন। \* নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে তাঁহার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। অতঃপর বয়সের বেশীর ভাগই এই এক বিবাহেই অতিবাহিত করেন। আর তাহাও এমনভাবে যে, স্ত্রীকে ঘরে রাথিয়া হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় দীর্ঘ এক এক মাস পর্যন্ত শুধু আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকিতেন। জীবনের একটি বিরাট অংশ এই বিবাহের উপরেই কাটিয়াছিল। এইজন্য তাঁহার যত সন্তানাদি জন্মিয়াছেন তাঁহাদের সবাই ছিলেন হযরত খাদীজা (রাঃ)-এরই গর্ভজাত।

অবশা হযরত খাদীজার পরলোকগমনের পর যখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কোঠা অতিক্রম করে, তখন এই সবকয়টি বিবাহ সংঘটিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ শরীয়তী প্রয়োজনের খাতিরে দশজন পর্যন্ত মহিলা তাঁহার বিবাহাধীনে আগমন করেন—

সীরাতে মোগলতাঈ পৃষ্ঠা ১২

টিকা

্দেশন সন্তি (২য়রত আয়েশা সিদ্ধান্য [নাল] বাতাত) ছিলেন বিধবা আর কেই তে কথানকতীত বটে।

া বিশ্বনা স্থান প্রেমাপটে সামি কদাচ ধারণাও করিতে পারি না যে, কোন বিশ্বনা সংপ্রা লোক নবা করাম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বিলাইকে (খোদা-পানাই) কোন জৈনিক ভোগ-লালসার পরিণতি বলিয়া মন্তব্য কি পারে! তবে যদি কোন রাতকানা নবুওয়ত-রবির জ্যোতি ও মাহান্ম্যকে কর্মানা পায় এবং নবা করাম ছাল্লাল্লছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র, কর্মা, কাল ভারতা, পবিএতা, দৃনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, তাকওয়া ও পরহেষগারী এবং কালিছা জাবনের পারিপার্শিক অবস্থার প্রতিও চোখ বন্ধ করিয়া রাখে, তবুও এই সাহতের সহিত সম্পুক্ত ঘটনা প্রবাহই তাহাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত ইইতে চালাবিবে যে, এই বিবাহসমূহ নিশ্চয়ই কোন জৈবিক চাহিদা কিংবা ভোগ লাহা ভিক ছিল না। যদি তাহাই ইইত, তবে সারাটা জীবন একজন বৃদ্ধার সহিত কালিছা করিয়া প্রায় পঞ্চাল বংসর বয়সকে এই কাজের জন্য নির্ধারিত করা ক্যান্যার জ্ঞান মানিয়া নিতে পারে না।

াংশিয় করিয়া যখন আরবের কাফের ও কুরাইশ-নেতৃবর্গ নবী করীম ছাল্লাল্লাহ াংশি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতমাত্র তাহাদের নির্বাচিত সেরা লাবণ্যময়ী সুন্দরীকে ক্ষান্তির উৎসর্গ করিতে উন্মুখ ছিল। বস্তুতঃ সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য হ্যান্থে ইহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে।

নাওল—শাঁহাদের প্রতিটি নারী নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাভিল—শাঁহাদের প্রতিটি নারী নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাভিল হইতে পারাকে সঙ্গত কারণেই দোঁ-জাহানের সফলতা ও গৌরবের বিষয় নালা থানে বিশ্বাস করিত। এইসব কিছু থাকা সত্ত্বেও নবী করীম ছাল্লাল্লাছ নাভি ওয়াসাল্লামের পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শুধু হয়রত খাদীজাই ছিলেন ক্রে একমাত্র জীবন-সঙ্গিনী—খাঁহার বয়স বিবাহের সময়ই ছিল চল্লিশ বৎসর। ইত্তেকালের পর যে সকল মহিলাকে বিবাহের জন্য নির্বাচিত করা ভাহাদের একজন ব্যতীত সকলেই ছিলেন বিধ্বা এবং সন্তানের মাতা।

ে ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই। নতুবা দেখাইয়া দেওয়া েয়ে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বহু-বিবাহ েয়ুভাবেই ইস্লাম ও শরীয়ত সংক্রান্ত প্রয়োজনের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। । ধদি নবী-সহধর্মিণীগণ না হইতেন, তাহা হইলে সেইসব আহকাম যাহা শুধু মহিলাগণের মাধামেই উন্মাতের নিকট পৌছানো সন্তব ছিল—তাহা অজানাই থাকিয়া যাইত।

নবী করীম (দঃ)-এর বহু-বিবাহকে যদি জৈবিক সন্তোগ স্পৃহার ফলশ্রুতি বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে অত্যন্ত অশালীন ও সতাঘাতী বিষয়। অন্যায়প্রীতি যদি ক'হারও বুদ্ধি ও বিবেককে অন্ধ করিয়া না দিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন কাফেরও এমনটি বলিতে পারে না।

নবী করীম (দঃ) নয়জন পবিত্রা স্ত্রী রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার পবিত্রা স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যয়নাব বিন্তে জাহ্শ্ এবং সর্বশেষে হযরত উন্মে সালামা (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। নবী করীম (দঃ)-এর চাচা ও ফুফুগণঃ

আব্দুল মুত্তালিবের দশ পুত্র ছিলেন। যথাঃ (১) হারিস<sup>২</sup>, (২) যোবায়ের, (৩) হাযল, (৪) দিরার, (৫) মুকাওভিয়ম, (৬) আবু লাহাব, (৭) আব্বাস, (৮) হামযা, (৯) আবু তালেব ও (১০) আব্দুল্লাহ। ইহাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ হইলেন নবী করীম (দঃ)-এর পিতা। অবশিষ্ট নয়জন তাঁহার চাচা। হযরত আব্বাস ভাইদের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠ ছিলেন।

নবী-করীম (দঃ)-এর ছয়জন ফুফু ছিলেন। যথাঃ (১) উমায়মা. (২) উন্মে হাকীম, (৩) বাররা, (৪) আতিকা, (৫) সুফিয়া এবং (৬) আরওয়া। নবী করীম (দঃ)-এর পাহারাদারগণঃ

হযরত সা'দ ইবনে মোয়ায (রাঃ) বদর যুদ্ধে, হযরত যাক্ওয়ান ইবনে আবদে কায়েস্ (রাঃ) ও মুহাম্মদ ইবনে সালামা আন্সারী (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে, হযরত যুবায়র (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে, হযরত আবু আইয়ৢব (রাঃ) ও হযরত রেলাল (রাঃ) ওয়াদী কুরা'র যুদ্ধে নবী করীম (দঃ)-এর পাহারাদারীর (দেহরক্ষীর) দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর الشُرُيَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা আলা স্বয়ং আপনার হেফায়ত করিবেন", আয়াত নামীল হওয়ার পর হইতে এই দেহরক্ষীর ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

- ১٠ আল্থাম্দু-লিল্লাহ! হাকীমুল উন্মত হযরত মাওলানা আশ্রাফ্ আলী থাবনী (রহঃ) এই প্রয়োজনীয়তা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছেন যে, পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আযওয়াজে মৃতাহহারাতের মাধ্যমে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একটি সংকলনে একত্র করিয়াছেন। এই সংকলনের নাম রাখা হইয়াছে الْمُعْرَاعِ لِصَاحِب الْمُعْرَاعِ لِصَاحِب الْمُعْرَاء
- ২০ তাহার নামেই আব্দুল মৃত্তালিবের উপনাম "আবুল হারিস" প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কালাগত নিমাণ ও সর্বসম্মতিক্রমে মহান্দীকে আৰু আমান' স্বীকৃতি দেওয়াঃ

ন্দ্র কর্নাম (৮৯) এর বয়স যখন ৩৫ বংসব তখন কুরাইশরা কাবাগৃহকেই নূতন বাদ্র প্রথাসভাবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত এইণ করিল। বায়তুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ করার পর এইণ করিল। বায়তুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ করার এই পরিটে লোকই নিজের জন্য পরম সৌভাগ্যের করার। মনে করিত। এমনকি কুরাইশ বংশের প্রত্যেকটি শাখাগোত্র কাবাগৃহের করার নামে কে কাহার চাইতে বেশী অবদান রাখিতে পারে এই প্রতিযোগিতায় করার করার উদ্দেশ্যে ইহার করার উদ্দেশ্যে ইহার করার করার উদ্দেশ্যে ইহার

ার কর্ম-বন্টন পদ্ধতিতে কাবাগৃহের নির্মাণ কাজ 'হাজারে আস্ওয়াদ' বিবিধানে প্রসম্পন্ন ইইয়া গেল। কিন্তু নির্মাণ বিবেধার হান পর্যন্ত নির্বিধানে সুসম্পন্ন ইইয়া গেল। কিন্তু নির্মাণ বিবেধার হান পর্যন্ত নির্বিধানে সুসম্পন্ন ইইয়া গেল। কিন্তু নির্মাণ বিবেধার বাস্থারে অন্যাহের মধ্যে চরম মতানৈকা দেখা দিল। প্রতিটি গোত্র ও ব্যক্তিই এই বিবেধার তার্জন করিবার জন্য উদগ্রীব ছিল। এমনকি এ ব্যাপারে যুদ্ধের প্রস্তুতি বিবেধ লাগিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গোত্র-সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ বিবেধান আলোচনার মাধ্যমে একটি আপোষ মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সদিচ্ছা ব্যা মুস্জিদে সম্বেত ইইলেন।

পরানশক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, আগামীকল্য প্রত্যুবে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজি ফটক দিয়া কাবা চত্বরে প্রবেশ করিবেন, তিনি এই ব্যাপারে যে মীমাংসা দরেন ভাহা খোদায়ী সমাধান মনে করিয়া সকলেই মানিয়া লইবে।

আল্লাহর মহিমায় দেখা গেল, নবী করীম (দঃ)-ই সর্বাগ্রে ঐ নির্দিষ্ট ফটক দিয়া ।।। চত্ত্বরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, েই আমাদের 'আল-আমীন'—আমরা তাঁহার মীমাংসা মানিয়া নিতে সন্মত।" ।।। করীম (দঃ) আগাইয়া আসিলেন এবং এমন বিচক্ষণতার সহিত সিদ্ধান্ত দিলেন সকলেই খুশী হইয়া গেল।

গর্থাৎ, তিনি একথানা চাদর বিছাইয়া স্বহস্তে হাজারে আসওয়াদ (বা কাল নগরিট) উহাতে রাখিয়া দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের নগাচিত ব্যক্তিরা যেন চাদরের এক এক কোণ ধরিয়া উহার ভীত পর্যন্ত তুলিয়া

উহার পূর্বে হযরত শীস্ (আঃ) সর্বপ্রথম কাবাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন অতঃপর হযরত টীম আলাইহিসসালাম তাহা নির্মাণ করেন। ধরেন। তাহাই করা হইল। চাদরখানা যখন নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌছিল, তখন হুষর (দঃ) আপন পরিত্র হাতে পাথরখানা উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। ইবনে হিশাম এই ঘটনাটি বর্ণনা করিবার পর লিখিয়াছেন যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই কুরাইশ্রা একবাকো নবী করীম (দঃ)-কে 'আল-আমীন' বা মহা-বিশ্বাসী বলিয়া অভিহিত করিত। —সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫

## নবী করীম (দঃ)-এর নবওয়তপ্রাপ্তিঃ

নবী করীম (দঃ)-এর বয়স যখন ৪০ বংসর একদিন পূর্ণ হইল, তখন আল্লাহ্ তা আলা তাঁহাকে প্রকাশ্য ও বাহ্যিকভাবে নবুওয়তের পরম মর্যাদায় ভূষিত করিলেন। তাঁহার নবুওয়ত প্রাপ্তির তারিখও জন্ম তারিখেরই অনুরূপ রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১৪

# পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার— তবলীগের প্রথম পর্যায়ঃ

প্রথমতঃ যখন নবী করীম (দঃ)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি প্রকাশো ইস্লাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট ছিলেন না : বরং তাহাতে শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত বিষয়ে বিধি-বিধান থাকিত।

অতঃপর কিছুদিন ওহী আগমন বন্ধ থাকার পর যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় তাঁহার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহাকে ইস্লাম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করা হইল। কিন্তু তখন বিশ্বময় ছিল ধর্ম-হীনতা ও পথ-স্রস্থতার জয়জয়াকার। বিশেষভাবে আরবদের মিথাা অহমিকা এবং পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণ-প্রীতি তাহাদিগকে সত্যের ডাকে কর্ণপাত করিবার এতটুকুও অনুমতি দিত না। এইজনা শুরুতে আল্লাহ্ পাকের প্রজ্ঞার তাকাদা ছিল নবী করীম (দঃ)-কে প্রকাশো ইস্লাম প্রচারের নির্দেশ না দেওয়া যেন সাধারণ গণ-মানুষ শুরু হইতেই ইস্লামের প্রতি বিদ্বেয়পরায়ণ হইয়া না পড়ে। সুতরাং নবী করীম (দঃ) প্রথমতঃ তাহার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব এবং যাহাদের প্রতি তাহার আস্থা ছিল অথবা আপন দূরদর্শিতার মাধ্যমে যাহাদের মধ্যে পুণা ও মঙ্গলের নিদর্শন প্রতাক্ষ করিতেন, তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন।

- ১০ কেননা, বাতেনীভাবে তো নবী করীম (দঃ)-কে সমস্ত নবীদের পূর্বেই নবুওয়ত প্রদান করা হইয়াছিল। —খাসাইসে কুবরা
- ২০ এই আংশটুকু دروس السيرة المحمدية পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত।

ে প্রাক্থাণ সরপ্রথম তাহার পরিব সহ ধান্যা হধরত খাদীজা (রাঃ), বাল্য-বন্ধু ে ঘানু নকর (রাঃ), চাচাত ভাই হধরত আলা (রাঃ) এবং পালক-পুত্র হযরত ত বেনে হারেসা (রাঃ) ইসলানে দীক্ষিত ইইয়াছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বিবরণ পাল্পির পর্ব ইইতেই নবী করীম (দঃ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং তাহার অবলাদিকা বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক পরিত্রতা সম্পর্কে সমাক অবগত ছিলেন। সূত্রাং ত ঘানাম (দঃ) তাহাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে নিজের রেসালত প্রাপ্তির সুসংবাদ ত গ্রেল সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কালেমা ত গ্রেল প্রাঠ করিয়া মুসলমান হইয়া গোলেন।

তানত আনু বকর (রাঃ) তাঁহার গোত্রের মধ্যে সকলের নিকট সম্মানিত ব্যক্তি কানতা লোকেরা যাবতীয় ব্যাপারেই তাঁহার উপর আস্থা রাখিত। ইসলাম গ্রহণ পর তিনি নিজেও সেসব লোককে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করিলেন, তাত্রের মারে সততা ও মঙ্গলের নিদর্শন দেখিতে পাইতেন। সুতরাং হযরত কানত গণী (রাঃ), আন্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), সা'দ ইবনে আবি কান্য (রাঃ), যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রাঃ), তাল্হা ইবনে উবায়দিল্লাহ (রাঃ) প্রমুখ কানতা তাহার ডাকে সাড়া দিলে তিনি তাহাদিগকে মহানবীর খেদমতে নিয়া গেলেন স্বাই মুসলমান হইলেন।

থেদের পর হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ), উবায়দা ইবনে হারেস েন গ্রাপুল মুন্তালিব (রাঃ), সাঈদ ইবনে যায়েদ আদাভী (রাঃ), আবু সালামা নান্ধ্যা (রাঃ), খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ), উসমান ইবনে মায়উন (রাঃ) েন্ধ্র দৃই ভাই কুদামাহ্ (রাঃ) ও উবায়দুল্লাহ (রাঃ), আরকাম ইবনে আরকাম নার। ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহাদের সকলেই ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক। নার্ধ্য গিফারী (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

্থনও পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের কাজ অত্যন্ত গোপনে চলিতেছিল। ইবাদত-্নিগী এবং শরীয়তের আচার-অনুষ্ঠানও গোপনেই পালন করা হইত। এমনকি ালে পিতাকে এবং পিতা ছেলেকে লুকাইয়া নামায আদায় করিতেন। যখন ন্যালানদের সংখ্যা ত্রিশোর্ধ হইয়া গেল, তখন নবী করীম (দঃ) তাঁহাদের জনা নাম্বানা বড় ঘর নির্ধারিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা সবাই সেখানে সমবেত হইতেন না নবী করীম (দঃ) তাঁহাদিগকে ইস্লামের তালীম দিতেন।

এই পদ্ধতিতে ইসলামের দাওয়াত তিন বৎসর পর্যন্ত চলিয়া ছিল। ততদিনে াইশের এক উল্লেখযোগ্য জামাআত ইসলামে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে আরো অন্যান্য লোকও ইসলামে দীক্ষিত হইতে শুরু করিয়াছেন, এই সংবাদ সারা মক্কায় ছড়াইয়া পড়ে এবং জনগণের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ইহার আলোচনা হইতে থাকে। এভাবে প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার সময় আসিয়া যায়। ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াতঃ

তিন বংসর গোপনে প্রচারের ফলে যখন বিপুল সংখায়ে নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে বিষয়টি বিপুলভাবে আলোচিত হইতে লাগিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (দঃ)-কে প্রকাশ্যেই জনগণের নিকট সতোর বাণী পৌঁছাইবার নির্দেশ প্রদান করিলেন।

নবী করীম (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালনে ব্রতী হইলেন এবং মঞ্চার সাফা পাহাড়ে আরোহন করিয়া কুরাইশের গোত্রসমূহের নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। যখন সমস্ত গোত্রের লোক জমায়েত হইল, তখন তিনি প্রথমেই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যদি তোমাদিগকে এইরূপ সংবাদ প্রদান করি যে. শক্র বাহিনী তোমাদের উপরে চড়াও হওয়ার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে এবং অচিরেই তোমাদের উপর লুট-তারাজ শুরু করিবে, তাহা হইলে তোমরা কি আমার সত্যতা স্বীকার করিবে?"

ইহা শুনিয়া সকলেই সমশ্বরে বলিয়া উঠিল, "অবশাই আমরা সবাই আপনার সংবাদকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। কারণ, আমরা আজ পর্যন্ত কখনও আপনাকে মিথাা বলিতে দেখি নাই।" ইহার পর হয়র ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা যদি তোমাদের বাতিল ধর্ম-বিশ্বাস পরিহার না কর তাহা হইলে অচিরেই তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা আলার ভয়াবহ শান্তি নামিয়া আসিবে।" তিনি আরো বলিলেন.

"আমার জানামতে পৃথিবীর কোন মানুষই তাহার জাতির জন্য আমার আনীত উপহার অপেক্ষা উত্তম কোন সওগাত বহন করিয়া আনে নাই। আমি তোমাদের জন্য ইহ-পরকালের কলাাণ বহিয়া আনিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ করিয়াছেন, আমি যেন তোমাদিগকে ঐ কল্যাণের প্রতি আহ্বান করি। আল্লাহ্র কসম! আমি যদি সারা-পৃথিবীর মানুষের নিকট মিথ্যা বলিতাম, তবুও তোমাদের সন্মুখে মিথাা বলিতাম না। আর যদি সারা বিশ্বকে ধোঁকা দিতাম, তবুও তোমাদিগকে ধোঁকা দিতাম না। সেই মহান সন্তার কসম! যিনি একক এবং যাহার টিকা

১٠ পবিত্র কুরআনের আয়াত يُؤْمَرُ وَأَغْرِضْ عَن الْمُشْرِكَيْنَ এর মর্মার্থ ইহাই।

ান শরাক নাই— আমি তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং সারা বিশ্ববাসীর নান সাধারণভাবে আল্লাহ্র রাসূল ও সংবাদ-বাহক হইয়া আগমন করিয়াছি।" —দুরুসুস-সীরাত, পৃষ্ঠা ১০

# মন্ত্র আরবের শক্রতার মুখে নবা করীম (দঃ)-এর দৃঢ়তাঃ

ন্দ্র দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা এমনিভাবে অব্যাহত ছিল। আরবরা যখন নিতে পারিল যে, নবী করীম (দঃ)-এর ওহীতে তাহাদের মূর্তিসমূহের রহসা কর্মিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মূর্তি-পূজারীদের নির্বৃদ্ধিতা ব্যক্ত করা ত্যাদের তখন তাহারা নবী করীম (দঃ)-এর সহিত শক্রতায় অবতীর্ণ হইল। ত্যাদের একটি দল তাহার পিতৃবা আবু তালেবের নিকট আসিয়া দাবী জানাইল, নি তিনি তাহাকে এই ধরনের কথা বলা হইতে বিরত রাখেন অথবা তাহার সাহাযা বাংযোগিতা পরিহার করেন।

াণ্ তালেব সুকৌশলে তাহাদিগকে উত্তর দিয়া বিদায় করিলেন। নবী করীম

। এইভাবে সভ্যের বাণীর প্রসার ও প্রচারের কাজ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার

। চালাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং মূর্তি পূজা হইতে জনগণকে বাধা দিতে

। আরবরা আধৈর্য হইয়া পুনরায় আবু তালেবের নিকট আসিল এবং

। তে কঠোর ভাষায় তাহার নিকট দাবী জানাইল যে, "আপনি আপনার

। তেনয়কে বিরত রাখুন। অন্যথায় আমরা সন্মিলিতভাবে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে

। তাগ হইব যতক্ষণ না দুইদলের একদল ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

# সমস্ত আরব জাতির বিরুদ্ধে

## নহানবী (দঃ)-এর উত্তরঃ

এবার আবু তালেবও চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। তিনি নবী করীম (দঃ)-এর সহিত াং ব্যাপারে আলোচনা করিলেন। হুযুর (দঃ) বলিলেন,

"হে মাননীয় চাচাজান! আল্লাহ্র কসম! আরবের পৌতুলিকরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র রাখিয়াও আমাকে আল্লাহ্র কালেমা তাঁহার সৃষ্টির নিকট পৌঁছানো হইতে বিরত থাকিতে বলে, তথাপি কখনও আমি ইহা মানিয়া নিতে প্রস্তুত নহি। যতক্ষণ না আল্লাহ্র সত্য দ্বীন মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করিবে অথব। আমি নিজে এই সংগ্রামে আমার জীবন বিলাইয়া দিব।"

্রাদু তালেব নবী করীম (দঃ)-এর এহেন দৃঢ় প্রতায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ্রাচ্ছা যাও। তুমি তোমার নিজের কাজ চালাইয়া যাইতে থাক। আমিও তোমার নিয়ে সহযোগিতা হইতে কথনও হস্ত সংকোচিত করিব না।"

## জনগণের মাঝে ঘূনা ছড়ানো ও ইহার বিপরীত ফলঃ

কুরাইশরা যখন দেখিতে পাইল যে, বনী-হাশিম ও বনী আব্দুল মুত্তালিব তাঁহার সাথে রহিয়াছে এবং এই দিকে হজের সভসুমও ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই সুযোগে হুযুর (দঃ) ইস্লাম প্রচারের প্রচেষ্টা চালাইনেন। তাঁহার সত্যভাষণের চুম্বকাকর্ষণের ব্যাপারে সকলেই অবগত ছিল। সূতরাং তাহাদের মনে আশক্ষা দেখা দিল যে, এইবার মুহাম্মদ (দঃ)-এর দ্বীন হয়তো সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িবে। অতএব, তাহারা সকলে সমবেত হইয়া পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করিল যে, মক্কার সমস্ত রাস্তায় তাহাদের নিজস্ব লোক বসাইয়া দিতে হইবে যাহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হইতে হজ্ব উপলক্ষে যে সব লোক আগমন করিবে দূরে থাকিতেই তাহাদিগকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেওয়া যায় যে, এখানে একজন যাদুকর রহিয়াছে যে তাহার কথার মাধামে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়; তোমরা ভূলিয়াও তাহার নিকটে যাইও না। কিন্তু—

چراغے راکه ایزد برفروزد + کسی کش تف زند ریش بسوزد

"যে বাতিটি জ্বলে ওরে আদেশ বলে খোদ্বিধাতার, সে বাতি যে নেভাতে চায় দাডিই কেবল পুডে তাহার!"

আল্লাহ্র মহিমায় তাহাদের এই কর্মপন্থা প্রকারান্তরে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের পক্ষেই কাজ করিল। যদি তাহারা এমনটি না করিত, তাহা হইলে এমনও হইতে পারিত যে, বহু লোক হয়তো তাঁহার কোন আলোচনাই শুনিত না। কিন্তু তাহাদের এই প্রচেষ্টা প্রত্যেকটি লোককে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিল।

## কুরাইশ্দের নির্যাতন ও তাহার দৃঢ়তাঃ

কুরাইশ্রা যখন দেখিতে পাইল, তাহাদের প্রতিটি পদক্ষেপই বিফল হইতেছে এবং তাঁহার দাওয়াতের কাজ দিনের পর দিন ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে আর লোকজন বিপুল সংখাায় ইসলামে দীক্ষিত হইতেছে, তখন তাহারা তাঁহাকে

## টিকা

১- জাহেলিয়াতের যুগেও হজ্বের প্রচলন ছিল। মঞ্চার মুশ্রেকরাও হজ্বপালন করিত। কিন্তু তাহা করিত তাহাদের মনগড়া বাতিল পস্থায়। নানানাবে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা মক্কার কতিপয় লম্পটকে নানান্ত করিয়া প্রত্যেকটি বৈঠক-সমারেশে তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতে এবং যে নান প্রস্থায় তাঁহাকে কষ্ট দিতে উদ্বন্ধ করিল।

ন্না করীম (দঃ)-এর হত্যা পরিকল্পনা এবং নাল্যর প্রকষ্ট মো'জেষাঃ

একদা নবী করীম (দঃ) কা'বাচত্বরে নামায পড়িতেছিলেন। যখন তিনি সিজদায় সংক্রম, তখন আবু জাহল ইহাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করিয়া তাঁহার পবিত্র মস্তক সংক্রমিক্ষেপে চুর্গ-বিচুর্গ করিয়া দিতে মনস্থ করিল। কিন্তু—

دشمن اگر قویست نگهبان قوی ترست

"শক্রতব শক্তিশালী ভয় জাগিছে তাই? প্রভু কিন্তু তারও অধিক শক্তি রাথেন ভাই।"

সূত্রাং আবু জাহ্ল পাথর লইয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিন্টবর্তী হইলে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, পাথর হাত হইতে পড়িয়া গেল, নালারা ফ্যাকাশে হইয়া গেল এবং সে দৌড়াইয়া তাহার নিজদলে ফিরিয়া গিয়া নিনতে লাগিল, "আমি যখন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্তকের নাত হাত বাড়াইতে ইচ্ছা করিলাম, তখন একটি বিকটাকৃতির উট মুখ ব্যাদান নিয়া আমার দিকে ধাবিত হইল এবং আমাকে গিলিয়া খাইতে উদ্যত হইল! এমন বাড়ত উট আমি অদ্যাবধি কখনও দেখি নাই!"

ইহা ছিল সেই ঘটনা যাহা কাফেরদের ভরা-মজলিসে সকলের সম্মুখে সংঘটিত এবং স্বয়ং কাফের সর্দার আবু জাহ্ল তাহা স্বীকার করে।

আবু জাহল, উকবা ইবনে আবি মুয়াইত, আবু লাহাব, আস্ ইবনে ওয়াইল, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস্, আসওয়াদ ইবনে আন্দুল মুত্তালিব, অলীদ ইবনে নৃগারা, নাযার ইবনে হারেস প্রভৃতি কাফের সর্বক্ষণ হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ন্যাসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার পেছনে লাগিয়া থাকিত। ইহাদের নাহারও ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক হয় নাই; বরং ইহাদের সব কয়জনই এন্ড অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কেহ কেহ বদর যুদ্ধে এবারীর আঘাতে আর কেহ কেহ নেহাৎ বিশ্রী ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া স্চিয়া গলিয়া শোচনীয় মৃত্যুবরণ করে।

মহানবীর প্রতি কুরাইশদের প্রলোভন ও তাঁথার উত্তরঃ

কুরাইশ্রা যখন দেখিল, তাহাদের কোন কলা-কৌশলই কার্যকরী হইবার নহে, তখন তাহারা পরামশ্রুমে স্থির করিল, তাহারা তাহাদের সবচাইতে চত্র সদার উতবা ইবনে রবীয়াকে নবী করীম (দঃ)-এর নিকট প্রেরণ করিবে। সে তাহাকে সকল প্রকার পার্থিব প্রলোভনে বশ করিতে চেষ্টা করিবে। হয়তোবা তিনি এই ফাঁদে ধরা দিবেন এবং তাঁহার ইসলাম প্রচারে বিরত থাকিবেন।

উতবা যখন হুযুর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল. তখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন। সে নিকটে গিয়া বলিতে লাগিল, "ভাতিজা! তুমি সামাজিক মর্যাদা এবং বংশ কৌলিণো আমাদের সকলের চাইতে উত্তম। এতদসত্ত্বেও তুমি তোমার গোত্তের মধ্যে পারম্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছ, তাহাদিগকে এবং তাহাদের দেব-দেবীকে গালমন্দ দিয়াছ, তাহাদের পূর্ব-পুরুষকে মুর্খ প্রতিপন্ন করিয়াছ। তুমি আজ তোমার মনের আসল কথাটি খুলিয়া বল। তোমার এইসব কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য যদি বিপুল ধন-রত্নের অধিকার লাভ করা হইয়া থাকে, তবে আমরা তোমার জনা এত প্রচর ধন-সম্পদ যোগাড় করিয়া দিতে প্রস্তুত যে. তুমি মক্কার সবচাইতে বড ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া যাইবে। আর যদি তোমার বাসনা এই হইয়া থাকে যে, তুমি একজন বড় নেতা হইবে, তাহা হইলে আমরা তোমাকে সমগ্র কুরাইশ গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা বানাইয়া দিব। তোমার আদেশ ব্যতিরেকে কনাটিও আমরা নাড়াইব না। আর তোমার উদ্দেশ্য যদি বাদশাহী লাভ ২ইয়া থাকে. তাহা হইলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহও বানাইতে পারি। পক্ষান্তরে (খোদা না করুক) যদি তোমার উপরে কোন জ্বীনের প্রভাব থাকিয়া থাকে এবং যেসব কথা মানুযকে পডিয়া গুনাইতেছ তাহা তাহারই কথা হইয়া থাকে. অথচ 'তুমি তাহার' হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে অক্ষম হইয়া পডিয়াছ—তাহা হইলে আমরা তোমার জনা একজন চিকিৎসক তালাশ করিব—যে তোমাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে।" —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২০

উতবা তাহার বক্তবা শেষ করিলে, নবী করীম (দঃ) তাহার উত্তরে কুরআনের মাত্র একটি সূরা তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়া দিলেন। যাহা শুনিয়া উতবা হতভম্ব হইয়া গেল এবং নিজ গোত্রের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "খোদার কসম! আজ আমি এমন কালাম শুনিয়াছি যেমনটি ইতিপূর্বে আমার সারা জীবনেও শুনি নাই। খোদার কসম! ইহা না কোন কবিতা, না কোন গণকের বাক্য আর নাইবা কোন যাদুমন্ত্র। আমার পরামর্শ হইল এই যে, তোমরা এই লোকটির [মুহাম্মদ (দঃ)] উৎপীড়ন হইতে বিরত থাক। কেননা আমি তাঁহার যে কালাম শ্রবণ করিয়াছি,

দানাবে কসমণ ইহার সুমধান মধাল শাদ্য কিনাশণ হহরে । আমি তোমাদের দ্যাকাজ্জা। তোমরা আমার কথা শুনা। আন ধাদ বড় একটা মানিতে নাই চাও, দাল হহলে) অস্ততঃ কিছুদিন অপোজন কৰা। ধাদ আৱবেৱা বিজয়ী ইইয়া যায়, তবে জন পরিশ্রমেই তোমরা এই আপদের হাত ইইতে পরিত্রাণ পাইয়া যাইবে। জনাত্তরে যদি সে আরবদের উপর বিজয়ী হয় তাহা ইইলে তাহার সম্মান কালাত্তরে আমাদেরই স্থান। কারণ, সে তো আমাদেরই বংশের লোক।"

নুবাইশরা তাহাদের সব চাইতে চতুর সর্দারের এই সকল কথা শুনিয়া অবাক েনা গেল এবং এই বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল যে, এই লোকটিকে মুহাম্মদ (দঃ) ব ব বিয়া ফেলিয়াছে। —দুরুসুস-সীরাত, পৃষ্ঠা ১৪

শ্রান তাহাদের কোন চালই কাজে আসিল না, তখন কুরাইশরা নবী করীম । এর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহাবীগণ এবং ঘনিষ্ট আত্মীয়-পরিজনের প্রতিও । নাভাবে নির্যাতন চালাইতে শুরু করিল। হযরত বেলাল (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীর পরা অকথ্য নির্যাতন করা হইল। হযরত আন্মার ইবনে ইয়াসিরের শ্রদ্ধেয়া । নাকে এই কারণেই অতান্ত নির্দ্ধভাবে শহীদ করা হইল। ইস্লামের ইতিহাসে গোল সর্বপ্রথম শাহাদতের ঘটনা। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২০ সালাবাদের প্রতি হাবশায় হিজরতের নির্দেশ ঃ

তথ্যে পাক ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন নাববে সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার সাহাবা ও আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত এই নাথাতনের ধারা সম্প্রসারিত হইল এবং দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা অত্যন্ত পর্যোর সহিত সমস্ত জুলুম-অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন তবু সেই নতোর বাণী ও নূরে এলাহী হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে রাজী নহেন যাহা তাহারা নাথার মাধ্যমে লাভ করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাদিগকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের খন্মতি প্রদান করিলেন।

সূতরাং নবুওয়তের পঞ্চম বংসরের রজব মাসে ১২ জন পুরুষ<sup>১</sup> এবং ৪ জন র্মাহলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত উসমান (রাঃ) এবং ্রাহার স্ত্রী হযরত রোকাইয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। —দুরুসুস-সীরাত, পৃষ্ঠা ১৫

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী<sup>২</sup> এই মুহাজেরগণের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন ারেন। তাহারা সেখানে শাস্তি ও নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন

- 🕚 সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২১। মুহাজেরগণের সংখ্যার ব্যাপারে আরো বিভিন্ন মত রহিয়াছে।
  - হাবশার বাদশাহগণকে নাজ্জাশী বলা ২ইত। —মোগলতাঈ

কুরাইশরা এই সংবাদ জানিতে পারিল তখন তাহারা আমর ইবনে আস্ আর আব্দুল্লাহ ইবনে রবীয়াকে নাজ্জাশীর নিকট এই বলিয়া পাঠাইল যে, এই লোকগুলি দুষ্কৃতিকারী। তাহাদিগকে নিজের রাজ্যে স্থান দিবেন না, বরং ইহাদিগকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন।

নাজ্জাশী ছিলেন একজন বিচক্ষণ লোক। তিনি তাহাদের উত্তরে বলিলেন. "আমি তাহাদের মতাদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে তদন্ত না করিয়া এই কাজটি করিতে পারি না।" অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, তোমর। তোমাদের ধর্মমত ও ইহার সতা সতা ঘটনাসমহ বর্ণনা কর।। তখন হযরত জাফর ইবনে আবি-তালিবই অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "হে বাহশাহ! আমরা ইতিপূর্বে মুর্খতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। মৃতিদের পূজা করিতাম এবং মৃতজম্ভ ভক্ষণ করিতাম। বাভিচার, আশ্বীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা এবং দুশ্চরিত্রতায় লিপ্ত ছিলাম। আমাদের সবলরা দুর্বলকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট একজন রাসুল পাঠাইলেন—যিনি আমাদেরই বংশের লোক। আমরা তাঁহার বংশ ও সতাবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তিনি আমাদিগকে এই আহ্বান জানাইলেন যে আমরা আল্লাহকে এক বলিয়া বিশ্বাস করি, কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক না করি, মর্তি-পূজা ত্যাগ করি, সত্য কথা বলি, আন্মীয়স্বজনদের সহিত সু-সম্পর্ক বজায় রাখি এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ধাবহার করি। তিনি আমাদিগকে নিযিদ্ধ মহিলাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে নিয়েধ করিলেন। খুন-খারাবী, মিথ্যাবলা এবং এতীমের মাল ভক্ষণে বারণ করিলেন। তিনি আমাদিগকে নামায, রোযা, যাকাত এবং হজু সম্পাদন করিবার নির্দেশ দেন। আমরা এইসব কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

নাজ্জাশী এই ভাষণ শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কুরাইশী দৃতগণকে ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজে মুসলমান হইয়া গেলেন।

### টিকা

- ১০ ইউরোপের কোন কোন রাজনীতিবিদ (সম্ভবতঃ লর্ড ক্রোমার) বলিয়াছেন, "যদি প্রাচা ও পাশ্চাতের সমস্ত আলেম একএিত হইয়া দ্বীন-ইসলামের হাকীকত বর্ণনা করিতে চাহেন তাহা হইলে হাবশার মুহাজেরগণ যেমনটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহার চাইতে উত্তম বর্ণনা প্রদান করিতে সক্ষম হইকেন না।" —দুরুসুত্-তারীখ, পৃষ্ঠা ২১
- ২০ এই নাজ্ঞাশী অন্য আরো কোন বাক্তি ইইবেন— যিনি নবুওয়তের পঞ্চম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আসহামা নামক নাজ্জাশী—যাহার ষষ্ঠ হিজরী সনে ইস্লাম গ্রহণের বিবরণ পরে বর্ণিত হইতে যাইতেছে—তিনি অন। ব্যক্তি।

্রহাজেরগণ প্রায় তিন মাস কাল সেখানে শান্তি ও নিরাপদে বাস করিয়া। নির্দায়) ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় হযরত ফারাকে আজমও (রাঃ) নবী করীম কে:)—এর দো'আর বরকতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তথন পর্যন্ত মুসলমানদের কিখ্যা ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন নারীর বেশী ছিল না। ফারাকে আজম হযরত ভার (রাঃ)—এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের মনে এক প্রকার শক্তি ও সৌর্য স্পার্গরিত হইল এবং যে সকল লোক সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের কল্যাণে ইসলামের নাওবতাকে মনেপ্রাণে স্বীকার করিয়া লওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে এদিন নিজেদের ইসলামকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এখন তাহারা প্রকাশাভাবে ইসলামে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। এমনিভাবে আরব গোত্রসমৃহের মধ্যে গেলাম প্রসারিত ও উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলে।

কুরাইশরা যখন দেখিতে পাইল যে, নবী করীম (দঃ) এবং তাঁহার সাহাবাগণের স্থান ও মর্যাদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, এমনকি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীও মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন তাহারা নিজেদের পরিণতি সম্বন্ধে চিস্তিত হইয়া পড়িল।

কুরাইশ্রা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, বনী-হাশেম এবং বনী আব্দুল মূত্তালিরের নিকট দাবী করা হউক যে—তাহার। তাহাদের ভ্রাতুপুত্র (মৃহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু এলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমাদের হাতে তুলিয়া দিক। অনাথায় আমরা তাহাদের প্রহিত যাবতীয় সম্পর্ক ছিল্ল করিব।

কিন্তু বনী আব্দুল মৃত্তালিব তাহাদের এই দাবী মঞ্জুর করিল না। তখন কুরাইশরা
দর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই অঙ্গীকারনামাই প্রণয়ন করিল যে, বনী হাশেম
ত বনী আব্দুল মৃত্তালিবের সহিত পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে। আত্মীয়তা,
নিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয় সবকিছু বন্ধ থাকিবে। অতঃপর এই অঙ্গীকারনামা
া'বাগুহের অভান্তেরে ঝুলাইয়া রাখা হইল।

এক পাহাড়ের উপত্যকায় নবী করীম (দঃ) ও তাঁহার সকল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-ধজনকে বন্দী করা হইল। এই সময় একমাত্র আবু লাহাব বাতীত সমস্ত বনী হাশেম এবং বনী আব্দুল মুত্তালিবের সমস্ত লোক মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সবাই খাবু তালেবের সাথে ছিল এবং ঐ উপত্যকায় বন্দী ও অবরুদ্ধ জীবন যাপন করে।

- ু দুর:সুত্-তারীখুল ইস্লামী, পৃষ্ঠা ২২
- ২০ এই অঙ্গীকারনামা মানসুর ইবনে ইকরামা লিখিয়াছিল এবং ইহার পরিণতিতে তাহার হাত অবশ হইয়া গিয়াছিল। —সীরাতে মোগলতাঈ, পষ্ঠা ২৪

সবদিক হইতে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ ছিল। পানাহারের যে সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে ছিল তাহাও কিছুদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন কঠিন দুর্ভাবনা শুরু হইল। ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা পর্যন্ত ভক্ষণ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হইল।

এই ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করিয়া নবী করীম (দঃ) তাঁহার সাহাবাগণকে দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। এইবার ৮৩জন পুরুষ এবং ১২ জন নারীর এক বিরাট দল হিজরতে অংশ গ্রহণ করিলেন। ইহাদের সহিত হযরত আবু মূসা আশ্আরী (রাঃ) এবং তাঁহার গোষ্ঠীর লোকজন সহ ইয়ামেনের মুসলমানগণও যোগ দিয়াছিলেন।

এই দিকে নবী করীম (দঃ) এবং তাঁহার অবশিষ্ট পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেরাম সুদীর্ঘ তিন বৎসর এই জুলুম অত্যাচার ও দৃঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করেন। ইহার পর কিছু সংখ্যক লোক এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে এবং নবী করীম (দঃ)-এর উপর হইতে এই অবরোধ তুলিয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন। ঐদিকে নবী করীম (দঃ)-কে অহীর মাধ্যমে অবহিত করা হইল যে, কুরাইশদের অঙ্গীকারনামা উঁই পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে এবং আল্লাহ্র নাম ব্যতীত ইহার কোন অক্ষরই আর অক্ষত নাই। হুযুর (দঃ) তাহা লোকজনকে জানাইয়া দিলেন। দেখা গেল—অঙ্গীকারনামার অবস্থা তাহাই হইয়াছে, যেমনটি হুযুর (দঃ) বলিয়াছেন। অবশেষে নবী করীম (দঃ)-এর উপর হইতে অবরোধ তুলিয়া লওয়া হইল।

# তোফায়েল ইবনে আমর দৃসী (রাঃ)

### এর ইসলাম গ্রহণঃ

এই সময়ে হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দূসী (যিনি নেহাৎ শরীফ এবং আপন গোত্রের নেতা ছিলেন) নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আগমন করিলেন এবং ইসলামের প্রকাশ্য সত্যতার নিদর্শন আর হুযুর (দঃ)-এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য অবলোকন করিয়া স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হুইয়া গেলেন। তারপর আর্য করিলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসুল! আমার গোষ্ঠীর লোকেরা আমার কথা মান্য করে। আমি বাড়ী ফিরিয়া তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিব। কিন্তু আপনি আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দোঁ আ করুন যেন আমার সহিত এমন কোন স্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়, যদ্বারা আমি তাহাদিগকে আমার দাবীর সপক্ষে

- ১ সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২৪
- ২০ কোন রেওয়ায়তে দুই বংসর এবং কোন কোন রেওয়ায়তে কয়েক বংসরের কথা বর্ণনা করা ইইয়াছে।

ার্মাস স্থাপন করাইতে পারি। হুযুর (দঃ) দো'আ করিলেন এবং সালাহ হা সালা এহার ললাটের উপর এমন একটি নূর চমকাইয়া দিলেন যাহা অধাকারে উজ্জল প্রদীপের মত জ্বলজ্বল করিত। যখন তিনি তাঁহার গোত্রের কাছাকাছি পৌঁছিলেন. ্খন খেয়াল হইল যে, তাঁহার গোত্রের লোকেরা পাছে হয়তো ইহাকে একটি বিপদ ব। রোগ মনে না করিয়া বসে এবং ইহা ন। বলিয়া বসে যে, ইসলাম গ্রহণ করার ারণে তাঁহার মধ্যে এই অভিশাপ চাপিয়া বসিয়াছে, এইজন্য দো'আ করিলেন যে, ্ই নরটি যেন তাঁহার লাঠিতে চলিয়া আসে। আল্লাহ তা আলা তাঁহার দোঁ আ কবল করিলেন এবং তাঁহার ললাটের নরকে তাঁহার লাঠির মধ্যে বালন্ত লগুনের মত করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আপন গোত্রের লোকদের কাছে গিয়া ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলেন। কিছ সংখ্যক লোক তাঁহার চেষ্টায় মসলমান হইলেন বটে. কিন্তু ুহাদের সংখ্যা তাঁহার ধারণা মোতাবেক যথেষ্ট ছিল না। এইজনা তিনি নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাহার চেষ্টায়ে সফলকাম হইবার জনা দোঁআর থাবেদন জানাইলেন। হুঘর (দঃ) দো'আ করিলেন এবং বলিলেন, "যাও, প্রচার কর এবং নম্রতা বজায় রাখ।" তোফায়েল ফিরিয়া গেলেন এবং ইসলাম প্রচারে ব্যাপত হইলেন। আল্লাহর অনুগ্রহে এইবার এমন সফলকাম হইলেন যে, খন্দক যদ্ধের পরে ৭০/৮০টি পরিবারকে মসলমান বানাইয়া খায়বারের যন্ত্রের সময় নিজের সঙ্গে করিয়া আনিলেন এবং সবাই জেহাদে অংশ গ্রহণ করিলেন।

—সীরাতে মোগলতাঈ—কৃত হাফেজ আলাউদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৫ আব তালেবের ওফাতঃ

ঐ সময় নবী করীম (দঃ)-এর চাচা আবু তালেবের ইন্তিকাল হয়। এই বেদনাদায়ক ঘটনা নবুওয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার তিন দিন পর হযরত খাদীজাও পরলোকগমন করেন। এই কারণে হুযুর (দঃ) এই বৎসরকে শোকের বৎসর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। —সীরাতে মোগলতাঈ, পষ্ঠা ৩০

- ১ সীরাতে মোগলতাঈ, প্রষ্ঠা ২৫
- ২০ ইন্তেকালের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন ঃ ৫ই রমযান, হিজরতের ৫ বংসর পূর্বে, হিজরতের ৪ বংসর পূর্বে, থেরাজের পরে ইত্যাদি। —সাঁরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২৬
- ত এই বংসরই হয়রত সওদা (রাঃ)-এর সহিত নবী করীম (দঃ)-এর বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল। মতান্তরে হয়রত আয়েশার (রাঃ) পরে ভাঁহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল।
  - —সাঁরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্টা ২৬

### হিজরতে তায়েফঃ

আবু তালেবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা নবী করীম (দঃ)-এর উপর নির্যাতন চালানের সুযোগ পাইয়া গেল। সুতরাং হুয়্র (দঃ)-কে নির্যাতনের কোন পস্থাই তাহারা আর বাকী রাখিল না। যখন মন্ধাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতে লাগিল, নবী করীম (দঃ) তখন সে বৎসরই অর্থাৎ, নবুওয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে হয়রত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া তায়েফ গমন করিলেন এবং তায়েফবাসীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। দীর্ঘ ১ মাস কাল ক্রমাণত তাহাদের মাঝে তাবলীগ ও হিদায়তের কাজে নিয়োজিত রহিলেন কিন্তু একটি লোকের ভাগ্যেও সতা গ্রহণের সৌভাগা হইল না; বরং যালেমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাভারে কট্ট দেওয়ার জনা শহরের কতিপয় বখাটে ও লম্পটকে লেলাইয়া দিল। এই নিয়্ঠুর বদনসীবরা সারওয়ারে কায়েনাতের পিছনে লাগিয়া গোল। যদি রাহ্মাতুল্-লিল্-আলামীনের মহত্ব প্রতিবন্ধক না হইত, তাহা হইলে তাহার পবিত্র ওপ্রের ঈয়ৎ কম্পনেই তাহাদের সমস্ত উন্মাদনা ও মত্তবার পরিসমাপ্তি ঘটিয়া যাইতে পারিত এবং তায়েফ ও তায়েফবাসীর নাম-নিশানা পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিত্ব করিয়া দেওয়া হইত।

এই হতভাগ্য পাপিষ্ঠরা নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করিতে শুরু করিল যে, তাঁহার পবিত্র চরণ যুগল রক্তাক্ত হইয়া গেল। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যেইদিক হইতে পাথর আসিতে দেখিতেন সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করিতেন এবং পাথরের আঘাত নিজে মাথা পাতিয়া লইতেন। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদের মাথা যথমে যথমে রক্তাক্ত হইয়া গেল। অবশেষে দীর্ঘ ১ মাস পর রহমতে আলম (দঃ) তায়েফ হইতে এমনই করুণ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিলেন যে, তাঁহার পবিত্র হাঁটু ছিল রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু সেই মুহুর্তেও তাঁহার পবিত্র মুখে বদ-দো'আ বা অভিশাপের একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নাই।

# নবী করীম (দঃ)-এর ইসরা ও মে'রাজ

নবৃওয়তের একাদশ বৎসরটি ইসলামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসন অলস্কৃত করিয়া রহিয়াছে যাহাতে ফথ্রুল্-আম্বিয়া ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে টিকা

১০ মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থে ইমাম যুহরীর বর্ণনার বরাতে এমনি বলা হইয়াছে। —নাশ্রণত তীব

াল মর্যাদাপূর্ণ শোভাষাত্রার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। এই সম্মান সমস্ত নামনাস্লগণের মধ্যে শুধুমাত্র নবী করীম (৮৯)-এরই অনন্য বৈশিষ্ট্য। সংক্ষেপে নাটি নিম্নরূপঃ

াল রজনীতে নবী করীম (দঃ) হাতীমে কা বায় শায়িত ছিলেন। এমন সময় প্রত্যা জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আঃ) আগমন করিয়া বলিলেন, "আমাদের সঙ্গেল।" তাহাকে বোরাক নামক বাহনের উপর আরোহণ করানো হইল। যাহার গতি ক্রিত ছিল যে, যে স্থানে তাহার দৃষ্টি পড়িত, সেখানেই গিয়া তাহার কদম তা এমনি ক্রত গতিতে নবী করীম (দঃ)-কে প্রথমে সিরিয়ায় আল-আকসা লোকদে লইয়া যাওয়া হইল। এখানে আল্লাহ্ তা আলা পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়ায়ে তালার প্রে কেরা স্বরূপ) নবী করীম (দঃ)-কে স্বাগত জানাইবার জন্য সমবেত লোক (মো জেযা স্বরূপ) নবী করীম (দঃ)-কে স্বাগত জানাইবার জন্য সমবেত লোক এবং সকল নবী ও রাসূলগণ নামাযের জন্য কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন, ক্রে ইমাম হইয়া নামায় পড়াইবেন— সকলে ইহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। লোকল (আঃ) হুযুরে পাক (দঃ)-এর হাত ধরিয়া তাঁহাকে সকলের সামনে লালাইয়া দিলেন। তিনি সমস্ত নবী রাসল ও ফেরেশতাগণকে নামায় পড়াইলেন।

এই পর্যন্ত ছিল পার্থিব জগতের সফর, যাহা বোরাকে আরোহণ করিয়া পাড়ি কলেন। অতঃপর ক্রমান্যায়ী তাঁহাকে আসমানসমূহের সফর করানো হইল। প্রথম কাসমানে হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইল। দ্বিতীয় আসমানে হযরত কলা (আঃ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সহিত, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ কলা )-এর সহিত, ৪র্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর সহিত, ৫ম আসমানে কলাত হারুন (আঃ)-এর সহিত, ৬ষ্ঠ আসমানে হযরত মৃসা (আঃ)-এর সহিত এবং কলা গ্রাসমানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করিলেন।

—ফত্ত্ব বারী, ১৫ পারা, পৃষ্ঠা ৪৮৫ ্থার পর নবী করীম ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্রাতৃল্ মুন্তাহার দিকে শোধাফ নিয়া যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে হাউয়ে কাওসার অতিক্রম করিলেন।

#### 164.

্যমনটি রোখারীর বর্ণনায় রহিয়াছে। বোখারীর কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, নবী করীম । পায় বাসভবনে শায়িত ছিলেন।

গতদসম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে যে, এই আসমানী সফর বোরাকের মাধামে সংঘটিত ভিলা না ঘনা কোন সোপানের মাধামে। হাফেষ নাজমুদ্দীন গায়তী "কিস্সাতুল-মে'রাজে" বিশ্বনে বিশ্বদ আলোচনা করিয়াছেন। —পৃষ্ঠা ১২ অতঃপর তিনি বেহেশ্তে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলার সেইসব অপূর্ব সৃষ্টি ও বিশ্বয়কর বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করিলেন, যাহা অদ্যাবধি কোন দৃষ্টি কোনদিন দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুযের কল্পনাও সেখান পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই। অতঃপর দোযখকে তাঁহার সামনে উপস্থাপন করা হইল। উহা ছিল সর্বপ্রকার শান্তি ও এমন তীব্র লেলিহান আগুনে ভরপুর যাহার সন্মুখে সুকঠিন পায়াণেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

সেখানে তিনি একদল লোককে দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা মৃত জন্তু ভক্ষণ করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কাহারা !" হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, "ইহারা হইতেছে সেইসব লোক যাহারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করিত (অর্থাৎ গীবত বা প্রনিন্দা করিয়া বেড়াইত)।" অতঃপ্র দোযখের ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

তারপর নবী করীম (দঃ) সম্মুখপানে অগ্রসর হইলেন আর হযরত জিব্রাঈল আমীন (আঃ) সেখানেই রহিয়া গেলেন। কারণ এর বেশী অগ্রসর হওয়ার কোন অনুমতি তাঁহার ছিল না।

সেই সময় তিনি মহান আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করিলেন। বিশুদ্ধ মতে এই দীদার শুধু অন্তরের দ্বারাই নহে বরং চোখের দ্বারাও সম্পন্ন হইয়াছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহ আনহু এবং সমস্ত বিজ্ঞ সাহাবা ও ইমামগণের ইহাই অভিমত।

সেখানে নবী করীম (দঃ) সিদজায় পড়িয়া গেলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাঁহার কথাবার্তা বলার সৌভাগা হইল। তখনই নামাযসমূহ ফরয করা হয়।

ইহার পর নবী করীম (দঃ) প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেখান হইতে (পুনরায়) বোরাকে আরোহণ করিয়া মক্কা মুয়াযযামার দিকে চলিতে লাগিলেন।

পথে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশ্দের তিনটি বাণিজ্যিক কাফেলার পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন। ইহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি সালামও করেন। তাহারা হুযুর (দঃ)-এর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল এবং মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এ ব্যাপারে সাক্ষাও প্রদান করিল। ভোর হওয়ার প্রেই এই মোবারক সফর সমাপ্ত হইয়া যায়। নবীর ইসরা সম্পর্কে চাক্ষ্ম সাক্ষ্যঃ

ভোরে কুরাইশ্দের মানে। এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইল। কেহ হাততালি দিতে লাগিল আবার কেহ হতবাক হইয়। মাথায় হাত দিল, আবার কেহ বিদ্রুপের হাসি হাসিতে লাগিল। তারপর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সকলে নবী করীম (দঃ)-কে প্রশ্ন করিতে লাগিল, আচ্ছা বলন দেখি. াও এল মুকাদ্ধাসের নির্মাণশৈলী কি ধরনের এবং ইহা পাহাড় হইতে কত দূরে দ্রনছিত ? নবী করীম (দঃ) ইহার সম্পূর্ণ চিত্র বর্ণনা করিয়া দিলেন। এমনিভাবে শহারা নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল, আর হুযুর (দঃ) সেগুলির সঠিক উত্তর প্রদান শবতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহারা এমন সব প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, যাহা দকবার দেখিয়া কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব নহে। দুষ্টাপ্ত স্বরূপ, মসজিদে আকসার লবালা কতটি, তাক কয়টি ইত্যাদি ইত্যাদি।

नलावाहला, এইসব কে গুনিয়া রাখে? কাজেই মহাননী ছাল্লাল্লাছ আলাইহি গুয়াসাল্লাম কঠিন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মো'জেযা স্বরূপ নসজিদে আকসাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইল। তিনি গুনিয়া গুনিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বিনা উঠিলেন— الشَّهُ الْنُكُ رَسُولُ اللهِ অর্থাৎ, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূল।" আর কোরাইশরাও সবাই স্তব্ধ হইয়া গেল এবং ালিতে লাগিল যে, (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে আকসার গুনস্থা তো ঠিক ঠিকই বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ দেও) এক রাত্রিতে মসজিদে আকসায় পৌছিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন?" গুরবত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, আমি তো ইহার চাইতেও অধিক বিম্ময়কর বিষয়েও তাহাকে বিশ্বাস করি। এবং আমি ঈমান পোষণ করি যে, যেখানে সকাল–সন্ধ্যায় চোখের পলকে তাহার কাছে আসমানী সংবাদসমূহ পৌছিয়া গায়, সেখানে মসজিদে আকসার বাাপারে দ্বিধা হইবে কেন?" এ কারণেও তাহার উপাধি "সিদ্দীক" দেওয়া হইয়াছে।

## স্বয়ং কুরাইশ-কাফিরদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যঃ

ইহার পর কুরাইশরা পুনরায় পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে হুযুর (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বলুন তো, আমাদের অমৃক কাফেলাটি যাহা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে তাহা এখন কোথায়? হুযুর (দঃ) বলিলেন, "অমৃক গোতের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা রাওহা নামক স্থানে আমি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল। ফলে তাহারা সকলে উহার খোঁজে বাহির হইয়াছিল। আমি তাহাদের হাওদার নিকটে গোলে সেখানে কেহই ছিল না। একটি সুরাহীতে গানি রাখা ছিল আমি তাহা পান করিয়াছিলাম।

ইহার পর অমুক গোত্রের বাণিজ্যিক কাফেলাটি আমি অমুক স্থানে অতিক্রম করি। বোরাক যখন ইহার নিকটবতী হইল তখন উটগুলি ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে একটি লাল রঙের উটের উপরে দুইটি সাদা ও কাল বর্ণের থলে ছিল। উহা তো অজ্ঞানই হইয়া পডিয়া গেল।

তারপর অমুক গোত্রের বাণিজ্যিক কাফেলাটিকে আমি অতিক্রম করিয়াছি তানঈম নামক স্থানে। এই কাফেলার সর্বাগ্রে খাকী রঙের একটি উট ছিল। উহার উপরে কাল চট এবং দুইটি কাল থলে ছিল। এই কাফেলা শীঘ্রই তোমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিবে।"

লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে নাগাদ ?"

হুযুর (দঃ) বলিলেন, "বুধবার নাগাদ আসিয়া যাইবে।"

সুতরাং হুযূর (দঃ) যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেরূপই ঘটিল এবং এই কাফেলাগুলিও হুযুর (দঃ)-এর বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করিল।

যখন কুরাইশদের নিকট আল্লাহ্ তা আলার দলীল-প্রমাণাদি সম্পূর্ণ হইয়। গেল এবং এই বিশায়কর ভ্রমণ সম্পর্কে স্বয়ং তাহাদের জাতি-সম্প্রদায়ও সাক্ষ্য প্রদান করিল—তখন ঐ বিরুদ্ধবাদীদের জনাও ইহাছাড়া অস্বীকারের কোন উপায়ই অবশিষ্ট রহিল না যে, তাহারা হুযুর (দঃ)-এর এই মোবারক সফরকে নিছক যাদু এবং তাহাকে যাদুকর (খোদা পানাহ) আখ্যা দিয়া মজলিস হইতে উঠিয়া পড়িল। পবিত্র মদীনায় ইসলামঃ

একটানা দশ দশটি বৎসর যাবৎ নবী করীম (দঃ) আরবের বিভিন্ন গোত্রকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আরবের এমন কোন মাহফিল ও সভা-সম্মেলন তিনি ছাড়েন নাই যেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে সত্যের দিকে আহ্বান করেন নাই। হজ্জের মওসুমে, উকাযের মেলায় এবং যিল-মাজায প্রভৃতি স্থানে গিয়া তিনি মানুযকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানান। প্রত্যুত্তরে তাহারা তাহাকে সর্বপ্রকার কন্ট দিতে এবং ঠাট্টা-বিদৃপ করিতে রহিল। তাহারা ঠাট্টা-বিদৃপ করিয়া বলিত, "প্রথমে নিজের গোত্রকে মুসলমান বানান, তারপর আমাদিগকে হেদায়ত করিতে আসুন।" এমনিভাবে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। অনন্তর যখন মহান আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলেন যে, ইসলামের প্রসার ও উন্নতি হউক, তখন মদীনার আউস গোত্রের কতিপয় লোককে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাদের মধ্যে আস'আদ ইবনে যুরারা এবং যাক্ওয়ান ইবনে আবদে কায়েস—এই দুই ব্যক্তি সে বৎসর ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

পরবর্তী বৎসর এই গোত্রেরই আরো কতিপয় লোক আগমন করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য ইইতে ছয় অথবা আটজন মুসলমান হইলেন। নবী করীম (৮ঃ) ন্যাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কি আল্লাহর সতা-বাণীর প্রচারে আমাকে সাহায্য নিত্রত প্রস্তুত আছ় ?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! বর্তমানে নাসাদের পরম্পরের মধ্যে আউসই ও খাযরাজ গোত্রের গৃহ-যুদ্ধ চলিতেছে। নাসানি যদি এই সময় মদীনায় তশ্রীফ নিয়া যান তাহা হইলে আপনার হাতে নাহায়তের ব্যাপারে সকলের ঐকমতা হইবে না। আপনি আপাততঃ এক বৎসর বালা এই ইচ্ছা স্থগিত রাখুন। সম্ভবতঃ আমাদের পরম্পরের মধ্যে সন্ধি হইয়া যাইবে কালা আউস্ ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরা একসাথে ইস্লাম গ্রহণ কালার আগামী বৎসর আমরা আবার আপনার খেদমতে উপস্থিত হইব। তখন এই কালায় সর্বপ্রথম বনু-যুরায়কের মস্জিদে কুরআন পাঠ করা হইল।

নদীনায় ইসলামের প্রসার ঘটুক—ইহাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা। সূতরাং বান বংসরের মধ্যেই আউস ও খাযরাজের অধিকাংশ ঝগড়াই মিট্মাট্ হইয়া গেল। আলামী হজ্বের মওসুমে যথা-প্রতিশ্রুতি ১২ ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাছ্ আলাইহি এটাসাল্লামের খেদমতে উপনীত হইলেন। ইহাদের ১০ জন ছিলেন খাযরাজ্ গোত্রের এবং ২ জন ছিলেন আউস গোত্রের। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা গত বংসর নুসলমান হন নাই তাঁহারাও এইবার মুসলমান হইয়া গেলেন এবং সবাই নবী করীম জাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বাইয়াত করিলেন। এই বাইয়াত থেহেতু সর্বপ্রথমে আকাবাং নামক স্থানের নিকটে সম্পন্ন হইয়াছিল তাই ইহাকে আকাবার প্রথম বাইয়াতে" (আনুগত্যের শপথ) নামে অভিহিত করা হয়।

—সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২

### চিকা

়ে তথন মদীনার অধিবাসীরা দুইভাগে বিভক্ত ছিলঃ (১) মুশ্রেকীন (২) আহলে কিতাব। নশরেকীন্রা দুইটি বিরাট গোত্রে বিভক্ত ছিলঃ (১) আউস ও (২) খাষরাজ্। এই দুই গোত্র লাদ। পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত এবং প্রায় ১২০ বৎসর ধরিয়া তাহাদের পারস্পরিক যুদ্ধের এব চলিয়া আসিতেছিল। —সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০

এমনিভাবে আহ্লে কিতাব তথা ইহুদীরাও দুই গোত্রে বিভক্ত ছিলঃ (১) বনু কোরায়যা ও

(২) বনু-নাযীর। এই দুই গোত্রও তাহাদের নিজেদের মধ্যে পুরাতন শক্রতা পোষণ করিত।

—বায়যাভী

 হর্থাৎ, জুমরায়ে আকাবা যাহা মিনার প্রথম অংশে অবস্থিত। হাজীগণ ইহার উপর কংকর িক্ষেপ করিয়া থাকেন। পরে এইখানে একটি মস্জিদও নির্মিত হইয়াছিল। ইহা মস্জিদ-ই-।াইয়াত নামে পরিচিত ছিল। —সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২ ইহারা মুসলমান হইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলানের চর্চা শুরু হইয়া গেল এবং প্রতিটি মজ্লিসে এই একটি কথারই আলোচনা হইতে লাগিল।

## মদীনায় ইসলামের সর্বপ্রথম মাদ্রাসাঃ

মদীনায় পৌঁছিয়া আউস এবং খাযরাজ গোত্রের দায়িত্বশীল লোকেরা হুয়র (দঃ)-কে চিঠি লিখিলেন যে, এখানে আল্লাহ্র রহ্মতে ইস্লামের প্রচার হইয়া গিয়াছে। এখন এমন একজন সাহাবীকে আমাদের এখানে পাঠাইতে মর্জি হয় যিনি আমাদিগকে কুরআন শরীফ পড়াইবেন, লোকজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিবেন, আমাদিগকে শরীয়তের আহ্কাম সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং নামায়ের ইমামতী করিবেন। সূতরাং হুয়র (দঃ) হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রাঃ)-কে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে ইস্লামের সর্বপ্রথম মাদাসাটি পবিত্র মদীনা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হুইল।

---সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩

পরবর্তী বৎসর হজ্বের মওসুমে পবিত্র মদীনা হইতে এক দীর্ঘ কাফেলা মক্কা শরীফে আসিয়া পৌছিল। ইহাতে ৭০ জন পুরুষ আর ২ জন মহিলা ছিলেন। নবী করীম (দঃ) তাঁহাদিগকে স্বাগত জানাইলেন এবং রাত্রে আকাবার সন্নিকটে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মধ্যরাত্রে সবাই জমায়েত হইলেন। নবী করীম (দঃ)-এর চাচা আব্বাসও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। (অবশ্য তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।)

যখন সকলে সমবেত হইলেন, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার এই ভ্রাতৃপুত্র (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা তাঁহার গোত্রে সম্মান ও নিরাপত্তার সহিত বাস করিয়া আসিতেছেন। আপনারা যাঁহার। তাঁহাকে মদীনায় লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, যদি আপনারা তাঁহার সহিত সম্পাদিত অঙ্গীকার যথাযথ পালন করিতে এবং শক্রর হাত হইতে তাঁহার পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলেই কেবল এই দায়িত্ব গ্রহণে আগাইয়া আসুন অনাথায় তাঁহাকে তাঁহার নিজের গোত্রেই থাকিতে দিন।"

উত্তরে মদনী কাফেলার সর্দার বলিয়া উঠিলেন, "নিঃসন্দেহে আমর। এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি এবং নবী করীম (দঃ)-এর বাইয়াতের পূর্ণ বাস্তবায়নই আমাদের একমাত্র কাম্য।" একথা শুনিয়া (অঙ্গীকার এবং বাইয়াতকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে) হযরত আস্আদ ইব্নে যুরারা দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হে মদীনাবাসীগণ! একটু দেশতা কর। তোমরা কি উপলব্ধি করিতে পানিতেছ যে, তোমরা আজ যে দেশতা সম্পাদন করিতে যাইতেছ ইহা কিসের বাইয়াত গ জানিয়া রাখ, এই বাইয়াত দেশতা সমগ্র আরব ও আজমের বিরোধিতা আর মোকারেলার অঙ্গীকার! যদি কিন্তু ইহা পূরণ করিতে পার, তবেই শুনু বাইয়াত সম্পাদন কর। অনাথায় জানাইয়া দাও।" এই কথা শুনিয়া সকলেই এক বাকো বলিয়া উঠিলেন, কেনা করন অবস্থাতেই এই বাইয়াত হইতে সরিয়া যাইব না।" অভঃপর তাঁহারা লাভা করিলেন, "ইয়া রাস্লাল্লাহ! যদি আমরা এই অঙ্গীকার পূরণ করি, তাহা কালা করিলেন, "ইয়া রাস্লাল্লাহ! যদি আমরা এই অঙ্গীকার পূরণ করি, তাহা কালা বলিলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জালাত।" একথা শুনিয়া সকলেই কিনা উঠিলেন, "আমরা এতটুকুতেই সন্তুষ্টি। আপনি হস্ত প্রসারিত করন। আমরা করেত করি।" হুযুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হস্ত মোবারক বাড়াইয়া করিত এবং সকলে বাইয়াতের গৌরব অর্জন করিলেন।

্লাহে পাকই জানেন—এই রাসলে আমীন (দঃ)-এর শুভ দৃষ্টি আর সামানা ার্যালা বাকা তাহাদের অন্তরে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, মাত্র একটি া সাহচর্মের দৌলতেই সমস্ত পার্থিব পঙ্কিলতা আর সন্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি াত-সম্পদের সমস্ত মোহ হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের অন্তর শুধুমাত্র এক ালাহর ভালবাসার রঙে রঙ্গীন হইয়া উঠিল। যাহার বিনিময়ে নিজেদের জান-মাল, নান সন্মান সব কিছুই বিসর্জন দিতে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া গেলেন। ইহার ছাপ 🚭 দের পরবর্তী সম্ভান-সম্ভতি পর্যন্ত অব্যাহত রহিল। এই প্রসঙ্গে উক্ত বাইয়াতে াতিত হ্যরত উদ্দে আন্মারার সাহেব্যাদা হ্যরত হোবাইব-এর ঘটনা এখানে ্রখ্য। নবওয়তের ভণ্ড দাবীদার মসাইলামাতল কায্যাব তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল 🚭 নানা প্রকার অকথা নির্যাতনের মধ্যে লিপ্ত রাখিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠরভাবে হত্যা েওগছিল। কিন্তু এই অঙ্গীকারের বিপক্ষে একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির াটতে সক্ষম হয় নাই। পাপিষ্ঠ মুসায়লামা তাঁহাকে জিঞ্জাসা করিত, "তুমি কি 🕑 সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রাসুল ?" তিনি উত্তরে বলিতেন, াবশাই।" তখন সে জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি এই সাক্ষাও প্রদান কর নাকি যে. ান মুসায়লামাও আল্লাহর রাসূল ?" তিনি উত্তরে বলিতেন, "কখনও না।" তখন 🕖 াহার একটি অঙ্গ কাটিয়া ফেলিত। অতঃপর এমনিভাবে প্রশ্ন করিত আর তিনি াার নবুওয়তকে অস্বীকার করিতেন। তখন পাযণ্ডটি তাঁহার আরো একটি অঙ্গ ্রিয়া ফেলিত। এমনিভারে এক একটি অঙ্গ করিয়া তাঁহার সমস্ত দেহ খণ্ড-বিখণ্ড াত্য দিয়াছিল। —সীরাতে হালবীয়া, পৃষ্ঠা ৪০৯

বস্তুতঃ তিনি শহীদ হইয়া গেলেন, অথচ শরীয়তের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও ইস্লামের অঙ্গীকারের বিপক্ষে একটি শব্দ উচ্চারণ করিতেও তিনি রাযী হইলেন না। কবি কি সুন্দরই না বলিয়াছেনঃ

اگر چه خرمن عمرم غم تو داد بباد ج بخاك پائے عزیزت که عهد نشکستم ভালবাসি শুধু এইটুকু জানি

মৃত্যু আমার পুরস্কার।

তব চরণের শপথ লাগে

ভূলে যাইনি অঙ্গীকার।"

অতঃপর সকলেই বাইয়াত করিলেন। এই বাইয়াতে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৭৩ (তিয়াত্তর) জন পুরুষ আর ২ (দুই) জন মহিলা। ইহাকে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত বলা হয়।

অতঃপর নবী করীম (দঃ) ইঁহাদের মধা হইতে ১২ জনকে সমগ্র কাফেলার জিম্মাদার মনোনীত করিয়া দিলেন।

# মদীনায় হিজরতের সূচনা

কুরাইশরা যখন এই বাইয়াতের সংবাদ অবগত হইল, তখন তাহাদের ক্রোধের অন্ত রহিল না। এবং তাহারা মুসলমানগণকে নির্যাতন করার কোন পদ্থাই আর বাকী রাখিল না। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরতের পরামর্শ দিলেন। সাহাবীগণ কুরাইশদের দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে গোপনে একজন দুইজন করিয়া মদীনার দিকে হিজরত করিতে আরম্ভ করিলেন। শেয পর্যন্ত মন্ধায় শুধু নবী করীম ছাল্লাল্লাল্ল্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং কিছু সংখাক অক্ষম লোক ছাড়া আর কোন মুসলমানই অবশিষ্ট রহিলেন না। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-ও হিজরতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাল্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন যে, "এখন থাকিয়া যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেও হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন।" হযরত আবু বকর (রাঃ) এই অপেক্ষায়ই রহিলেন এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে দুইটি উদ্ভী সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। একটি তাহার নিজের জন্য এবং অন্যটি হযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য।

—সীরাতে মোগলতাঈ, পষ্ঠা ৩১

## ন্ধা করীম (দঃ)-এর মদীনায় হিজরতঃ

এরা**ইশের কাফেররা যখন সম্**দয় বিষয় জানিতে পারিল, তখন তাহারা হুযুর 😶 সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার উদ্দেশে। দারুন-নাদওয়াতে সমরেত ে। কেহ কেহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখার পরামর্শ দিল। আবার কেহ কেহ এলকে নির্বাসিত করার প্রামর্শ দিল। কিন্তু ভাহাদের ধূর্ত লোকেরা বলিল, 🛂 রির কোনটিই করা উচিত হইবে না। কেননা বন্দী করা হইলে তাঁহার সমর্থক ্রানসারগণ আমাদের উপর চভাও হইরে এবং তাঁহাকে ছাডাইয়া লইয়া যাইরে। ্রাস্তরে তাঁহাকে নির্বাসিত করিলে তাহা হইরে আমাদের জন্য অধিকতর 🤨 করে। কারণ, এই অবস্থায় মক্কার আশ-পাশের সমস্ত আরবরা তাঁহার চরিত্র-ন্যা. মিষ্টকথা আর পবিত্র কালামের নিবেদিত প্রাণ হইয়া উঠিবে এবং তিনি াদগকে লইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবেন। —সীরাতে মোগলতাঈ াজেই হতভাগা আবু জাহল প্রস্তাব করিল যে, মুহাম্মদ (দঃ)-কে হত্যা করা া আর এই হতায়ে প্রতোক গোত্র হইতে এক একজন করিয়া লোক অবশাই ্য শগ্রহণ করুক যাহাতে বনু-আবদে মানাফ (নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি াসাল্লামের গোত্র) প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। উপস্থিত সকলেই তাহার এই ার্থার পছন্দ করিল এবং প্রত্যেকটি গোত্র হইতে একজন করিয়া যুরককে এই ।।জের জন্য নিযুক্ত করা হইল। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, অমুক রাত্রে 🥶 কাজ (সম্পন্ন) করিতে হইবে।

ইদিকে আল্লাহ্ রাববুল ইয্যত নবী করীম (দঃ)-কে কুরাইশ্দের এই যড়যন্ত্র লাপেকেঁ অবহিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অবিলম্বে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ । করিলেন। যে রাত্রে কুরাইশ কাফিররা তাহাদের হীন যড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার । করিলে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক হুজূর (দঃ)-এর বাসগৃহ । ারোধ করিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই নবী করীম (দঃ) হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ । লালেন এবং হ্যরত আলী (রাঃ)-কে বলিলেন, "তুমি আমার চাদর মোড়া দিয়া । তাহা হইলে কাফেররা আমার অনুপস্থিতি আঁচ । নার্ত্রে পারিবে নার্ত্র

16-14

পর্যন্ত পৌছিলেন তখন ইহাকে বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করিলেন। ফলে আল্লাই তা'আলা কাফেরদের চোখের উপরে পর্দা ফেলিয়া দিলেন। তাহারা হুযূর ছাল্লালা। আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইল না। তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়িতে গিয়া উপনীত হইলেন। এদিকে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন এবং পথ-ঘাট চিনে এমন একজন লোককে সঙ্গে নিয়া যাওয়ার জন। তেরী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর সঙ্গী হইলেন এবং উভয়ে বাড়ীর পিছনের খিড়কী পথে বাহির হইয়া সওর পর্বতের দিকে আগাইয়া গেলেন। (সওর হইল মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড়)।

## সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থানঃ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরসহ সওর পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন।

এইদিকে কুরাইশ যুবকরা ভোর অবধি হুযুর ছাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসার অপেক্ষা করিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, তাঁহার বিছানায় হযরত আলী (রাঃ) শুইয়া আছেন, তখন তাহার। হতভম্ব হইয়া গেল। কাল বিলম্ব না করিয়া তাহারা চতুর্দিকে নবী করীম ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে নিজেদের চর প্রেরণ করিল। কেহ কেহ তাঁহার পদ-চিহ্ন ধরিয়া খোঁজ করিতে করিতে ঠিক ঐ গুহার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। সামান্য একট নইয়া তাকাইলেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিষ্কার দেখিতে পাইত। এই সময় হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বিচলিত হইয়া উঠিলেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, "ভয় করিও না। আল্লাহ তা আলা আমাদের সাথে রহিয়াছেন।" পরম করুণাময় আল্লাহ তা আলারই মহিমা যে, কাফেরদের দৃষ্টি ঐ গুহা হইতে অনা দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল এবং কেহই এতটুকু ঝুঁকিয়া দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল না; বরং তাহাদের সব চাইতে ধূর্ত ব্যক্তি উমাইয়া ইবনে খালাফ বলিয়া উঠিল, "এখানে তাঁহার থাকা অসম্ভব।" কারণ, আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে এই গুহার প্রবেশ পথে রাতারাতি মাকড়শা জাল বুনিয়া রাখিয়াছিল এবং বন্য-করুতর কোথা হইতে আসিয়া বাসা তৈরী করিয়া ফেলিয়াছিল।

#### টিক৷

হয়রত সুহাইল (রাহঃ) বলেন, হেরেম শরীফের কবৃতরসম্হের বংশপরম্পরা সেই কবৃতর
হইতেই শুরু হয়। —সীরাতে মোগলতাঈ

াসূলে খোদা (দঃ) আর সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এই গুহায় একটানা তিন রাত অন্তর্গোপন করিয়া রহিলেন। এমনকি অন্তেয়ণকারীরা নিরাশ হইয়া গেল।

এই তিন দিনই প্রতাহ রাতের অন্ধকারে সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) পুত্র হযরত ক্রিন্ধার্ গোপনে তাঁহাদের কাছে আগমন করিতেন এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই কারা ফিরিয়া যাইতেন। সারা দিন কুরাইশ্দের সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া রাত্রে তাহা বেব (দঃ)-এর সামনে বর্ণনা করিতেন। অপর দিকে তাঁহার বোন হযরত আস্মানিত আবি বকর (রাঃ) প্রতাহ রাত্রে তাঁহাদিগকে খাবার পৌঁছাইয়া দিতেন। প্রতেত আরবরা ছিল পদচিক বিশারদ, সুতরাং যাহাতে পদচিকসমূহ মুছিয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে হযরত আন্দুল্লাহ্ প্রতাহ ঐ গুহা পর্যন্ত বকরীগুলিকে চরাইতে লইয়া ওওয়ার জন্য তাঁহার গোলামকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন।

## সওর গিরিগুহা হইতে মদীনা যাত্রাঃ

সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিন ৪৮। রবিউল আউয়াল রাজ সোমবার হযরত দিদ্দীকে আকবরের আযাদকৃত গোলাম আমের ইবনে ফুহাইর সেই উদ্বী দুইটি লইয়া উপস্থিত হইলেন, যেগুলি এই সফরের জন্যই হযরত সদ্দীকে আকবর (রাঃ) সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার সহিত আদুল্লাহ ইব্নে দুরাইকীতও আসিলেন, যাহাকে তিনি পথ-প্রদর্শক হিসাবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সঙ্গে নিয়াছিলেন।

নবী করীম (দঃ) একটি উট্টীর উপর আরোহণ করিলেন এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) দ্বিতীয়টির উপর। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) খেদমতের জনা আমের ইব্নে ফুহাইরকেও নিজের সাথে বসাইয়া লইলেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্নে দ্রাইকীত পথ-প্রদর্শনের জন্য আগে আগে চলিতেছিলেন। —সীরাতে হালবিয়া সরাকা ইবনে মালেকের অশ্ব

# মৃত্তিকা-গর্ভে ধ্বসিয়া যাওয়াঃ

হুযুর (দঃ) মদীনার পথে আগাইয়া চলিয়াছেন। এমন সময় কুরাইশী দূতগণের মধ্যে সুরাকা ইবনে মালেক হুযুর (দঃ)-কে তালাশ করিতে করিতে সেখান পর্যন্ত পোঁছিয়া গেল। সে যখন হুযুর (দঃ)-এর নিকটবতী হুইল, তখন তাহার ঘোড়াটি গুরুতরভাবে হোঁচট খাইলে সে ঘোড়ার পিঠ হুইতে পড়িয়া গেল। কিন্তু সে পুনরায় ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া হুযুর (দঃ)-এর পিছনে ধাওয়া করিল এবং এত

#### টিকা

১০ যাহা নবী করীম (দঃ)-এর জন্ম-তারিখ হইতে ৫৩ (তিপ্পান্ন) বংসর এবং নবৃওয়ত প্রাপ্তির সমন্ত হইতে ১৩ (তের) বংসর হয়। নিকটে গিয়া পৌঁছিল যে হুযূর (দঃ)-এর কোরআন তেলাওয়াতের আওয়ায পর্যন্ত সে শুনিতে পাইতেছিল। তখন হ্যরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বারবার পিছন ফিরিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু নবী করীম (দঃ) তাহার প্রতি ভূক্ষেপও করিলেন না। যখন সে একেবারে কাছে আসিয়া গেল, তখন তাহার ঘোড়ার চারিটি পা-ই শুরু ও শক্ত মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ঢুকিয়া গেল এবং সুরাকা আবারও মাটিতে ছিটকাইয়া পড়িল।

সে ঘোড়াটিকে বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল কিন্তু বার্থ হইল। 
অবশেষে বাধ্য হইয়া সে হুযুর (দঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি থামিয়া 
গেলেন এবং তাঁহার বরকতে ঘোড়াটি মাটির ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল।

—সীরাতে মোগলতাঈ

ঘোড়াটির পা যখন মাটির ভিতর হইতে বাহির হইল, তখন উহার পায়ের গহব্বর হইতে ধোঁয়া নির্গত হইতে দেখা গেল। ইহা দেখিয়া সুরাকা আরো বেশী হতভম্ব হইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে তাহার সমুদয় পাথেয় সামগ্রী, উপস্থিত আসবাবপত্র, উট প্রভৃতি হযুর (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করিতে লাগিল। হযুর (দঃ) তাহা প্রত্যাখানে করিয়া বলিলেন, "যেহেতু তুমি ইস্লাম গ্রহণ কর নাই, তাই আমি তোমার মাল গ্রহণ করিতে পারি না। তবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি আমাদের অবস্থান কাহাকেও বলিবে না।" সুরাকা সেদিক হইতে ফিরিয়া আসিল এবং যে পর্যন্ত হযুর (দঃ)-এর ক্ষতির আশঙ্কা ছিল সে কাহারও নিকট এই ঘটনা প্রকাশ করে নাই। —হাল্বীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৬

সুরাকার মুখে নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তের স্বীকারোক্তিঃ

কিছুদিন পর সুরাকা আবু জাহলের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিল এবং কয়েকটি পঙ্গক্তি আবৃত্তি করিল যাহার অনুবাদ নিম্নরূপঃ

টিকা

أَبَاحِكُم وَاللَّاتِ الْوَكُنْتِ شَاهِدًا ﴿ لِأَمْرِجَوَادِ الْنَسُوْخُ قَـوَانَمُهُ عَجِبْتُ وَلَمُ اللَّهِ الْمُؤْمُ فَمَنْ ذَائِعَامِمُهُ عَجِبْتُ وَلَمُ اللَّهُ فَمَنْ ذَائِعَامِمُهُ عَلَيْكَ بِكَفِ النَّاسِ عَنْهُ فَانَّتِى ﴿ أَرَى امْرَةٌ يَوْمَاسَتَئِدُوْ مَعَالَمُهُ إِنْ مِنْعُ النَّاسِ طَرَّيْسَالُمُهُ إِنْ وَمِنْعُ النَّاسِ طَرَّيْسَالُمُهُ إِنْ جَمِيْعُ النَّاسِ طَرَّيْسَالُمُهُ إِنْ وَمِنْعُ النَّاسِ طَرَّيْسَالُمُهُ

১৮ আসল কবিতা এইগুলি নহে। এই কবিতাগুলি দাঁরাতে নোগলতাই গ্রন্থে ক্রটিযুক্ত ছিল। রাওযুল-উনস গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৬য়্ঠ প্রষ্ঠা হইতে এইগুলিকে সংশোধন করা হইয়াছে। "হে আবু হিকাম!' দেবতা লাত-এর কসম খাইয়া বলিতেছি, তুমি যদি সেই গোড়াটির পা হাঁটু-পর্যন্ত যমীনে ঢুকিয়া পড়ার দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে, তাহা হইলে মুহাম্মদ (দঃ)-যে আল্লাহ্র রাসূল, সে ব্যাপারে তোমার সন্দেহের কোন গাবকাশই থাকিত না। আমার মতে তাঁহার বিরোধিতা হইতে স্বয়ং তোমাদের নিজেদের বিরত থাকা এবং অনাদেরকেও বিরত রাখা অবশা কর্তবা। কেননা, আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার বিজয়ের নিদর্শনসমূহ ভাস্বর হইয়া উঠিবে গার তখন সকল মানুষ্ট কামনা করিবে যে, যদি আমরা তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া লইতাম তাহা হইলে কতই না ভাল হইত।"

নবী করীম (দঃ)-এর মোজেযা,

## স্বামীসহ উদ্মে মা'বাদের ইসলাম গ্রহণঃ

মদীনার পথে নবী করীম (দঃ) উশ্বে মা'বাদ বিন্তে খালেদ নাদ্রী জনৈকা মহিলার বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহার যে বকরীগুলি আগে দৃধ দিত না. হুযুর (দঃ) সেগুলির স্তনে হাত বুলাইয়া দিলে তাহা দৃধে ভরিয়া উঠিল। হুযুর (দঃ) নিজেও তাহা পান করিলেন এবং তাহার সফর-সঙ্গীগণকেও পান করাইলেন। আর এই বরকত তেমনিভাবে অব্যাহত রহিল। হুযুর (দঃ) বিদায় নেওয়ার পর উশ্বে মা'বাদের স্বামী বাড়ী ফিরিলেন এবং বকরীর দৃগ্ধ সম্পর্কিত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া হতবাক হইয়া গোলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উশ্বে মা'বাদ বলিলেন, "একজন অত্যন্ত শরীফ ও মহান যুবক আজ আমাদের এখানে কিছু সময়ের জনা অতিথি হইয়াছিলেন। এইসব তাহারই পবিত্র হাতের বরকত বটে।" তাহার স্বামী ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আল্লাহ্র কসম! ইহাকে তো মক্কাবাসী সেই বুযুর্গ বলিয়াই মনে হইতেছে।" এক রেওয়ায়তে আছে, ইহার পর এই বেদুইন-দম্পতিও হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

## কুবায় অবতরণঃ

এখান হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি কুবায় পৌছিলেন (ইহা মদীনার অদূরে একটি স্থান)। আনসারগণের নিকট যখন হুযুর (দঃ)-এর শুভাগমনের সংবাদ পৌছিল, তখন হইতে প্রত্যহ তাঁহার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে তাহার। মহল্লা হইতে বাহিরে টিকা

১০ আবু জাহ্লের উপাধি সমগ্র আরবে 'আবু-হেকাম' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু কঠোর ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ার কারণে তাহাকে আবু জাহ্ল উপাধি প্রদান করা হয়। এই ব্যাপারটি জনৈক ব্যক্তি কবিতার ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেনঃ

أَلنَّاسُ كَنَّاهُ ابَاحِكُم ﴿ وَاللَّهُ كَنَّاهِ أَبَاجَهُلْ

চলিয়া আসিতেন। সেদিনও তাহারা যথারীতি অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তখন হঠাৎ এক আওয়ায শোনা গেল যে, এতদিন তাহারা যাঁহার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি তশ্রীফ আনয়ন করিয়াছেন। মহানবী (দঃ)-কে তশ্রীফ আনিতে দেখিয়া সকলেই বিপুল উদ্দীপনার সহিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। হুযূর (দঃ) এবং তাঁহার সহচরগণ কৃবায় ১৪ দিন অবস্থান করিলেন। এই সময় তিনি কৃবায় একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহাই সর্বপ্রথম মসজিদ, যাহা ইসলাম প্রচারিত হুওয়ার পর নির্মিত হয়।

## হ্যরত আলীর হিজরত এবং কুবায় মিলনঃ

যেহেতু নবী করীম (দঃ)-এর আমানতদারী কাফিরদের মাঝেও স্বীকৃত ছিল. কাজেই প্রায়শঃই তাঁহার নিকট লোকজনের আমানত গচ্ছিত থাকিত। হিজরতের সময় তিনি হযরত আলীকে সে কারণেই মক্কায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট জনগণের গচ্ছিত আমানতসমূহ মানুষের নিকট পোঁছাইয়া দিয়া তিনিও যেন তাঁহার পরে মদীনায় পোঁছিয়া যান।

## ইস্লামী তারিখের সূচনাঃ

এই সময় নবী করীম (দঃ)-এর নির্দেশে হযরত ওমর (রাঃ)<sup>2</sup> ইস্লামী দিন-পঞ্জিকার সূচনা করেন এবং "মুহাররম" মাসকে ইহার প্রথম মাস নির্ধারণ করেন। নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র মদীনায় প্রবেশঃ

রবিউল আউয়াল মাসের জুম আর দিন কুবা হইতে বিদায় নিয়া নবী করীম (দঃ) পবিত্র মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। মদীনাবাসীগণ আনদে উদ্দেলিত হইয়া হয়র (দঃ)-এর সওয়ারী ঘিরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহাদের কেহনা পদব্রজে আবার কেহবা কোন বাহনে আরোহণ করিয়া পথ চলিতেছিলেন। হয়র (দঃ)-এর উন্তীর লাগাম ধরিয়া টানিবার জন্য প্রত্যেকেই সন্মুখে আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হয়র (দঃ) যেন তাহার বাড়ীতেই অবস্থান করেন—ইহাই ছিল প্রতিটি আনসারীর মনের বাসনা। মহিলা ও শিশুরা আনদের গান গাহিতেছিল। যেহেতু দিনটি ছিল জুম'আর দিন। তাই, বনী সালেম ইব্নে আউফের বসতির নিকট জুম'আর নামায়ের সময় হইয়া গেলে হয়র (দঃ) সওয়ারী হইতে অবতরণ

#### টিকা

ে কুনার অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে আরো বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। তিনদিন, চারদিন, পাচদিন এবং কোন কোন বর্ণনায় শাইশ দিনেরও উল্লেখ রহিয়াছে। —সীরাতে মোগলতাই পুছা ৩৬ ২০ শেখ জালালউদ্দীন সৃষ্ঠী (রহঃ) তীধার "الشماريخ في علم التاريخ" গ্রাহে ইহাকেই সমর্থন করিয়াছেন। ারিয়া জুম'আর নামায আদায় করিলেন এবং পুনরায় সওয়ার হইয়। সামনের দিকে এগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন যে আনসারীর বাড়ীই সামনে পড়িত তিনি তাহার বাড়ীতেই অবস্থান করিবার জন্য হুযুর (দঃ)-কে অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু হুযুর (দঃ) বলিতেছিলেন, "তোমরা আমার উট্ট্রীটিকে নিজের মনে চলিতে দাও, এটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে আদিষ্ট রহিয়াছে। যে জায়গায় অবস্থানের জন্য ইহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেখানে পৌছিয়া সে নিজেই থামিয়া যাইবে। সূতরাং উটনীটি তেমনিভাবে আপন মনে চলিতে লাগিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ দেঃ)-এর মাতৃল বংশ বনী-আদী ইবনে নাজ্জারের এলাকায় হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ীর সামনে গিয়া উটনীটি বিসয়া পড়িল। হুযুর ছাল্লাল্ছ ঘালাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ুব আনসারীর মেহমান হইলেন এবং বেশ কিছু দিন তাহার গ্রেই অবস্থান করিলেন।

## মসজিদে নববী নির্মাণঃ

তখনও পর্যন্ত মদীনায় কোন মসজিদ ছিল না। যেখানেই সুযোগ হইত সেখানেই নামায আদায় করা হইত। ইহার পর ঐ জায়গাটি খরিদ করা হইল যেখানে উষ্ট্রীটি বসিয়াছিল। আর সে জায়গায়ই মসজিদে নববী নির্মাণ করা হইল। ইহার দেওয়ালসমূহ ছিল কাঁচা ইটের তৈরী, খুঁটি ছিল খেজুর বৃক্ষের আর ছাদ ছিল খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত। তখন কেবলার রুখ ছিল বায়তুল মুকাদাসের দিকে।

মসজিদের সঙ্গে দুইটি প্রকোষ্ঠও তৈরী করা হইল। একটি হযরত আয়েশার জনা এবং অনাটি হযরত সাওদার জনা। ইহার পর নবী করীম (দঃ) তাঁহার পরিবার

### টিকা

১০ ইহার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার বিলাফতকালে আরো জায়গার সম্প্রসারণ করেন। কিন্তু নির্মাণশৈলী আগের মতই বহাল রাখেন। ইহার পর হযরত উসমান (রাঃ) তাঁহার খিলাফতকালে ইহাতে বিরাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধান করেন। জায়গা আনেক বাড়াইয়া দেন এবং দেওয়ালসমূহ নকশাযুক্ত পাথর ও রূপার কারুকার্য দারা, থামসমূহ নকশাযুক্ত পাথর আর ছাদ শাল কাঠ দ্বারা তৈরী করেন। ইহার পর হযরত ওমর ইবনে আপুল আয়ীয (রাঃ) অলীদ ইবনে আপুল মালেকের খিলাফতকালে তদীয় নির্দেশে মসজিদের আরো পরিবর্ধন করেন এবং আয়ওয়াক্তে মুতাহ্হারাত্গণের (পবিত্র সহধ্যমিনীদের) বাসস্থানসমূহকে ইহার মধ্যে শামিল করিয়া দেন। ইহার পর ১৬০ হিজরীতে খলীফা মাহ্দী এবং ২০২ হিজরীতে খলীফা মাম্বন ইহাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন এবং ইহার ভিত্তিকে অতিশয় মযবুত করিয়া দেন।

—সীরাতে মোগলতাঈ পৃষ্ঠা ৩৭

ইशর পর উসমানী খলীফাগণ ইহা অতি সুন্দর ও মনোরম করিয়া নির্মাণ করেন—যাহা অদ্যাবধি বহাল রহিয়াছে। পরিজনকে মদীনায় নিয়া আসার জন্য একজন লোককে মক্কায় প্রেরণ করেন। । সময় হযরত আবৃবকর রাযিআল্লাহু আন্হও তাঁহার পরিবার পরিজনকৈ মদীনায় আনাইয়া নিলেন।

সূতরাং নবী-সহধর্মিণী হযরত সাওদা (রাঃ) এবং নবী-দৃহিতা হযরত ফাতেমা ও উন্মে কুলসুম (রাঃ) মদীনায় আসিয়া গেলেন। তৃতীয় কন্যা হযরত যয়নাবকে তাঁহার স্বামী আবৃল আস্ (যিনি তখনও মুসলমান হন নাই) আটকাইয়া রাখিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবরের পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ তাঁহার মাতা এবং উভয় রোন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও আস্মা (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া মদীনায় আসিয়া গোঁছিলেন। এখন শারীরিকভাবে ভ্রমণ করিতে অক্ষম এইরূপ কতিপয় মুসলমানই শুণু

এখন শারীরিকভাবে ভ্রমণ করিতে অক্ষম এইরূপ কতিপয় মুসলমানই শুণু মক্কায় অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন। এমনকি এই অক্ষমদের মধ্য হইতেও কেহ কেথ মদীনার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহাদের ওফাও হইয়া গিয়াছিল।

# প্রথম হিজরী

[ইস্লামে জিহাদের অনুমোদন ও নির্দেশ]

# সারিয়াহ্-এ-হাম্যা (রাঃ) ও সারিয়াহ্-এ-উবায়দা (রাঃ)ঃ

নবী করীম (দঃ)-এর ৫৩ বৎসরের সংক্ষিপ্ত জীবন-চিত্র পাঠকের সামনে আসিয়া গিয়াছে। এই পর্যায়ে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণসহ পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কেমন করিয়া হইয়াছে তাহাও মোটামৃটি জানা গিয়াছে। হিজরতের পূর্বপর্যন্ত এই যে প্রতিটি শ্রেণী ও গোত্রের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়া এমন উন্মও হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহারা ইসলাম এবং ইসলামের নবীকে নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, বাপ-দাদা, স্ত্রী-সন্তান অপেক্ষা বরং নিজেদের প্রাণের চাইতেও অধিক প্রিয় মনে করিতে লাগিয়াছিলেন, তাহাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণ কি ছিল ং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জোর জবরদন্তি, ধন-সম্পদের লোভ, সম্মান প্রতিপত্তির মোহ অথবা কোন সমস্ত্র বাহিনীর তরবারীর ভয় তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল, নাকি এর পশ্চাতে অন্য কোন কারণ ছিল ং

কিন্তু যখন এই নিরক্ষর নবী (দঃ) [তাঁহার উপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হউন]-এর পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনের করুণ অবস্থাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন দ্বার্থহীনভাবেই এই সমস্তের নেতিবাচক উত্তর পাওয়া যায়। আর ইহা অত্যন্ত প্রকাশ্য সত্য যে, সেই এতীম সন্তানটি যাঁহার পিতার স্লেহচ্ছায়া পৃথিবীতে াগেমনের পূর্বেই তাঁহার মাথার উপর হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, গাঁহাকে শৈশবের ছয় গংসর বয়সে জননীর স্নেহ-মমতার ক্রোড় হইতেও বিদিত হইতে ইইয়াছিল, গাঁহার গৃহে মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বালাইবার সুযোগ পর্যন্ত আসিত না, গাঁহার পরিরার-পরিজন কোনদিন পেট ভরিয়া খাইতে পর্যন্ত পাইত না, গাঁহার হাতেগনা ানিত আশ্বীয়-স্বজনও একটি মাত্র সতাের বাণী উচ্চারণ করার অপরাধে শুধু যে গাঁহার নিকট হইতে দূরেই সরিয়া গিয়াছিল তাহাই নহে, বরং তাহার কঠিন শক্রতে পারেন অথবা ধন-সম্পদের লোভ দেখাইয়া বা তরবারীর জ্বোরে কাহাকেও স্বীয় নতাদর্শে উদ্বৃদ্ধ করিতে পারেন হ এতদ্বাতীত ইতিহাসের বিরাট দফতের আমাদের সামনে পড়িয়া রহিয়াছে যাহাতে সর্বসম্বাতভাবে বিদ্যামান রহিয়াছে যে, নবী করীম দেই)-এর পবিত্র জীবনের এই কেটি বংসর এমনভাবে অতিবাহিত ইইয়াছে যে, পথম জীবনের সহায় সম্বলহীনতা ও অসহায়ত্বের পরে যখন ইসলাম অনেকটা প্রকাশা-শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল এবং অনেক বড় বড় বীর যোদ্ধা ও বিত্রশালী সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তখনও ইসলাম কোন কাফেরের গায়ে হাত উঠায় নাই বরং অত্যাচারীদের অত্যাচারেরও কোন জবাব পর্যন্ত দেয় নাই।

অথচ মক্কার কাফেরদের পক্ষ হইতে শুধু নবী করীম ছাল্লাল্লাল্ আলাইহি ওয়াসাল্লামই নহেন: বরং তাঁহার সকল আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও অনুসারী-অনুরাগীগণের উপর এমন অকথা নির্যাতন চালানো হইয়াছে যাহা বলিয়া অথবা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কুরাইশ কাফেররা হুযুর (দঃ)-এর প্রতি নির্যাতনে, এমনকি তাঁহাকে হত্যা করার ব্যাপারে সম্ভাব্য কোন চেষ্টা বাকী রাখে নাই। যেমন ঃ দার্ঘ তিন তিনটি বৎসর নবী করীম (দঃ)-কে তাঁহার সকল অনুসারী ও এনুরাগীগণসহ অবরুদ্ধ করিয়া রাখা, নবী করীম (দঃ)-এর সহিত কুরাইশ্দের পূর্ণাঙ্গ সম্পর্কচ্ছেদ, তাঁহাকে হত্যা করার যড়যন্ত্র ও সাহাবা কেরামের প্রতি বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন ইত্যাদি যাহা আপনারা অবগত হইয়াছেন।

এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও কোরআন তাহার অনুসরণকারীগণকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবলম্বন ছাড়া অন্য কোন অন্ত্র ব্যবহারেরই অনুমতি দিতেছিল না। অবশ্য তখন া জেহাদের নির্দেশ ছিল. তাহা হইলঃ কাফেরদেরকে কৌশল ও উপদেশমূলক

টিকা

ে পবিক্ত কুরআনের আয়াত । পবিক্ত কুরআনের আয়াত । কুর্নিক্ত কুর্নি

কথাবার্তার মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর দিকে আহ্বান করো, আর যদি পারম্পরিক বিতর্কের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে উত্তম কৌশল এবং নম্র কথার মাধ্যমে তাহাদের মোকাবিলা করো এবং কোরআনের প্রকাশ্য দলীল প্রমাণাদির মাধ্যমেই তাহাদের সহিত পূর্ণ জেহাদ করো যেন তাহারা সতাকে অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়।

এই সময় পর্যন্ত যে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের বলয়ভুক্ত হইয়া সর্ব-প্রকার নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইতে সম্মত হইয়াছিলেন, বলাই বাহুল্যঃ তাহারা দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা অথবা রাষ্ট্রীয় শক্তিপ্রয়োগ কিংবা তরবারীর জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধা হইতে পারেন না। এই প্রকাশ্য বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার পরেও কি তাহারা আল্লাহ তা'আলার নিকট লজ্জিত হইবে না, যাহারা ইসলামের প্রকত বাস্তবতার উপর পদা নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে বলিয়া বেডায় যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে ? তাহারা কি এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিবে যে, ঐ সমস্ত তরবারী চালনাকারীর উপরে কে তরবারী চালনা क्रियाहिल—यादाता ७५ गुप्रलघानदे दन नादे: वतः देपलात्मत প্রয়োজনে তরবারী ধারণ করিতে এবং নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না ? তাহারা কি বলিতে পারে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ), ফারুকে আযম (রাঃ), উসমান গণী (রাঃ) আর আলী মৃতাযা (রাঃ)-এর উপরে কে তরবারী চালাইয়া তাহাদিগকে মুসলমান বানাইয়াছিল ? হযরত আব্যর গিফারী (রাঃ), হযরত উনায়স (রাঃ) এবং তাঁহার গোত্রকে কে বাধ্য করিয়াছিল যে, তাহারা সবাই আসিয়া ইসলামে প্রবেশ করিয়াছিলেন ? নাজরানের খৃষ্টানগণের উপর কে বলপ্রয়োগ করিয়াছিল যে, তাহারা মক্কায় আসিয়া স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া গেলেন ? যামাদ আযদীকে কে বাধা করিয়াছিল? তোফায়ল ইবনে আমর দুসী (রাঃ) এবং তাঁহার গোত্রের লোকদের উপর কে তরবারী চালনা করিয়াছিল ? বনী আব্দুল আশহাল গোত্রের উপরে কে চাপসৃষ্টি করিয়াছিল ? মদীনার সমস্ত আনসারের উপর কে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল যে, তাঁহারা শুধু ইসলাম গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; বরং নবী করীম (দঃ)-কে নিজেদের দেশে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত যিম্মাদারী স্বীয় মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং নিজেদের জান-মাল তাঁহার জন্য উৎসূর্গ করিয়া দিলেন ? বুরায়দা আসলামীকে কে বাধ্য করিয়াছিল যে, তিনি ৭০ জন লোকের বিরাট কাফেলাসহ মদীনার পথে হুযুর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং স্লেচ্ছায় ও স্বোৎসাহে মুসলমান হইয়া গেলেন? হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর উপর কোন

### টিকা

১ কোরআনের আয়াত بَهْمْ به جهادًا كَبَيْرًا এর মর্মার্থও ঠিক ইহাই।

তরবারী চালিত হইয়াছিল যে, তিনি তাহার বাদশাই। ও দেদিও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও হিজরতের পূর্বেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন ? আবু হিন্দ, তামীম, নাঈম প্রমুখের উপর কে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল যে, তাহারা সুদূর সিরিয়া হইতে সফর করিয়া নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপনীত হইলেন এবং তাহার গোলামী বরণ করিয়া লাইলেন ? এমনি ধরনের শত শত ঘটনায়ই ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ ইইয়া আছে। এগুলি এমন অনস্বীকার্য বাস্তব যাহা প্রতক্ষে করার পর প্রত্যেকটি মানুষ এই বিশ্বাস পোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না যে, "ইসলাম স্বীয় মহিমা প্রচারে কদাচ তরবারীর মুখাপেক্ষীই ছিল না।"

# ইস্লাম স্বীয় প্রচারে তরবারীর মখাপেক্ষী নহেঃ

জিহাদ ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য কল্মিনকালেও এই হইতে পারে না যে, মানুষের গলায় তরবারী রাখিয়া তাহাদিগকে মুসলমান হইতে বাধ্য করা হইবে অথবা গহাদিগকে কোন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করানো হইবে। জিহাদের সাথে সাথে জিযিয়া° করের নির্দেশ এবং কাফেরদিগকে যিন্মী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঠিক মুসলমানদের মতই তাহাদের জান মালের হেফাযত সংক্রান্ত ইসলামী বিধানসমূহ নিজেই ইহার সাক্ষ্য বহন করে যে, জিহাদ ফরয হওয়ার পরও ইসলাম কথনও কোন কাফেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করে নাই। তাই যে কোন নায়েনিষ্ঠ ব্যক্তির অবশা কর্তবা হইল তিনি যেন শান্ত মনে চিন্তা করেন যে, ইসলামে কি উদ্দেশ্যে এবং কি কি উপকারিতার জন্য জিহাদ ফরয করা হইয়াছে। তাহা হইলে তিনি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন যে, যেমন সেই ধর্মমতকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা যায় না, যেটি মানুষের গলায় ফাঁস লাগাইয়া বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাহার গ্রনুসারী বানাইয়াছে তেমনিভাবে সেই ধর্মও পরিপূর্ণ নহে, যাহাতে রাজনীতির স্থান নাই এবং সেই রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নহে যাহার সহিত তরবারীর সম্পর্ক নাই।

- 🔀 এই সমস্ত ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে "রিসালায়ে হামীদিয়া" পুত্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।
- ে পাঠক যদি ব্যস্তবতার নিরীথে বিশুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে পৃথিবীর বুকে ইসলাম কেমন করিয়া পাচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে—তাহা জানিতে চাহেন তাহা হইলে মেহেরবানী করিয়া দাকল লাম দেওবদের মুহ্তামিম হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান রচিত "এশায়াতে ইস্লাম" নামক গ্রহ্থানা অধ্যয়ন করিবেন।
- · সেই কর যাহা কাফেরদের নিকট হইতে তাহাদের নিরাপত্তার বিনিময়ো গ্রহণ করা
- 🥴 এহাকে জিমিয়া বা সামরিক কর বলা হয়।

# রাজনীতিবিবর্জিত ধর্ম ও অস্ত্রবিবর্জিত রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নহেঃ

সেই চিকিৎসক নিজের পেশায় কখনও দক্ষ হইতে পারে না, যে শুধু মলম লাগাইতেই কিংবা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে জানে, কিন্তু গলিত ও অকেজো অঙ্গসমূহের অস্ত্রোপচার করিতে জানে না।

کوئی عرب کے سات ہ ہو یا ہو عجم کے سات ہ
کچه بھی نھی ہے تین نه ہو جب قلم کے ساته
"আরব বা অনারব যে জোটেই থাক
তরবারী কলনের সাথে সাথে রাখ।"

খুব ভাল করিয়া অনুধাবনের চেষ্টা কর যে, যখন পৃথিবীর সারাটা দেহ জুড়িয়া শিরকের বিষাক্ত রোগ-জীবাণু ছড়াইয়া পড়িল এবং সেটি একটি ব্যাধিগ্রস্ত দেহের মত হইয়া পড়িল, তখন পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা আলা ইহাকে ব্যাধি-মুক্ত করিবার লক্ষেন একজন সংস্কারক এবং দরদী চিকিংসক [মুহাম্মদ (দঃ)]-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের ৫৩টি বৎসর বিরামহীনভাবে ইহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ও প্রতিটি শিরা-উপশিরা নিরাময় করিয়া তোলার জন্য চিন্তা ভাবনা ও চেন্টা সাধনা করিলেন। ফলে, সংশোধনযোগ্য অঙ্গ-প্রতাঙ্গসমূহ সুস্থ হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন কোন অঙ্গ যেগুলি সম্পূর্ণভাবে পচিয়া গিয়াছিল এবং সেগুলির সংশোধনের কোন উপায়ই অবশিষ্ট রহিল না বরং প্রতি মুহুর্তে ইহাদের বিযক্তিয়া সমগ্র দেহে সংক্রমিত হইয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিল, তখন অপারেশনের মাধ্যমে ঐ ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গসমূহকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়াই ছিল করুণা ও প্রজ্ঞার তাগিদ। ইহাই জেহাদের তাৎপর্য এবং ইহাই ছিল সকল আক্রমনাম্বক আর প্রতিরোধমূলক অভিযানের উদ্দেশ্য।

এই কারণেই সমরক্ষেত্রে তুমূল যুদ্ধ চলাকালেও ইসলাম তাহার প্রতিপক্ষের শুধু সেই সমস্ত লোককে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করিয়াছে যাহাদের বাাধি ছিল সংক্রামক। অর্থাৎ, যাহারা স্বভাবগতভাবে অনাকেও ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতেছিল অর্থাৎ, যাহারা ইসলামকে নিশ্চিক্ন করিয়া দিবার পরিকল্পনা করিত এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত। কিন্তু তাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত নারী, শিশু এবং সেই সকল বৃদ্ধ ও ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গ—যাহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিত না—তাহারা তখনও মুসলমানদের তরবারী হইতে নিরাপদ ছিল। এমনকি যে সকল লোক কোন চাপের মুখে বাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিত তাহারাও মুসলমানদের হাত হইতে নিরাপদ ছিল। হযরত ইক্রামা (রাঃ) বলেন, "বদরের যুদ্ধে নবী করীম (দঃ)

ির্দেশ দিয়াছিলেন, যদি বনু-হাশেম গোত্রের কোন লোক তোনাদের সম্মুখে গোগমন করে, তবে তাহাকে হত্যা করিও না। কারণ, সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই: বরং তাহাকে জোর করিয়া আনা হইয়াছে।

—কান্যুল উন্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২

বস্তুতঃ রনাঙ্গনে উপস্থিত ও সরাসরি যুদ্ধে লিপ্তদের মধ্য হইতেও যথাসম্ভব সেই সকল লোককে রক্ষা করা হইত যাহাদের সংস্বভাব ও উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে নবী করীম (দঃ) অবহিত হইতেন। নিম্নের ঘটনাটি আমাদের এই দাবীর স্বপক্ষে প্রভাক্ষ্য প্রমাণ বহন করেঃ

৮ম হিজরী সালে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মকা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে মক্কার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথে জনৈক বেদুইন সর্দার তাহার খেদমতে উপস্থিত হইল এবং সে হুযুর ছাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেহাদকেও জাহেলীয়াত যুগে আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহের সহিত তুলনা করিয়া নিবেদন করিল যে, আপনি যদি সুন্দরী নারী আর লাল রঙ্গের উট পাইবার আকাঙ্কা করেন, তাহা হইলে বনু-মুদাল্লাজ গোত্রের উপর আক্রমণ করন। (কেননা, তাহাদের মধ্যে এই দুইটি প্রচুর পরিমাণে মওজুদ আছে)। কিন্তু এখানে যুদ্ধ আর সন্ধির উদ্দেশ্যই ছিল অনা রকম। কাজেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্ পাক আমাকে বনী মুদাল্লাজ গোত্রকে আক্রমণ করিতে একারণে নিয়েধ করিয়াছেন যে, তাহারা পরম্পের আদ্বীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।
—এইইয়াউল-উলম

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একদা নবী করীমের (দঃ) নিকট সাতজন যুদ্ধবন্দীকে উপস্থিত করা হইলে হুযুর (দঃ) ইহাদিগকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। ঠিক এমনি সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করিলেন এবং হুযুর (দঃ)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছয় জনের ব্যাপারে এই নির্দেশই বহাল রাখুন, কিন্তু ঐ একটি লোককে মুক্ত করিয়া দিন। হুযুর (দঃ) ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দানশীল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন, আপনি কি নিজের পক্ষ হইতে এই সুফারিশ করিতেছেন, না ইহা আল্লাহ্ তা আলারই আদেশ ? জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা আলাই আমাকে ইহার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।"

—কান্যুল উম্মাল, পৃষ্ঠা ১৩৫; ইবনুল্জাওযী ইসলামী জিহাদ তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয় জাতিসমূহের পৃথিবী-বিধ্বংসী যুদ্ধ ছিল না যাহাতে নিজেদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করিবার জনা নারী-পুরুষ, দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে শহরকে শহর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। মরহুম আকবর এলাহাবাদী কি সুন্দর বলিয়াছেনঃ

مو رما مے نفان حکم فنا نه مکیں اس سے بچتے میں نه مکان توپیں خوب آکے اب تو میدان میں یڑمتی میں کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ

"বিনাশের বাণী সশব্দে নিনাদিত মানুয পুড়িছে যথা, তথা তার ঘর। বারুদ সদর্পে মাঠে করে পাঠ, 'সব কিছু জ্বলে পড়ে যাবে এর পর'।"

কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, মানুষ অন্যের চোখে সামানা খড় পড়িলেও তাহা দেখিতে পায় কিন্তু নিজের চোখের কড়িকাঠকেও উপেক্ষা করে। কবি আকবর এলাহাবাদী ঠিকই বলিয়াছেনঃ

اپنے عیبوں کی نـه کچه پروا هے غلط الزام بس اورودپه لگا رکھا هے يهي فرماتے رهے تينے سے کيا پهيلا هے

"আপনার দোষ ফিরিয়া না দেখে
পরোয়া করে না লোক-লজ্জায়।
অন্যের করে মিছা বদনাম
অপবাদ হানে অবলীলায়।
মিছামিছি কয় অস্ত্রের বলে
ছড়ালো ইস্লাম সব জা'গায়।
এত কিছু কয় তবু না কহিল
তোপের আশীষে কি কি ছড়ায়।"

#### টিকা

১০ থদি ইউরোপের রক্তাক্ত ইতিহাসের সেই অধ্যয়সমূহকে সামনে রাখা হয়. যাহা স্পেনের উদ্ধান ও পতনের সহিত সম্পুক্ত, তাহা হইলে তাহাদের সভাতা ও সংস্কৃতির মূখ্যেস খুলিয়া যাইরে। কেননা. শ্বয়ং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা ও শ্বীকারোক্তি অনুযায়ী সেখানে দেখা যায়, নবম শতান্দী হইতে সপ্তদশ শতান্দী পর্যন্ত গোলাগুলি, হত্যা, অপহরণ প্রভৃতি বিভিন্ন জুলুম-অভাচারের মাধানে মুসলমানদিগকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ গ্রাল্লাহর বান্দাকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ভন্ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হইয়াছে, শত শত লোককে গ্রফতার করিয়া ভাহাদের চোথের সামনে তাহাদের সন্তানগণকে যবেহ করা হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান শ্বীয় ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত হিজরত করিতে বাধা +

সারকথা, আত্মরক্ষামূলক আর আক্রমণাথ্যক উভয় প্রকার জিহাদেরই উদ্দেশ। ছিল শুধু উত্তম চরিত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, ইসলামের নিরাপতা বিধান আর ইসলাম প্রচারের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয় সেগুলির অপসারণ।

এই সমস্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর যেমনিভাবে সাধারণ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এবং মার্গোলিউস ও অন্যানোরে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় যে, ইসলামী জেহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো এবং লুটতরাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করা, তেমনিভাবে ইসলামী ঐতিহ্য এবং সাহাবীগণের দীর্ঘদিনের আচার-অভ্যাস ও কর্মসমূহ একত্রিত করার পর এ ব্যাপারেও আর কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না যে, ইসলামে যেমন নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক জেহাদ ফর্য করা হইয়াছে, তেমনিভাবে ভবিষাৎ নিরাপত্তা ও ইসলাম প্রচারের প্রতিবন্ধকতাসমূহকে অপসারিত করার জন্য আক্রমণাত্মক জেহাদও কিয়ামত পর্যন্ত যক্ররী করা হইয়াছে। এবং আত্মরক্ষামূলক জেহাদের উদ্দেশ্য যেমন মানুয়কে বলপূর্বক মুসলমান বানানো নহে, তেমনিভাবে আক্রমণাত্মক জেহাদের উদ্দেশ্য ইসলামের প্রশান্ত কাঁচল কাফেরগণকে নিজের আশ্রয়ে স্থান দিতে এবং কুফুরীর উপর বহাল থাকা সত্ত্বেও তাহাদের জান-মাল এবং মানসম্ভ্রমকে তেমনিভাবে রক্ষা করার জন্য প্রসারিত রহিয়াছে, যেমনিভাবে একজন মুসলমানকে রক্ষা করা হইয়া

#### টিকা

- হইয়াছেন। গ্রানাভার ময়দানে মুসলমানদের লিখিত অতিশয় মূল্যবান ও দৃষ্প্রাপা ৮০ হাজার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির এক বিপুল ভণ্ডারকে মাগুনে পোড়াইয়া ফেলা ইইয়াছে। যোড়শ শতান্দীতে রাজা ফিলীপ স্বীয় শাসন এলাকায় আরবী ভাষার একটা বাকা উচ্চারণ করাও অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মুসলমানদের স্মৃতিচিহ্নসমূহকে একে একে মিটাইয়া কেলিয়াছিলেন। কর্ডোভার অদ্বিতীয় জামে মসজিদে একাধিক গীর্জা তৈরী করা হইয়াছে। এখানকার হামরা ও যোহ্রা প্রাসাদ যাহা সারা ভাহানের মধ্যে অদ্বিতীয় ইমারত ছিল এবং যাহা ১২ হাজার গেপুজবিশিষ্ট আর এ খি থি থি থি থি থি থি এ সাওয়াকে সরব ও সরগরম ছিল—উহার মধ্যে ত্রিকোণবিশিষ্ট স্তম্ভ ও গীর্জা তৈরী করা হইয়াছে যাহা আজত বিদ্যান।

(এই সমন্ত বর্ণনা আল্লামা মোহাম্মদ করদে আলী। রচিত "غايرالانس وحاضرها" গ্রন্থ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে তিনি স্পেনের অতীত ও বর্তমানকালের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন।)

ু নবী করীম (দঃ)-এর বাণী— الْجِهَادُ ماض إلَى يوْمِ الْقيامَة প্রাণিও ইহাই।

থাকে—উহাতে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় জেহাদই সমান। ইহাছাড়াও পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা, দুর্বলদেরকে অত্যাচারীদের কবল হইতে মুক্ত করা ইত্যাদি যাহা জেহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—উহাতেও উভয় প্রকার জেহাদেরই ভূমিকা সমান। সূত্রাং ইহার কোন কারণ নাই যে, ইসলামী ঐতিহ্যের বিকৃতি ঘটাইয়া আক্রমণাত্মক জেহাদকে অস্বীকার করিতে হইবে—যেমন আমাদের কোন কোন মুক্ত-বুদ্ধি ও স্বাধীনচিন্তাবিদ ঐতিহাসিক করিয়া থাকেন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা আমাদের আসল উদ্দেশ্যের অব-তারণা করিতেছিঃ

হিজরতের পর যখন ইসলাম মদীনায় এক প্রকার রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন নবী করীম (দঃ)-কে জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হইল এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধাভিযানসমূহের কোন কোনটিতে নবী করীম (দঃ) শ্বয়ং সশরীরে অংশগ্রহণ করেন, আর কোন কোনটিতে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় প্রথম প্রকার যুদ্ধকে "গায্ওয়াহ্" এবং দ্বিতীয় প্রকার যুদ্ধকে "গারিয়াহ্" এবং দ্বিতীয় প্রকার যুদ্ধকে "সারিয়াহ্" বলা হয়। গাযওয়াহ্র সংখ্যা ২০টি। তন্মধ্যে মাত্র ৯টিতে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। অনাগুলিতে আদৌ কোন যুদ্ধই হয় নাই। সারিয়াহ্র সংখ্যা ৪৩টি। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্মের ব্যাপার যে, এই সকল গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্র মধ্যে মুসলমানদের যুদ্ধান্তের অপ্রত্বলতা এবং সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা সন্ত্বেও বিজয় তাহাদের পক্ষেই থাকে। অবশা শুধু উহুদ যুদ্ধে প্রথমে বিজয় লাভের পর মুসলমানদের পরাজয় হয়, তাহাও শুধু এইজন্য যে, সৈন্যদের একটি অংশ নবী করীম (দঃ)-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

আমরা এই সমস্ত গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্কে অধিকতর সুম্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জনা বর্ষওয়ারী ছক আকারে নিম্নে পেশ করিতেছি। যেহেতু গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্-সমূহের তারিখ ও সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে, কাজেই সেসব মতভেদ পরিহার করিয়া সমস্ত বর্ণনায় হাফিজে হাদীস আল্লামা মোগলতাঈ রচিত সীরাতের উপর নির্ভর করিয়াছি।

নক্শা নিম্নরূপ ঃ

সন

# গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্

১ম **হিজরী** ২টি সারিয়াহ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ

(১) সারিয়াহ্ -এ-হামযা (রাঃ), (২) সারিয়াহ -এ-উবায়দা (রাঃ)।

#### সল

## গাযওয়াহ এবং সারিয়াহ

# ২য় হিজরী

৫টি গাযওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) গাযওয়াহ্-এ-আবওয়া, ইহাকে গাযওয়াহ্-এ-ওয়াদ্ধানও বলা হয়। (২) গাযওয়াহ্-এ-বাওয়াত,

- (৩) গাযওয়াহ্-এ-বদরে কুবরা, (৪) গাযওয়াহ্-এ-বনী কায়নুকা,
- (৫) গাযওয়াহ-এ-সাভীক।
- এবং তিনটি সারিয়াহ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ
- (১) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ, (২) সারিয়াহ্-এ-উমাইর,
- (৩) সারিয়াহ-এ-সালেম।

এই বৎসরের অভিযানসমূহের মধ্যে বদর যুদ্ধই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

#### ৩য় হিজরী

৩টি গাযওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথাঃ

- (১) গাযওয়াহ্-এ-গাতফান, (২) গাযওয়াহ্-এ-উহুদ, (৩) গাযওয়াহ্-এ-হামরাউল আসাদ।
- এবং ২টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ
- (১) সারিয়াহ্-এ-মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা, (২) সারিয়াহ্-এ-যায়েদ ইবনে হারেসা।

এই বৎসরের অভিযানসমূহের মধ্যে উহুদ যুদ্ধই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

# ৪র্থ হিজরী

২টি মাত্র গাযওয়াহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যথা ঃ

- (১) গাযওয়াহ্-এ-বনী নাযীর, (২) গাযওয়াহ্-এ-বদরে সুগ্রা। এবং ৪টি সারিয়াহ প্রেরিত হইয়াছিল। যথাঃ
- (১) সারিয়াহ্-এ-আবু সালামা, (২) সারিয়াহ্-এ-আব্দুলাহ্ ইবনে উনায়স, (৩) সারিয়াহ্-এ-মুন্যির, (৪) সারিয়াহ্-এ-মারসাদ।

# ৫ম হিজরী

৪টি গাযওয়াহ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা ঃ

- (১) গাযওয়াহ্-এ-যাতুর-রেকা, (২) গাযওয়াহ্-এ-দু-মাতুল-জান্দাল,
- (৩) গাযওয়াহ্-এ-মুরাইসী। ইহার আরেক নাম গাযওয়াহ্-এ-বনীল মুস্তালেক, (৪) গাযওয়াহ্-এ-খন্দক।

ইহাদের মধ্যে খন্দক যুদ্ধই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।

# ৬ষ্ঠ হিজরী

- ৩টি গাযওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথাঃ
- (১) গাযওয়াহ্-এ-বনী-লাহ্ইয়ান, (২) গাযওয়াহ্-এ-গাবাহ। ইহার আরেক নাম গাযওয়াহ্-এ-যী-কারাদ, (৩) গাযওয়াহ্-এ-হোদায়বিয়া। এবং ১১টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথাঃ

ਸਜ

# গাযওয়াহ এবং সারিয়াহ

৬ষ্ঠ হিজরী

- (১) সারিয়াহ্-এ-মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা—কারতা অভিমুখে, (২) সারিয়াহ্-এ-আক্কাশা, (৩) সারিয়াহ্-এ-মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা— ফিলকুস্সা অভিমুখে, (৪) সারিয়াহ্-এ-যায়েদ ইবনে হারেসা— বনী-সুলাইম অভিমুখে, (৫) সারিয়াহ্-এ-আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, (৬) সারিয়াহ্-এ-আলী, (৭) সারিয়াহ্-এ-যায়েদ ইবনে হারেসা—
- উম্মে কারফা অভিমুখে (৮) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক, (৯) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা, (১০) সারিয়াহ্-এ-কুরয ইবনে জাবের, (১১) সারিয়াহ্-এ-আমর আয-যাম্রী।

এই বৎসরের অভিযানসমূহের মধ্যে গাযওয়াহ্-এ-হোদায়বিয়াই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।

৭ম হিজরী

১টি মাত্র গাযওয়াহ্ "গাযওয়াহ্-এ-খায়বার সংঘটিত হইয়াছিল। যাহা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহের অন্যতম।

এবং ৫টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা :

- (১) সারিয়াহ্-এ-আবু বকর, (২) সারিয়াহ্-এ-বিশ্র ইবনে সা'দ,
- (৩) সারিয়াহ্-এ-গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ, (৪) সারিয়াহ্-এ-বশীর,
- (৫) সারিয়াহ্-এ-আহ্যাম।

৮ম হিজরী

৪টি গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা ঃ

(১) গাযওয়াহ্-এ-মু'তা, (২) মকা মুয়াযযামা বিজয়, (৩) গাযওয়াহ্-এ-হোনাইন, (৪) গাযওয়াহ্-এ-তায়েফ।

এবং ১০টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথাঃ

(১) সারিয়াহ্-এ-গালিব—বনীল মুলাব্বিহ্ অভিমুখে, (২) সারিয়াহ্-এ-গালিব—ফাদাক অভিমুখে, (৩) সারিয়াহ্-এ-শুজা (৪) সারিয়াহ্-এ-কা'ব, (৫) সারিয়াহ্-এ-আমর ইবনুল আস্, (৬) সারিয়াহ্-এ-আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, (৭) সারিয়াহ্-এ-আবু কাতাদাহ, (৮) সারিয়াহ্-এ-খালিদ-যাহাকে গুমায়সাও বলা হয়। (৯) লারিয়াহ্-এ-তোফায়ল ইবনে আমর দু'সী, (১০) সারিয়াহ্-এ-কাতবা (রাঃ)।

৯ম হিজরী

১টি মাত্র গাযওয়াহ্ "গাযওয়াহ্-এ-তাবুক" সংঘটিত হইয়াছিল—যাহা গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ্সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এবং ৩টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথাঃ (১) সারিয়াহ্-এ-আলকামা, (২) সারিয়াহ্-এ-আলী, (৩) সারিয়াহ্-এ-আঞ্চাশা (রাঃ)।

সন

# গাযওয়াহ এবং সারিয়াহ

- ১০ম **হিজরী** মাত্র ২টি সারিয়াহ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ
  - (১) সারিয়াহ্-এ-খালিদ ইবনে অলীদ—নাজরান অভিমুখে,
  - (২) সারিয়াহ্-এ-আলী—ইয়ামান অভিমুখে। এই বৎসরই বিদায় হজ অনষ্ঠিত হইয়াছিল।
- >>শ হিজরী এই বৎসর নবী করীম (দঃ) একটি মাত্র সারিয়াহ্ উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন—যাহা তাঁহার ওফাতের পর রওয়ানা হইয়াছিল।

গাযওয়াহ্ মোট ২৩টি এবং সারিয়াহ্ মোট ৪৩টি

এখানে একটি কথা শ্বরণযোগ্য যে, ইসলামের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় 'গাযওয়াহ্' এবং 'সারিয়াহ্' শব্দ দুইটির প্রয়োগ এত সাধারণ যে, সামান্য সামান্য ঘটনাকেও গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এক অথবা দুইজন লোক কোন অপরাধীকে গ্রেফতার করার জন্য প্রেরিত হইলেও ঐতিহাসিকগণ ইহাকে সারিয়াহ্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিছু লোক কোন সাধারণ গোত্রের সংশোধন বা তাহাদের অবস্থার সংবাদ লওয়ার জন্য গেলে ইহাকেও সারিয়াহ্ বলা হইত।

এমনিভাবে গাযওয়াহ্ শব্দের অর্থেও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় বিরাট ব্যাপকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কারণেই গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্র মোট সংখ্যা উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ৬৬ পর্যন্ত পৌছিয়া যায়। নতুবা আমাদের প্রচলন অনুযায়ী জেহাদ এবং গাযওয়াহ্ যে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকে মনে করা হয় তাহা এই সমস্ত যুদ্ধের কয়েকটিই মাত্র। এইগুলি সামান্য বিশ্লেষণসহ সুধী পাঠকের সন্মুখে পেশ করা হইল।

গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্ এবং বিবিধ ঘটনাঃ প্রথম সারিয়াহ্ হযরত হামযার নেতৃত্বেঃ

হিজরতের ৭ মাস পর<sup>২</sup> রমযান মাসে নবী করীম (দঃ) হযরত হামযাকে ত্রিশজন মুহাজেরের নেতা মনোনীত করিয়া একটি শ্বেত পতাকাসহ কুরাইশদের একটি

#### টিকা

১০ সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৪০। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, উক্ত সারিয়াহ্ দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রওয়ানা হইয়াছিল। অনা আরেক রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত সারিয়াহ্ গাযওয়াহ্-এ-আবওয়ার পরে পাঠানো হইয়াছিল। কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা যখন সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া পারম্পরিক মোকাবেলায় লিপ্ত হইলেন, তখন মাজদী ইবনে ওমর জুহানী মধ্যস্থতা করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন।

# সারিয়াহ্-ই-উবায়দা ইবনুল হারেস এবং

# ইসলামে তীরান্দাজীর সূচনাঃ

ইহার পর নবী করীম (দঃ) ১ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হ্যরত উবায়দা ইবনুল হারেসকে ৬০ জন লোকের নেতা মনোনীত করিয়া "বাতনে রাবেগ্" অভিমুখে আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধেই হ্যরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) প্রথম কাফেরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। ইহাই সর্বপ্রথম তীর যাহা ইসলামে কাফেরদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। ■

# দ্বিতীয় হিজরী

[কেবলা-পরিবর্তন, বদর যুদ্ধ, সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ্ (রাঃ)]

#### কেবলা-পরিবর্তন ঃ

এই বংসর হইতে ইসলামের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাঙক্ষা অনুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাসের স্থলে কা'বা-শরীফকে মুসলমানদের কেবলা নির্ধারিত করা হয়। ইহাই পৃথিবীর প্রথম ঘর ও আদি মস্জিদ। লোকজনকে একই দিকে মুখ করিয়া একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্ তা আলার ইবাদতে সমবেত করিবার জন্য ইহাকে কেবলা বা মনোযোগের কেন্দ্র বানানো হইয়াছে।

# সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ্ এবং ইসলামের সর্বপ্রথম গণীমতঃ

এই বৎসর রজব মাসে নবী করীম (দঃ) হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ্কে ১২ জন মুহাজেরীনের একটি দলের নেতা মনোনীত করিয়া কুরাইশদের এক কাফেলার বিরুদ্ধে নাখলা নামক স্থানে প্রেরণ করিলেন। যেই দিম উভয় দল মুখোমুখি হইল, ঘটনাক্রমে সেই দিনটি ছিল রজব মাসের ১লা তারিখ। রজব হইতেছে সেই চারিটি নিষিদ্ধ মাসের একটি যাহাতে ইসলামের প্রথম দিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ছিল। কিন্তু সাহাবাগণ ঐ তারিখকে জমাদিউস-সানী মাসের গ্রিশ তারিখ (বলিয়া) মনে করিতেছিলেন। যেমন লুবাবুন্ নুকূল এবং বায়যাভী গ্রন্থে ইবনে জারীর, তাবরানী এবং বায়হাকী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। পরামর্শের পর ইহাই

সিদ্ধান্ত হইল যে, লড়াই করিতে হইবে। এবশেয়ে যুদ্ধ হইল। বিরোধী দলের প্রধান নিহত হইল এবং দুইজন বন্দী হইল, আর এবশিষ্টরা পালাইয়া গেল। মুসলমানগণ প্রচুর মালে গণীমত লাভ করিলেন যাহ। আর্মারে সারিয়া জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন এবং এক-পদ্ধমাংশ বায়তুল মালের জনা রাখিয়া দিলেন। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, এই সমস্ত মালে গণীমত লইয়া হুযুর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তো তোমাদিগকে শাহ্রে হারাম অর্থাৎ রজব মাসে যুদ্ধ বিগ্রহের নির্দেশ করি নাই।" অবশেষে এই মালে গণীমত তিনি বদর যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই যুদ্ধের মালে গণীমতের সহিত বন্টন করিয়া দেন।

এই ঘটনা দ্বারা সমগ্র আরবে রটিয়া গেল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড বৈধ করিয়া দিয়াছেন। এই সময় পবিত্র কুরআনের আয়াত يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ قَتْل قِيْكِ তাহাদের জওয়াবরূপে অবতীর্ণ হয়।

# বদর যুদ্ধঃ

বদর একটি কৃপের নাম। ইহা পবিত্র মদীনা হইতে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। বদর নামে একটি গ্রামের আবাদীও সেখানে রহিয়াছে। এই ঐতিহাসিক জেহাদ সে স্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নরূপঃ

সূপ্রাচীন কাল হইতে সিরিয়ার সহিত কুরাইশদের বাণিজ্ঞাক সম্পর্ক বহাল ছিল। আর এই বাবসা-বাণিজ্ঞাই ছিল তাহাদের সমস্ত গর্বাহংকার ও শক্তি-সামর্থোর প্রধান উৎস। তাই, রাজনৈতিক রীতি অনুযায়ী তাহাদের এই বাণিজ্ঞাক ধারাটিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া ছিল অপরিহার্য। ইতিমধ্যে কুরাইশদের এক বিরাট বাণিজ্ঞাক কাফেলা আবু সৃফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া হইতে মক্কা আগমন করিতেছিল। নবী করীম (দঃ) এই সংবাদ পাইয়া ২য় হিজরী সনের ১২ই রমযানুল মোবারক মাত্র ৩১৪ জন নিরন্ত্র মুহাজের ও আনসার সাহাবীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের মোকারেলার জন্য স্বয়ং গমন করিলেন। তিনি রাওহা নামক জায়গায় পৌছয়া তাবু স্থাপন করিলেন (রাওহা মদীনার দক্ষিণ দিকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম)। এইদিকে কুরাইশী কাফেলার নেতা এই সংবাদ অবহিত হইয়া চিরাচরিত রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া কাফেলাসহ সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া মক্কার পথে অগ্রসর ইইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন অশ্বারোহীকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, যেন কুরাইশরা সর্বশক্তি লইয়া অতি শীঘ্র ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌছে এবং তাহাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা করে। কুরাইশ্রণণ প্রথম ইইতেই মুসলমানদেরকে

সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা আঁটিতেছিল। এই সংবাদ মক্কায় পৌঁছার সঙ্গে সঞ্চে ১০০ অশ্বারোহী এবং ৭ শত উট সমন্বয়ে গঠিত ৯৫০ জন বীর যুবকের এক বিরাট বাহিনী মোকাবেলা করার জন্য রওয়ানা হইল। এই বাহিনীতে কুরাইশদের বড় বড় সমস্ত নেতা এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের স্বাই শরীক ছিল।
সাহাবীদের আত্মোৎসর্গঃ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের এই জঙ্গী বাহিনীর সংবাদ অবগত হওয়ামাত্র কর্তব্য স্থির করিবার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় মিলিত হইলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম স্ব জান-মাল নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া দিলেন। উমায়ের ইবনে ওকাস (রাঃ) তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া হুযুর ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে জেহাদে অংশ গ্রহণ করিতে নিয়েধ করায়

তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ফলে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে

অনুমতি দিলেন এবং তিনিও জেহাদে শ্রীক হইলেন।

—কান্যুল উন্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭০

আনসারদের মধ্য হইতে খাযরাজ গোত্তের নেতা হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আল্লাহ্র কসম! আপনি আদেশ করিলে আমরা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পডিতে প্রস্তুত আছি।" —সহীহ মুসলিম

রোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত মিকদাদ আরয় করিলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার ডানে-বামে এবং সামনে ও পিছনে থাকিয়া যুদ্ধ করিব।" ইহাতে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তখন সামনে অগ্রসর হওয়ার জনা নির্দেশ দিলেন। বদরের নিকট পৌছিয়া জানিতে পারিলেন যে, আবু সুফিয়ান তাহার বনিকদলসহ নিবাপদে চলিয়া গিয়াছে। তবে কুরাইশদের এক বিরাট বাহিনী এই ময়দানেরই অপর প্রান্তে অবস্থান নিয়াছে। বাণিজ্যিক কাফেলাটি নিরাপদে চলিয়া যাওয়ার পরও আবু জাহ্ল লোকদিগকে যুদ্ধ স্থগিত না রাখারই পরামর্শ দিল।

মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের এই সিদ্ধান্তের সংবাদ অবগত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কুরাইশরা আগেই পৌঁছিয়া এমন জায়গায় অবস্থান নিয়াছে যাহা যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে খুবই উত্তম ছিল। পানির সকল ব্যবস্থাও সেই দিকেই ছিল। মুসলিম বাহিনী সেখানে পোঁছিয়া তাহাদের দিকে এমন বালুকাময় শুস্ক জায়গা পাইল যে, ইহাতে চলাফেরাই ছিল দুরুর। তদুপরি সেখানে পানির চিহ্নমাত্র ছিল না।

#### অদশ্য-সাহায্য ঃ

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তো বিজয় ও সাহায়ের প্রতিশ্রুতি দিয়াই দিয়াছিলেন। গ্রাই তিনি এমন উপায় করিয়া দিলেন যে, তখনই বৃষ্টি বর্ষিত হইল। ফলে মরু বালুকা জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। সমস্ত বাহিনী তৃপ্তির সহিত পানি পান করিলেন এবং অপরকে পান করাইলেন। পানির পাত্রসমূহ ভরিয়া রাখিলেন এবং টোবাচচা বানাইয়া অবশিষ্ট পানি মাটিতে আটকাইয়া রাখিলেন। অপর দিকে এই বৃষ্টি কাফেরদের অবস্থানস্থল এমন কর্দমাক্ত করিয়া দিল যে, তাহাদের পক্ষে চলাফেরা করাও দৃষ্কর হইয়া পড়িল। যখন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখী হইল, তখন হুযুর (দঃ) যোদ্ধাদের কাতার ঠিক করার জন্য স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সূতরাং আল্লাহ্র এই বাহিনী সৃদৃঢ় প্রাচীর হইয়া দাঁড়াইল।

## মুসলমানদের অঙ্গীকার পুরণঃ

এই সময় যখন তিনশত নিরস্ত্র মানুযের মোকাবেলা এক হাজার সুসজ্জিত ও দুর্ধর্য যোদ্ধাদের সহিত সংঘটিত হইতে যাইতেছে, তখন যদি একটি লোকও তাহাদের সাহায়ে আগাইয়া আসে, তরে উহা যে এক বিরাট সৌভাগা বলিয়া মনে হইবে সেকথা বলাই বাহুলা। কিন্তু ইসলামে অঙ্গীকার পালন এই সব কিছুর চাইতে অগ্রন্থা। ঠিক যুদ্ধের বিভীযিকার মধ্যে হযরত হোযায়কা (রাঃ) ও আবু হাসান (রাঃ) নামে দুই সাহাবী জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য আসিয়া পোঁছান। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পোঁছিয়া রাস্তার ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, "পথে কাফেররা আমাদের পথরোধ করিয়া বলিল, 'তোমরা কি মুহাম্মদ (দঃ)-এর সাহায়ের জন্য যাইতেছ ? আমরা তাহা অন্ধীকার করি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিব না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া ফেলি।" নবী করীম (দঃ) যখন বাাপারটি জানিতে পারিলেন, তখন উভয়কেই জেহাদে অংশ গ্রহণ করিতে বারণ করিয়া বলিলেন, "আমরা সর্ববিস্থায় অঙ্গীকার পালন করিব। আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায়েই ঘথেষ্ট।" —সহীহ মুসলিম

মোট কথা, যখন বৃহ্-বিন্যাস সমাপ্ত হইয়া গেল, তখন সর্বাগ্রে কুরাইশদের পক্ষ হইতে তিনজন বীর আগাইয়া আসিল। মুসলমানদের পক্ষ হইতে হযরত আলী (রাঃ), হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত উবায়দা ইবনুল হারেস (রাঃ) তাহাদের মোকাবেলা করিলেন। তিনজন কাফেরই নিহত হইল। মুসলমানদের মধ্যে শুধু হযরত উবায়দা (রাঃ) আহত হইলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে কাঁধে করিয়া নবী করীমের (দঃ) নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। নবী করীম (দঃ) তাহাকে নিজ কদম-মোবারকের সহিত ঠেস দিয়া শোয়াইলেন এবং স্বীয় পবিত্র হাতে তাহার মুখ্মগুলের ধূলাবালি মুছিয়া দিলেন। কবি কি চমৎকার বলিয়াছেনঃ

# নোক্ত আন্ত্ৰ কুটিন ক্ৰিন্ত ক্ৰিন্ত ক্ৰিন্ত কৰা কৰা কৰি কৰা কৰি কৰা ক্ৰিন্ত ক্ৰিন্ত ক্ৰিন্ত ক্ৰিন্ত স্থা !

হযরত উবায়দা (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আরয করিলেন, "আমি কি শাহাদতের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত রহিলাম?" হুযুর (দঃ) বলিলেন, "না, বরং তুমি নিঃসন্দেহে শহীদ এবং আমি স্বয়ং ইহার সাক্ষী।" আবু উবায়দা (রাঃ) পরমানন্দে বলিলেন, "আজ যদি আবু তালেব বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইত যে, আমিই তাঁহার কবিতার যোগ্যতম অধিকারী।"

হযরত উবায়দা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে হুযূর (দঃ) স্বয়ং তাঁহার কবরে নামিলেন এবং স্বীয় পবিত্র হাতে তাঁহাকে সমাহিত করিলেন। সমস্ত সাহাবার মাঝে বিশেষ এই মর্যাদা একমাত্র উবায়দা (রাঃ)-এর ভাগোই হইয়াছিল।

—কান্যুল উন্মাল

بچه ناز رفته باشد زجهان نیاز مندی که بوقت جان سپردن بسرش رسیده باشی

"মরণের কালে চরণের পরে
মাথা রাখিবারে পাই গো ঠাই?
তার চেয়ে সুখ আর কোথা আছে?
সকল যাতনা ভুলেছি তাই।"

#### টিকা

১٠ নবী করীম ছাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা খাজা আবু তালেব যিনি সর্বদা তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন—তিনি স্বীয় সহযোগিতার আবেগ নিম্নবর্ণিত পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ نَبْرَى مُحَمَّدًا بِ وَلَمَّا لَظَا عَنْ دُوْنِهِ وَنُنَاضِلَ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَعُ حَـوْلَهُ + وَنَـذُهَلَ عَنْ أَنْبَائِنَا وَالْحَلَائِل

অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্র কসন, তেনোদের এই ধারণ। একান্তই ভীত্তিহীন যে, আমরা মুহাক্ষদ ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামেক কোন ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মাটির তলায় সম্মাহিত করিয়া দিব অথবা শক্রর হাতে সমর্থণ করিব, যেপর্যন্ত না আমাদের লাশসমূহ তাঁহার চতুদিকে পড়িয়া থাকিবে এবং আমরা স্বীয় সন্তানগণ ও স্ত্রীগণকে ভূলিয়া যাইব।

—কানবুল উন্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২

#### সাহাবাদের বিস্ময়কর আত্মতা।গঃ

যখন উভয় বাহিনীর সৈনারা পরস্পর মুখোমুখী হইল, তখন দেখা গেল, নিজেদেরই অনেক স্নেহ-ভাজন কলিজার টুকরা তরবারীর নীচে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই হিষবুল্লাহ্র বিশ্বাস ছিল,

هزار خویش که بیگا نه ازخدا باشد فدائے یك تن بیگا نه کا شناباشد সহস্র আত্মীয়ে মোর যারা কর্ম-দোয়ে ভূলে আছে বিধাতারে অবহেলা বশে।
উৎসর্গ করি সেই মহাজন পরে
প্রভু সনে রাখে ভাব শ্বরিছে প্রভুরে।"

সূতরাং যখন হযরত সিদ্দীকে আকবরের পুত্র (যিনি তখনও কাফের ছিলেন) ময়দানে অবতীর্ণ হইলেন, তখন স্বয়ং হযরত সিদ্দীকে আকবরের তরবারী তাহার দিকে উখিত হইল। উতবা সম্মুখে আসিলে তাহারই পুত্র হযরত হোযায়ফা (রাঃ) তরবারী উচাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত ওমরের মামা ময়দানে অগ্রসর হইলে ফারুকী' তরবারী স্বয়ং তাহার মীমাংসা করিয়া দিল।

—সীরাতে ইবনে হিশাম ও ইসতিয়াব আব্দুল বার. শঃ অনস্তর তুমুল যুদ্ধ শুরু হইল। একদিকে যুদ্ধ চরম ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে আর অন্যদিকে রাসূলকূল সদার (দঃ) সিজ্দায় পড়িয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। অবশেষে গায়েবী সুসংবাদ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল। আব-জাহলের পতনঃ

যোহেতৃ আবু-জাহলের দৃষ্কর্ম ও ইসলাম-বিদ্বেষ সর্বজন বিদিত ছিল, তাই আনসারদের মধ্য হইতে হযরত মুআওয়েয (রাঃ) ও হযরত মুআয় (রাঃ) এই দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আবু জাহ্লকে দেখিবামাত্র হয় তাহাকে হত্যা করিবেন, না হয় নিজেরাই শহীদ হইয়া যাইবেন। এই সুযোগে দুই ভাই তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালনে আগাইয়া গোলেন। কিন্তু তাঁহারা আবু জাহ্লকে চিনিতেন না। সুতরাং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের নিকট তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তিনি ইঙ্গিতে তাহাকে দেখাইয়া দেওয়ামাত্র দুই ভাই বাজ পাথির ন্যায় তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে আবু জাহ্ল শোনিত-সিক্ত মৃত্তিকায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। আবু জাহ্লের পুত্র ইকরামা (যিনি পরে মুসলমান হইয়াছিলেন) পিছন দিক হইতে আসিয়া মুআযের কাঁধে তরবারীর আঘাত হানিল। ইহাতে তাঁহার একটি বাছ কাটিয়া গেল, কিন্তু সামান্য চামড়া লাগিয়া

রহিল। মুআয ইকরামাকে ধাওয়া করিলেন কিন্তু সে পালাইয়া গেল। অতঃপর মুআয এই অবস্থায় তাহার কর্তিত বাহু লইয়াই ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্তিত বাহুটি ঝুলিয়া থাকায় অসুবিধা হইতেছিল। কাজেই হাতখানি পায়ের নীচে রাখিয়া সজোরে টান দিলেন। তাতে চর্মাংশটি ছিড়িয়া হাতটি খসিয়া গেল। তারপর পূর্বের ন্যায়ই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সুব্হানাল্লাহ্!

—সীরাতে হালবীয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৪

## আজীমুশ্শান মো'জেযাঃ

[মুষ্টিভর মুক্তিকায় বিশাল বাহিনীর পরাজয় ও ফেরেশতাকুলের সাহাযা]

যুদ্ধের চরম মুহূর্তে নবী করীম (দঃ) আল্লাহ্ তা আলার আদেশে এক মুষ্ঠি কঙ্কর হাতে লইয়া শক্রবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং সাহাবাগণকে একযোগে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে নির্দেশ দিলেন।

এইদিকে বাহ্যিক ব্যবস্থা হিসাবে সাহাবাদের শ্বন্দ বাহিনী কাফেরদের প্রতি ধাবিত হইল আর অপর দিকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যার্থে ফেরেশতা-বাহিনী পাঠাইয়া স্বীয় সাহায়্যের প্রতিশ্রুতি পুরণ করিলেন।

কুরাইশদের বড় বড় নেতা নিহত হইলে অন্যান্যদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা দিশাহারা হইয়া পলাইতে লাগিল। মুসলমানগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের কাহাকেও হত্যা করিলেন আর কাহাকেও জীবিত বন্দী করিলেন। এইভাবে তাহাদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হইল। কুরাইশদের বড় বড় নেতা উতবা, শায়বা, আবু জাহ্ল, উমাইয়া ইবনে খালাফ, ওক্বা—একে একে নিহত হইল।

এইদিকে মুসলমানদের মধ্য হইতে শহীদ হইলেন ১৪ জন। ৬ জন মুহাজের আর ৮ জন আন্সার।

#### হুশিয়ারি ঃ

এই যুদ্ধটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইসলামের একটি প্রকাশ্য মো'জেয়া বই কিছু ছিল না। নতুবা ইহাতে মুসলমানদের বিজয়ের কোন প্রশ্নই উঠিত না। কেননা, সেইদিকে ছিল এক হাজার দুর্ধর্য যোদ্ধাদের এক বিশাল বাহিনী আর এইদিকে মাত্র ৩১৪ জন নিরীহ ও নিরন্ত্র মানুষ। সেইদিকে ছিল বড় বড় ধনী ও বিত্তশালীদের বিপুল সমাবেশ—যাহাদের যে কোন একজন লোকই সমগ্র বাহিনীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। আর এইদিকে নিঃসম্বল ও দরিদ্র মানুষের জামাত। সেইদিকে শতাধিক অশ্বারোহীর সমাবেশ আর এইদিকে সারা মুসলিম

বাহিনীতে ২টি মাত্র ঘোড়া। সেইদিকে সর্বপ্রকার সমরান্ত্রের বিপুল সমাবেশ আর এইদকে মাত্র গুটিকয়েক তরবারী।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বিশ্বয়ের ঘোর কিছুতেই কাটিতে চায় না যে, এমনটি কেমন করিয়া হইতে পারে? কিন্তু তাহারা জানে না, জয়-পরাজয় এবং সফলতা ও বিফলতা ঘোড়া, তরবারী আর ধন-সম্পদের এখ্তিয়ারাধীন নহে। বরং ইহাতে অন্য কোন অদৃশ্য হাতের ভূমিকা সক্রীয় রহিয়াছে। কিন্তু এইসব বাহ্যিক উপকরণে বিশ্বাসী এবং বিদ্যুৎ ও বাম্পের পূজারীদের পক্ষে এই রহস্য উন্মোচন করা কেমন করিয়া সম্ভব ? কবি আকবর এলাহাবাদী কি সুন্দর বলিয়াছেন—

چھوڑ کر بیٹھا ھے یورپ استمانی باپ کو بس خدا سمجھاھے اس نے برق کو اور بھاپ کو

> "ইউরোপ আজ ছেড়ে বসে আছে নভোজগতের পিতাকে তার। বিদ্যুৎ আর বাষ্পকে তারা দানিছে আসন খোদা-তা'আলার।"

# যুদ্ধ-বন্দীদের সহিত মুসলমানদের আচরণঃ সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষাঃ

বদরের যুদ্ধ-বন্দীরা যখন মদীনায় পৌছিল, তখন নবী করীম (দঃ) তাহাদিগকে দুইজন চারজন করিয়া সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন এবং ইহাদেরকে আরামে রাখিবার জনা সকলকে নির্দেশ দান করিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া এই হইল যে, সাহাবাগণ বন্দীদের আহারাদির সযত্ন বাবস্থা করিতেন আর নিজেরা শুধু খেজুর খাইয়া কাটাইতেন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রাঃ)-এর ভাই আবু আযিযও এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, "আমাকে যে আন্সারীর তত্ত্বাবধানে দেওয়া হইয়াছিল, তিনি খাবার আনিয়া রুটির পাত্রটি আমার সামনে রাখিয়া দিতেন আর নিজে শুধু খেজুরের উপর নির্ভর করিতেন।"—তাবারী

যুদ্ধ-বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল যে, মুক্তি-পণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সূতরাং চার চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ লইয়া বন্দীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

# ইস্লামী সমতাঃ

এই কয়েদীদের মধ্যে হুযুর (দঃ)-এর পিতৃব্য হ্যরত আব্বাসও ছিলেন। (তিনি পরে মুসলমান হইয়াছিলেন)। হ্যরত আব্বাস রাতের বেলায় শৃঙ্খালের যাতনায় কাতরাইতেছিলেন। তাঁখার এই যন্ত্রণা-কাতর ধবনী নবী করীম (দঃ)-এর কানে প্রবেশ করিলে তাঁখার নিদ্রা টুটিয়া গেল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার নিদ্রা কেন আসিল না?" হুযুর (দঃ) বলিলেন, "আমি কেমন করিয়া ঘুমাইতে পারি, যেখানে আমার মাননীয় পিতৃবোর যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনী আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে।" —কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, পুষ্ঠা ২৭২

এইসব কিছু ছিল, কিন্তু ইসলামের সমতা ইহার অনুমতি প্রদান করিতেছিল না যে, তাঁহার সম্মানীত ও বয়োবৃদ্ধ পিতৃব্যকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। যেভাবে সকলের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় করা হইয়াছে তাঁহার নিকট হইতেও তদুপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বরং সাধারণ বন্দীদের তুলনায় কিছু বেশীই আদায় করা হইয়াছে। কেননা সাধারণ বন্দীদের নিকট হইতে চার হাজার এবং বিত্তবানদের নিকট হইতে কিছু বেশী করিয়া আদায় করা হইয়াছিল। হযরত আব্বাসও ছিলেন ধনী লোক। সুতরাং তাঁহাকেও চারি হাজার দিরহামের চাইতে বেশী প্রদান করিতে হইয়াছিল।

হযরত আব্বাসের মুক্তি-পণ মাফ করিয়া দেওয়ার জনা আনসারগণ আবেদনও জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইসলামী সমতার বিধানে আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং শক্ত-মিত্র সবাই সমান ছিল। কাজেই আনসারদের অনুরোধ সত্ত্বেও তাহা গৃহীত হয় নাই। এমনিভাবে নবী করীম (দঃ)-এর জামাতা আবুলআসও যুদ্ধ-বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট মুক্তিপণ আদায় করিবার মত অর্থ ছিল না। ফলে তিনি তাঁহার সহ-ধর্মিণী অর্থাৎ হয়র (দঃ)-এর কনা। হযরত জয়নাবকে (যিনি মক্কায় বসবাস করিতেছিলেন) মুক্তি-পণের অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার মাতা হযরত খাদীজাপ্রদত্ত তাঁহার বিবাহের যৌতুকের হারখানাই মুক্তিপণ হিসাবে পাঠাইয়া দিলেন। যখন এই হারখানা হযুরের (দঃ) দৃষ্টিগোচর হইল, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার চোখ অক্রাসিক্ত হইয়া গেল। তিনি সাহাবাগণকে বলিলেন, "যদি তোমরা সম্মত হও তাহা হইলে যয়নাবের নিকট তাহার মাননীয়া জননীর পবিত্র স্মৃতি এই থারখানা ফেরত পাঠাইয়া দাও।" সাহাবাগণ সানন্দে রাজী হইয়া হারখানা ফেরত পাঠাইয়া দিলেন এবং আবুল আস্কে বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন হযরত যয়নাবকে মদীনায় পাঠাইয়া দেন।

# আবুল আসের ইস্লাম গ্রহণঃ

আবুল আস্ (রাঃ) মুক্তি লাভ করিয়া মঞ্চা পৌঁছিলেন এবং শর্ত-অনুযায়ী হযরত যয়নাবকে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। আবুল আস একজন বিরাট বাবসায়ী ছিলেন। গটনাক্রমে দ্বিতীয় বার পুনরায় সিরিয়া হইতে বাণিজাপণা নিয়া আসার সময় ধৃত ইইলেন এবং তারপর ঠিক এমনিভাবে মৃক্তি লাভ করিলেন। এইবার ছাড়া পাইয়া ফলা আগমন পূর্বক অংশীদারদের সহিত সকল হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া ফেলিলেন এবং মুসলমান হইয়া গোলেন। তারপর লোকজনকে বলিলেন, "আমি এই জন্য এখানে আসিয়া মুসলমান হইলাম, যেন কেহ বলিতে না পারে যে, আবুল আস আমাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিয়া তাগাদার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে অথবা তাহাকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো হইয়াছে।" —তারীথে তাবারী, শঃ

বদরের বন্দীগণের নিকট পরিধেয় ছিল না। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সকলের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু হযরত আববাস এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, কাহারো জামা তাহার গায়ে লাগিতেছিল না। তথন মুনাফিক-নেতা আন্দুল্লাহ ইবনে উবাই নিজের জামাটি খুলিয়া তাহাকে দিয়া দিল। নবী করীম (দঃ) পরবর্তীকালে আন্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাফনের জন্য নিজের যে জামাটি প্রদান করিয়াছিলেন সেখানে সেই উপকারের প্রতিদানও অনেকটা বিবেচ্য ছিল।
—ছহীহ বোখারী

# ইস্লামী রাজনীতি এবং শিক্ষার উন্নতিঃ

যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে যাহারা মুক্তিপণ আদায় করিতে সক্ষম ছিল না কিন্তু অল্প-বিস্তর লেখাপড়া জানিত তাহাদিগকে বলা হইল. তোমরা মুসলমানদের দশ দশটি ছেলে-মেয়েকে লেখা শিখাইয়া দিবে। ইহাই তোমাদের মুক্তিপণ। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) এইভাবেই লেখা শিখিয়াছিলেন।

#### এই বৎসরের বিবিধ ঘটনাঃ

এই বৎসর রবিবার দিন যখন ভ্যুর (দঃ) বদরের যুদ্ধ শেয়ে মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন লোকজন তাঁহার কন্যা হযরত রোকাইয়ার দাফনকার্য সম্পন্ন করিয়া হাত-পা পরিষ্কার করিতেছিলেন। —মোগলতাঈ

এই বৎসরই বদর যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পর সর্বপ্রথম ঈদুল ফিতরের নামায পড়া হয়। রমযানের রোযা, সদ্কাতৃল্ ফিত্র এবং যাকাতও এই বৎসরই ওয়াজিব হয়। ঈদুল আযহার নামায এবং কোরবানীও এই বৎসরই ওয়াজিব হয়। এই বৎসরই যিলহাজ্ব মাসে হয়রত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। —মোগলতাঈ

# তৃতীয় হিজরী [গাযওয়াহ-এ-উছদ ও গাতফান প্রভৃতি]

# গাযওয়াহ্-এ-গাত্ফান এবং নবী করীম (দঃ)-এর মহান চরিত্র-সংক্রান্ত মো'জেযাঃ

হিজরী ৩য় সালে দা'সুর ইবনে হারেস মুহারিবী ৪৫০ জন সৈন্য লইয়া পবিএ মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইলে তাহারা পালাইয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। হুযুর ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্তে ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে বৃষ্টিতে তাহার কাপড় ভিজিয়া যায়। তিনি তাহা শুকাইবার জনা খুলিয়া একটি গাছের উপর বিছাইয়া দিলেন এবং নিজে ইহার ছায়ায় শুইয়া পড়িলেন। দা'সূর পাহাড়ের উপর হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। যখন দেখিল, নবী করীম (দঃ) নিশ্চিন্তে শুইয়া পড়িয়াছেন, তখন সে সরাসরি তাহার শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তরবারী উচাইয়া বলিতে লাগিল—

"বল, এখন তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে?" কিন্তু তাহার প্রতিপক্ষ ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয় রাসূল! কোন প্রকার ভীত না হইয়া তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, আল্লাহ্ তা'আলাই রক্ষা করিবেন।" এই কথা শোনামাত্র দা'সুরের গায়ে কম্পন সৃষ্টি হইল এবং তরবারীটি হাত হইতে খসিয়া পড়িল। তখন নবী করীম (দঃ) তরবারীখানা তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "এখন তুমি বল, তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে?" তাহার নিকট "কেহই না" বলা ছাড়া আর কোন উত্তরই ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই করুণ-দশা দেখিয়া দয়ায় গলিয়া গেলেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৪৯

দা'সুর এখান হইতে এই প্রতিক্রিয়া নিয়া উঠিল যে, সে নিজেই শুধু ইসলাম গ্রহণ করিল না, বরং নিজের গোত্রে পৌঁছিয়া ইস্লামের একজন শক্তিশালী প্রচারকে পরিণত হইল।

#### টিকা

১০ চামচিকার চোখ দিয়া অবলোকনকারী প্রতিবাদী ইউরোপীয় জাতিরা নয়ন মেলিয়া দেখুক যে, ইসলাম প্রচারের কারণ এই উত্তম চরিত্র ছিল—না কি তরবারীর শক্তি, না সম্পদের লোভ। دل مین سماکنی قیامت کی شوخیاں ب دوچاردن رہے تھےکسی کی نکاہ میں अञ्चल अभ জুলি। প্রাণাণীৰ শত্তির চোখে থেকেছিন বলে দিবস চার।

# হযরত হাফসা ও যয়নাবের সহিত বিবাহঃ

নবী করীম (দঃ) হিজরী ৩য় সনের শা'বান মাসে উদ্মূল মো'মেনীন হযরত হাফসার সহিত এবং একই সনের রমযান মাসে হযরত যয়নাব বিনতে খোযায়মার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। —মোগলতাঈ

#### উহুদ-যুদ্ধ ঃ

উহুদ মদীনার অদূরে একটি পাহাড়। যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তথায় হযরত হারুন (আঃ)-এর কবর বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যুদ্ধ মুহাদিনসগণের সর্ব-সন্মত মতানুসারে হিজরী ৩য় সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। তবে ইহার তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। যথাঃ ৭, ৮.৯.১০,১১ ইত্যাদি।
—যুরকানী শরহে মাওয়াহিব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০

বদর যুদ্ধে পরাজিত মুশ্রেকদের জনা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটাইয়া উঠিতে এবং নিহত আত্মীয়-স্বজনের শোক বিস্মৃত হইতে এক বংসর সময় মোটেও যথেষ্ট ছিল না। তবুও বংসরান্তে যখন তাহারা কিছুটা সংবিং ফিরিয়া পাইল, তখন তাহাদের মনে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সুতরাং এইবার তাহারা অত্যন্ত নিখুত প্রস্তুতি নিয়া মদীনা আক্রমণের সংকল্প করিল এবং এই লক্ষ্যে তিন সহস্রাধিক যোদ্ধার সুসজ্জিত বাহিনী লইয়া মদীনার দিকে অগ্রসর হইল। এই বাহিনীতে ছিল ৭ শত বর্ম, ২ শত অন্ধ এবং ৩ সহস্র উট। ১৪ জন মহিলাকেও তাহারা এই উদ্দেশ্যে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিয়াছিল যে, ইহারা পুরুষদেরকে যুদ্ধের জনা উত্তেজিত করিবে আর পলায়ন করার অবস্থায় তিরষ্কার করিয়া লজ্জা দিবে।

এইদিকে নবী করীম (দঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) যিনি মুসলমান 

ইটা পাকিলেও তখন পর্যস্তও মক্কায়েই অবস্থান করিতেছিলেন—যথাশীঘ্র সমুদ্র 
ঘটনা ও অবস্থা লিখিয়া একজন দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে হযুরে পাক (দঃ)-এর 
নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হ্যুর (দঃ) খবর পাওয়ার পর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার 
উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাত দুইজন লোক পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া সংবাদ দিল যে. 
কুরাইশ-বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে আসিয়া পোঁছিয়া গিয়াছে। যেহেতু শহরের উপর 
আক্রমণের আশংকা ছিল, তাই চতুর্দিকে পাহারার ব্যবস্থা করা হইল। ভোরে 
সাহাবায়ে কেরামের সহিত পরামর্শের পর ১ হাজার সাহাবীর এক বাহিনী লইয়া

মদীনার বাহিরে আগমন করিলেন। ইহাদের মধ্যে মুনাকিফ নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার ৩ শত সমমনা মুনাফিকও ছিল। কিন্তু উহাদের সবাই পথিমধ্যেই ফিরিয়া গেল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যা রহিল মাত্র ৭ শত।

# সেনা বাহিনী বিন্যাস এবং অল্প বয়স্ক

সাহাবা-তনয়দের জেহাদের স্পৃহাঃ

মদীনা হইতে বাহির হইয়া যখন সেনা বাহিনীর চূড়ান্ত হিসাব লওয়া হইল তখন অল্প বয়স্ক বালকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কিশোরদের মাঝে জেহাদের স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, যখন রাফে' ইবনে খাদীজকে বলা হইল. "তোমার বয়স কম, তৃমি ফিরিয়া যাও।" তখন তিনি পায়ের পাতায় ভর দিয়া উঁচৃ হইয়া দাঁড়াইলেন, যেন তাঁহাকে লম্বা মনে করা হয়। সৃতরাং তাঁহাকে জেহাদে লওয়া হইল।

সামুরা ইবনে জুনদুব যিনি রাফে' ইবনে খাদীজের সম-বয়সী ছিলেন। তিনি যখন উপরোক্ত ঘটনা দেখিলেন, তখন আর্য করিলেন যে, আমি তো রাফে'কে কুস্তিতে ধরাশায়ী করিয়া দিতে পারি। যদি তাহাকে জেহাদে লওয়া হয়, তবে আমাকে আরে। উত্তম কারণে আগেই লওয়া উচিত। তাহার কথায় উভয়কে কৃস্তি প্রতিযোগিতায় লাগাইয়া দেওয়া হইল। সামুরা রাফে'কে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। ফলে, তাহাকেও জেহাদে গ্রহণ করা হইল। —তাবারী, ৩য় খণ্ড

যে সকল লোক দাবী করে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহারা এই সুস্লিম কিশোরদের আয়ু-ত্যাগ দর্শন করিয়া নিজেদের মিথ্যা রটনার জন্য কি লভিন্ত হইবে নাং

যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়া নবী করীম (দঃ) বৃাহ বিনাাস করিলেন। উহুদ পাহাড়িটি ছিল পিছনের দিকে। কাজেই সেই দিক হইতে শক্রদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। তিনি ৫০ জন তীরন্দাজ্কে পাহাড়ের উপর প্রহরায় মোতায়েন করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, "মুসলমানদের জয় হউক কিংবা পরাজয় হউক তোমরা কোন অবস্থাতেই নিজেদের অবস্থান হইতে নড়িবে না।"

যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। দীর্ঘক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর যখন কাফের সৈন্য পিছুটান দিতে লাগিল, তখন মুসলমানের অবস্থা সস্তোষজনক দেখাইতেছিল। কুরাইশ্রা আতংকগ্রস্ত অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। মুসলমানগণ গণীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখামাত্র ঐ সব লোকও তাহাদের স্বীয় অবস্থান ত্যাগ করিয়া এখানে চলিয়া আসিলেন, যাহাদিগকে নবী করীম (দং) পিছনের পাহাড়ের উপর প্রহরায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের দলনেতা আব্দুল্লাই ইবনে জুবাইর অনেক

ারণ করিলেন, কিন্তু তাহারা আর এখানে প্রহরায় থাকার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া ৩থা হইতে সরিয়া আসিলেন। এখানে কয়েকজন মাত্র সাহারী বহিয়া গেলেন।

এই অবস্থা দেখিয়া খালেদ ইবনে ওলীদ (যিনি তখনও ইসলাম এ২ণ করেন নাই এবং কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন) পশ্চাদ্দিক হইতে এতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। আন্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর এবং তাহার এবশিষ্ট ওটিকয়েক সঙ্গী প্রাণপণ লড়াই করিয়া অবশেষে সকলেই শাহাদত বরণ করিলেন। যখন রাস্তা পরিকার হইয়া গেল, তখন খালিদ তাহার বাহিনী লইয়া পশ্চাদ্দিক হইতে নুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং উভয় ফৌজ এমনভাবে সংঘবদ্ধ হইয়া গেল যে, মুসলমানগণ স্বয়ং মুসলমানদের হাতেই শহীদ হইতে লাগিলেন।

হযরত মুস্আব ইবনে উমায়ের (রাঃ) শাহাদত বরণ করিলেন। যেহেতু হযুর (দঃ)-এর চেহারার সহিত তাঁহার অনকেটা সাদৃশা ছিল, তাই তাঁহার শাহাদতকে কেন্দ্র করিয়া নবী করীম (দঃ)-এর শহীদ হওয়ার গুজব ছড়াইয়া পড়িল। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, জানৈক শয়তান অথবা জানৈক মুশারেক অতি উচ্চস্বরে "মহাম্মদ (দঃ) নিহত হইয়াছেন" বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল।

—যুরকানী, শরহে মাওয়াহিব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সৈনাদের মধ্যে হতাশা ছড়াইয়া পড়িল। বড় বড় খ্যাতনামা বীরদের পা টলটলায়মান হইয়া গেল। তবুও অনেক বীর যোদ্ধা তখনও প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কিন্ত তাহাদের সকলেরই দৃষ্টি গভীর আগ্রহে ঐ কাবায়ে মাকসৃদ অর্থাৎ নবী করীম (দঃ)-কে অন্নেষণ করিয়া ফিরিতেছিল। সকলের আগে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) হুযুর (দঃ)-কে দেখিতে পাইলেন। তিনি আনন্দে উচ্চম্বরে বলিয়া উঠিলেন. "মোবারক হউক—বাস্লুল্লাহ (দঃ) নিরাপদে এখানেই আছেন।"

এই খবর শোনামাত্র সাহাবায়ে কেরাম হুযুর (দঃ)-এর দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন। কিন্তু সাথে সাথে কাফেররাও সকল দিক হইতে সরিয়া আসিয়া এই দিকেই তাহাদের আক্রমণ জোরদার করিল। বেশ কয়েকবার হুযুর (দঃ)-এর উপর আক্রমণ হইল কিন্তু তিনি নিরাপদেই রহিলেন।

একবার কাম্বেররা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করিল। তখন হুযুর (দঃ) বলিলেন, "কে আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ?" ইহা শোনার সাথে সাথে হযরত যিয়াদ ইবনে সাকান চারজন আসহাব সহ আগাইয়া আসিলেন এবং সকলেই প্রাণপণ লড়াই করিয়া শহীদ হইলেন। হযরত যিয়াদ যখন আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন, "তাহার লাশ নিকটে নিয়া আস।" লোকেরা তাঁহাকে উঠাইয়া নিয়া আসিলেন। তাঁহার দেহে তখনও কিছুটা প্রাণম্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র চরণের উপরে মুখ রাখিলেন এবং সেই অবস্থায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সুবহানাল্লাহ্!

# নবী করীম (দঃ)-এর নূরানী চেহারা আহত হওয়াঃ

কুরাইশদের বিখ্যাত বীর আব্দুল্লাহ্ ইবনে কামিয়াহ্ কাতার ডিঙাইয়া সম্মুশে আসিল এবং নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র চেহারার উপর তরবারীর আঘাত হানিল। ইহাতে শিরস্ত্রানের দুইটি কড়া হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র চেহারার ভিতরে ঢুকিয়া গেল এবং একখানা পবিত্র দাঁত শহীদ হইয়া গেল। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) শিরস্ত্রানের কড়া যখম হইতে বাহির করিবার জন্য অগ্রসর হইলে হযরত আবৃ উবায়দা ইবনুল্ জাররাহ কসম দিয়া বলিলেন, "আল্লাহ্র সম্ভুষ্টির উদ্দেশ্যে এই খেদমতটুকু আমাকে করিবার সুয়োগ দিন।" এই বলিয়া তিনি সামনে অগ্রসর হইলেন এবং হাতের পরিবর্গে মুখ দিয়া সেই কড়া দুইটি বাহির করিয়া আনিবার জন্য সজোরে টান দিলেন। ইহাতে প্রথম বারে একটি কড়া বাহির হইয়া আসিল কিন্তু সাথে সাথে হযরত উবায়দার একটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা দেখিয়া দ্বিতীয় কড়াটি বাহির করিবার জন্য হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) পুনরায় অগ্রসর হইলে এইবারও আবৃ উবায়দা (রাঃ) তাহাকে কসম দিয়া বাধা দিলেন এবং নিজেই দিতীয়বার এমনিভাবে হাতের পরিবর্গে মুখ দিয়া দিতীয় কড়াটি টানিয়া বাহির করিলেন। উহার সঙ্গে আবৃ উবায়দার দ্বিতীয় দাঁতটিও ভাঙ্গিয়া গেল।

—ইবনে হাব্বান, তাবরানী, দারেকুতনী প্রভৃতি. কানযুল উন্মাল ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৪ কাফেরকূল মুসলমানদের জন্য কতিপয় গর্ত খনন করিয়া রাখিয়াছিল। নবী করীম (দঃ) উহাদের একটির ভিতরে পড়িয়া গেলেন।

#### সাহাবাদের আত্মোৎসর্গ ঃ

ইহা দেখিয়া আত্মতাগী সাহাবাগণ নবী করীম (দঃ)-কে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন। চতুর্দিক হইতে তীর আর তরবারীর বৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু সাহাবাগণ এই সমস্ত আঘাতকে নিজেদের উপরে গ্রহণ করিতেছিলেন। হযরত আণু দাজানা (রাঃ) ঝুঁকিয়া হুযুর (দঃ)-এর জন্য ঢাল স্বরূপ হইয়া গেলেন। যেই দিক হইতেই তীর আসিত উহা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে পতিত হইত। হযরত তালহা (রাঃ) তীর আর তরবারীর আঘাতসমূহকে নিজের দেহ পাতিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন। ফলে. তাঁহার একটি হাত কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। যুদ্ধের পরে গণনা করিয়া দেখা গেল, তাঁহার দেহে ৭০টিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন বিদ্যান রহিয়াছে।

---ইবনে হাবলান ইত্যাদি, কানযুল উন্মাল ৫ম খণ্ড, পুঠা ১৭৮

হযরত আবু তালহা একটি ঢালের সাহায়ে। নিশ করীম ছাল্লাল্লাল্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করিতেছিলেন। হুযুর (দঃ) যখন মাথা উঠাইয়া সৈন্য বাহিনীর দিকে তাকাইতেন, তখন আবু তাল্হা বলিতেন, "ইয়া রাস্লাল্লাহ! আপনি দয়া করিয়া মাথা উঠাইবেন না। শক্রদের নিদ্দিপ্ত কোন তীর যেন আপনার দেহ মোবারকে না লাগে। ইহার জন্য আপনার পূর্বে আমারই বক্ষ প্রস্তুত রহিয়াছে।"
—বোখারী, গায়ওয়া—এ-উছদ

একজন সাহাবী আর্য করিলেন, "ইয়। রাসূলাল্লাই! আমি যদি মারা যাই তাহা হইলে আমার ঠিকানা কোথায় হইবে ?" হুযুর (দঃ) বলিলেন, "বেশেহ্তে।" এই সাহাবী কয়েকটি খেজুর হাতে লইয়া ভক্ষণ করিতেছিলেন। ইহা শুনামাত্র খেজুরগুলি ফেলিয়া দিলেন এবং সোজা শত্রুদের ভিড়ে ঢুকিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। —বোখারী, গাযওয়া-এ-উহুদ

দুর্ভাগা কুরাইশরা অতান্ত নির্মমভাবে নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু রাহ্মাতুল-লিল-আলামীন (দঃ)-এর যবান মোবারক হইতে তথন তথ্ এই কথা কয়টিই উচ্চারিত হইতেছিল اللَّهُمُ اغْفِرُ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَ इंग्रा আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করিয়া দিন: তাহারা জানে না।"

—ফত্হল বারী হিন্দী, পারা ১৬, পৃষ্ঠা ৪৮: গাযওয়া-এ-উহুদ তাঁহার উজ্জ্বল চেহারা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল এবং আপাদমস্তক করুণার নবী (দঃ) কোন কাপড় ইত্যাদি দ্বারা তাহা মুছিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, "এই রক্তের একটি ফোটাও যদি যমীনে পতিত হইত তাহা হইলে সকলের উপরে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হইয়া যাইত।"

—ফতহুল বারী, গাযওয়া-এ-উহুদ

এই যুদ্ধে কাফেরদের মাত্র ২২ জন বা ২৩ জন নিহত হয় এবং মুসলমানদের পক্ষে ৭০ জন শাহাদত বরণ করেন।

# চতুর্থ হিজরী

# বী'রে মাউনা অভিমুখে সারিয়াহ-এ-মুন্যির (রাঃ)ঃ

এই বৎসরই সফর মাসে নবাঁ করাম (৮ঃ) সত্তরজন সাহাবার এক দলকৈ ইস্লাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নাজদবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে বড় বড় আলেম সাহাবীত ছিলেন। সেখানে পৌছার পর আমের, রা'ল, যাক্তয়ান, উসাইয়া প্রভৃতি গোত্র তাঁহাদের মোকাবেলা করিতে উদতে এইল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হইল এবং ঘটনাক্রমে সকল সাহাবাই শাহাদত বরণ করিলেন। নবী করীম (দঃ) এই ঘটনায় খুবই মর্মাহত ইইলেন। এমনকি তিনি এই ঘাতকদের জন্য অনেক দিন পর্যশ্ত ফজরের নামায়ে বদ দো'আ করেন। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫২

এই বৎসরই শাওয়াল মাসে হযরত হাসান (রাঃ) ভূমিষ্ঠ হন এবং হযরত উশ্বে সালামা (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন।

# পঞ্চম হিজরী

[কুরাইশ-ইহুদী সম্মিলিত যড়যন্ত্র এবং গায়ওয়াহ্-এ-আহ্যাব]

#### কুরাইশ-ইহুদী ঐক্যঃ

নবী করীম (দঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন এখানকার ইহুদীদের সহিত একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করেন। তিনি সর্বদা এই চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইহুদীরা পবিত্র মদীনার বিত্তবান ও শীর্যস্থানীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য ছিল, তাই হুযুর (দঃ)-এর আগমনের পর ইসলামের ক্রমাগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের মনে প্রবল হিংসা-ক্ষোভের সৃষ্টি হুইত। এইজনাই তাহারা সর্বদা নবী করীম (দঃ) ও মুসলমানগণের অনিষ্ট চিন্তায় লাগিয়া থাকিত।

বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ বিশ্বয়কর বিজয় অর্জন করায় ইহুদীদের হিংসা ও ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রহিল না। শেষ পর্যন্ত তাহারা প্রকাশাভাবে চুক্তি লঙ্ঘনে তৎপর হইল। অনন্তর হিজরী তৃতীয় সালে তাহাদের গোত্র বনী-কায়নুকা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়। বসিল। পরে বনী-নামীর গোত্রও বিদ্রোহ শুরু করিয়া দিল। ইহা দেখিয়া নবী করীম (দঃ)-ও যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করিলেন এবং মোকাবেলা হইলে তাহারা পালাইয়া দুর্গে আত্মগোপন করিল। কিছুদিন এইভাবে অবরুদ্ধ থাকার পর দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বনী কায়নুকা সিরিয়া এলাকায় এবং বনী নামীর খায়বার ও অন্যান্য জায়গায় চলিয়া গেল।

এই দিকে মক্কার কুরাইশগণ প্রথম হইতেই মদীনার ইহুদী ও মুনাফেকদিগকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে শুধু যে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধা-চরণের ইন্ধনই যোগাইতেছিল, তাহাই নহে; বরং সঙ্গে সঙ্গে এই হুমকীও দিয়া আসিতেছিল যে, যদি তোমরা মুহাম্মদ (দঃ)-কে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিয়া না দাও, তাহা হইলে আমরা তোমাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করিব। —আবু দাউদ

উপরোক্ত কারণগুলিই তাহাদের পারস্পরিক ঐকা ও সেতৃ-বন্ধনের কাজ করিল এবং এই সুযোগে মঞ্চার কুরাইশ. মদীনার ইহুদী আর মুনাফেকদের সম্মিলিত শক্তি ঠসলামের বিরুদ্ধে তৎপর হইয়া মক্কা হইতে মদীনা পর্যন্ত সকল গোত্রের মধ্যে এক দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং হিজরী ৫ম সনের ১০ই মুহাররাম তারিখে অনুষ্ঠিত 'যাতৃর-রেকা'-এর যুদ্ধটি ছিল এই ষড়যন্ত্রেরই পরিণতি। অতঃপর হিজরী ৫ম সালের রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত দু'মাতুল্ জ্ঞান্দাল এই ধারারই আরেকটি ঘটনা। হিজরী ৫ম সানের শা'বান মাসের দোস্রা তারিখে সংঘটিত গাযওয়াহ্-এবনীল মুস্তালাকও ছিল এই সম্মিলিত ষড়যন্ত্রেরই নগ্ন প্রয়াস। এই ষড়যন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিভিন্ন আকারে চরম পরিণতির দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিল। গাযওয়াহ-এ-আহ্যাব তথা পরিখায়দ্ধঃ

অবশেষে হিজরী ৫ম সনের যিল-কা'দা মাসে তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং এই উদ্দেশ্যে ১০ হাজারের এক সশস্ত্র বাহিনী মুসলমানগণকে পৃথিবীর বুক হইতে চিরতরে উচ্ছেদ করিবার লক্ষ্যে মদীনার দিকে অগ্রসর হইল। নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ অবহিত হইয়া সমস্ত সাহাবাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) মত প্রকাশ করিলেন যে, পশ্চাদবর্তী ময়দানে যুদ্ধ করা সমীচীন হইবে না, বরং মদীনার যে দিক দিয়া শক্রদের ভিতরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই দিকে পরিখা খনন করা হউক। সুতরাং নবী করীম (দঃ) তিন হাজার সাহাবাকে সঙ্গে লইয়া পরিখা খনন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ৬ দিনের মধ্যেই ১০ হাত গভীর পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত হইয়া গেল। পরিখা খননে স্বয়ং সাইয়োদুল-মুরসালীন (দঃ)-এরও এক বিরাট ভূমিকা ছিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫৬

পরিখা খনন করিতে গিয়া একদিন কঠিন প্রস্তর শিলাখণ্ড বাহির হইয়া আসে। ফলে, পরিখা খননের কাজ ব্যাহত হইয়া পড়ে। নবী করীম (দঃ) তাঁহার পবিত্র হস্তে কোদাল মারিয়া এক আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া গুড়াইয়া দিলেন। অনস্তর খন্দক প্রস্তুত হইয়া গেল।

এই দিকে কান্ফেরদের সন্মিলিত বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মদীনা অব-রোধ করিয়া বসিল। মুসলমানগণ প্রায় পনের দিন পর্যন্ত মদীনায় অবরুদ্ধ রহিলেন। এমনই সময়ে ইহুদীদের অবশিষ্ট গোত্র বনী-কুরায়যাও চুক্তি ভঙ্গ করিয়া কান্ফেরদের দলে মিশিয়া তাহাদের দল ভারী করে।

অবরোধের কারণে মদীনার জন-জীবনে চরম অস্থিরতা ছড়াইয়া পড়িল। খাদ্য-ঘাটতির কারণে সাহাবাগণকে একাদিক্রমে তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকিতে হইল। একদিন কুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া সাহাবাগণ নিজেদের পেট খুলিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখাইলেন যে, তাঁহাদের পেটের সাথে

পাথর বাঁধা রহিয়াছে। তখন ছযুর (৮ঃ)-৬ স্বীয় পবিত্র পেটখানা খুলিয়া দেখাই-লেন। সেখানেও দুইটি পাথর বাঁধা ছিল।

এইদিকে অবরোধকারীরা যখন পরিখা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইল না তখন তাহারা বাহির হইতেই তীর এবং পাথর বর্ষণ শুরু করিয়া দিল। এইভাবে উভয় পক্ষ হইতে অবিরাম তীর বিনিময় চলিতে লাগিল। এই পর্যায়ে নবী করীম (দঃ)-এর চারি ওয়াক্তের নামায কায়া হইয়া গেল।

# কাফেরদের উপর প্রবল বায়ু-প্রবাহ এবং আল্লাহ্র সাহায্যঃ

অবশেষে আল্লাহ্ তা আলা এই সহায়-সম্বলহীন জামা আতের সাহায্য করিলেন এবং কাফের বাহিনীর উপরে এমন প্রবল বায়ু প্রবাহ চালাইয়া দিলেন যে, তাহাদের তাবুর খুঁটিসমূহ উপড়িয়া গেল আর চুলার উপর হইতে হাঁড়ি-পাতিলগুলি পর্যস্ত উল্টিয়া পড়িল। ইহা কাফের বাহিনীর বুদ্ধিকে বিকল করিয়া দিল। ইতিমধ্যে তাহাদের রসদও ফুরাইয়া আসিল। এইদিকে হয়রত নাঈম ইব্নে মাস্উদ রাযিআল্লাহ্ আন্ত্ এমন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন যার ফলে কাফের বাহিনীর মধ্যে বিভেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি হইয়া গেল। মোদ্দাকথা, সকল কারণ-উপকরণ এমনভাবে সমবেত হইল যে, কাফেরদের পদশ্বলানের উপক্রম হইলে ময়দান পরিক্ষার হইয়া গেল।

#### বিবিধ ঘটনাঃ

এই বৎসরই হজ্ব ফরয হয়। তবে ইহার দিন-তারিখ সম্পর্কে আরো কতিপয় মত রহিয়াছে।এই বৎসরের জামাদালউলা মাসে নবী করীম ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান অর্থাৎ, হযরত রোকাইয়ার পুত্র পরলোক গমন করেন। শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার জননীর ইন্তিকাল হয়। যি-কাআদা মাসে হযরত যয়নাব-বিন্তে জাহাশের সহিত নবী করীম ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বৎসরই মদীনায় ভূমিকম্প ও চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫৫

# ষষ্ঠ হিজরী

# [হোদায়বিয়ার সন্ধি, বাইয়াতে রিদওয়ান, পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণের প্রতি ইসলামের দাওয়াত]

#### হোদায়বিয়ার সন্ধিঃ

হিজরী ৬৯ সালের যিল-কদ মাসে নবী করীম ছাল্লাল্লাল্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের ইচ্ছা করিয়া ওমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া নেন। ১৪ বা ১৫ শত সাহাবার এক বিরাট জামা আতও তাঁহার সঙ্গী হইলেন।

—সীরাতে মোগলতাঈ

হোদায়বিয়া মক্কা শরীফ হইতে এক মন্জিল দূরে অবস্থিত একটি কৃপ এবং ইহারই নামানুসারে অত্র এলাকার গ্রামের নামও হোদায়বিয়া বলিয়া খাতে। নবী করীম (৮ঃ) তথায় পৌঁছিয়া যাত্রা-বিরতি করিলেন।

# নবী করীম (দঃ)-এর মোজেযাঃ

তথায় একটি শুদ্ধ কৃপ ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মো'জেযার ফলে ইহাতে এত বিপুল পানির উৎপত্তি হইল যে, উপস্থিত সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

এখানে পৌছিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি গুয়াসাল্লাম হযরত উসমান (রাঃ)-কে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, যেন তিনি কুরাইশদেরকে অবহিত করিয়া দেন যে, হুযুর ছাল্লাল্লছ আলাইহি গুয়াসাল্লাম এইবার শুধু বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারত এবং ওমরা পালন করার জনাই তশ্রীফ আনয়ন করিয়াছেন—ইহাছাড়া তাঁহার অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। হযরত উসমান (রাঃ) মক্কায় পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই কাফেররা তাঁহাকে আট্কাইয়া ফেলিল। এইদিকে মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়াইয়া পড়িল যে, কাফেররা হযরত উসমানকে হত্যা করিয়াছে। হুযুর (দঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছার পর তিনি একটি বাবুল বৃক্ষের নীচে বসিয়া সাহাবাদের নিকট হইতে জেহাদের বাইআত গ্রহণ করিলেন। ইহার বর্ণনা পবিত্র কুরআনেও রহিয়াছে এবং ইহাকেই "বাইআতে-রিদওয়ান" বলা হয়।

পরে জানা গেল যে, সংবাদটি মিথা বরং কুরাইশ্রা সন্ধির শর্তসমূহ ঠিক করার উদ্দেশ্যে সোহায়ল ইব্নে আমরকে প্রেরণ করিল। নিম্নবর্ণিত শর্তে অঙ্গীকার-পত্র লিপিবদ্ধ হইল এবং দশ বৎসরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি অনুষ্ঠিত হইল।

- ১। মসলমানগণ এইবার উমরা আদায় না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন।
- ২। আগামী বৎসর হজু করিতে আসিয়া মাত্র তিন দিন অবস্থান করিয়া চলিয়া যাইবেন।
- ৩। অস্ত্র-সজ্জিত হইয়া আসিতে পারিবেন না। তরবারী সঙ্গে থাকিলে তাহা কোষবদ্ধ থাকিবে।
- ৪। মকা হইতে কোন মুসলমানকে সঙ্গে নিয়া যাইতে পারিবেন না।
- ৫। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান যদি মক্কায় থাকিয়া যাইতে চান, তাহা হইলে
  তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না।
- ৬। কোন লোক যদি মক্কা হইতে মদীনায় চলিয়া যায়, তাহা হইলে নবী করীম (দঃ) তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন।
- ৭। আর মদীনা হইতে কেহ মক্কায় চলিয়া আসিলে কুরাইশ্রা তাহাকে ফেরত পাঠাইবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সমস্ত শর্ত যদিও বাহাতঃ সম্পূর্ণভাবেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল এবং প্রকাশাতঃ এই সন্ধি একান্তই পরাজয়সুলভ ছিল কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা ইহাকে 'মহান বিজয়' নামে অভিহিত করেন এবং এই সফরেই সূরা "ফাতাহ" অবতীর্ণ হয়। সাহাবাগণ এইভাবে নতজানু হইয়া সন্ধি করাকে মোটেই মানিয়া নিতে পারিতেছিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বার বার নবী করীম (দঃ)-কে এই সন্ধি মানিয়া না নিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু হুযূর (দঃ) বলিলেন, "ইহাই আমার প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ এবং ইহাতেই আমাদের ভবিষাত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।" সুতরাং পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ এই রহস্যের সমাধান করিয়া দেয়। যেমন এই সন্ধির কল্যাণে শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত মক্কা এবং মদীনার মধ্যে যাতায়াত শুরু হইয়া যায়। কাফেররা নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে এবং মুসলমানদের কাছে বিনা বাধায় আসা যাওয়া করিতে থাকে।

এইদিকে ইস্লামী চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি কাফেরদিগকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুযায়ী ঐ সময় এত বেশী লোক ইসলামে দীক্ষিত হয় যে, ইতিপূর্বে আর কখনও এত বেশী লোক ইসলামে দীক্ষা লাভ করে নাই। প্রকৃত পক্ষে এই সন্ধি ছিল মক্কা বিজয়েরই ভূমিকা।

#### বিশ্বের শাসকবর্গের প্রতি

#### ইসলামের দাওয়াতঃ

এই সন্ধির ফলে রাস্তাঘাট নিরাপদ হইয়া গেলে হুযূর (দঃ) সত্যের অবিনশ্বর বাণী দুনিয়ার সকল শাসকবর্গের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে মনস্থ করিলেন। সূতরাং এই উদ্দেশ্যে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)-কে হাবশার বাদশাহ আস্হামা নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করা ২ইল। তিনি নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র পত্রখানা তাঁহার উভয় চোখের উপর স্থাপন করিলেন এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া নীচে মাটির উপরে বসিয়া পড়িলেন আর স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবী করীম (দঃ)-এর জীবদ্দশায়ই তাঁহার ইস্তেকাল হইয়াছিল।

হযরত দাইইয়া কালবীকে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করা হইল। নবী করীম ছাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সতা নবী তাহা তিনি অকাট্য প্রমাণাদি আর অতীতের আস্মানী কিতাবসমূহের মাধামে স্পষ্ট জানিতে পারিয়া ছিলেন। সূতরাং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার উপর তাহার প্রজাকুল ক্ষেপিয়া গেল। তিনি ভীষণ ভয় পাইয়া গেলেন যে, যদি আমি মুসলমান হই, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবে—এই জন্য তিনি ইসলাম গ্রহণে বিরত রহিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হোযায়ফা (রাঃ)-কে পারসা সম্রাট খস্ক পারভেজের নিকট পাঠানো হইল। এই হতভাগা নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লানের পবিত্র চিঠির সহিত অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করিল এবং ইহাকে ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ্ যেন তাহার সাম্রাজাকে তদুপ টুকরা টুকরা করিয়া দেন যেমন সে আমার চিঠিখানাকে করিয়াছে।"

সাইয়্যেদুর-রসূল (দঃ)-এর দো'আ কিভাবে অপূর্ণ থাকিবে! কিছু দিন পরেই খসরু পারভেজ স্বয়ং তাহার পুত্র শেরুভিয়ার হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

হযরত হাতিব ইবনে আবিবালতাআ (রাঃ)-কে মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহার অন্তরেও আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও ইসলামের নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি হযরত হাতেবের সহিত বেশ সদ্ব্যবহার করেন এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু উপটোকন প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একজন বাঁদী মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)-ও ছিলেন এবং দুলদুল নামক একটি সাদা খচ্চরও ছিল। অনা এক বর্ণনায় রহিয়াছে, এক সহস্র দীনার এবং বিশ জ্যোড়া জামা কাপড়ও উপটোকনের মধ্যে ছিল।

হযরত আমর ইবনূল আস্কে আম্মানের বাদশাহগণ অর্থাৎ জাইফার ও আব্দুল্লাহ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। তাহারাও ব্যক্তিগত তদন্ত এবং অতীতের কিতাবাদির মাধ্যমে নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহারা তখন হইতেই প্রজাসাধারণের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিতে শুরু করিয়া দেন এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর হাতে সোপদ্দ করেন। —সুরুক্তল্-মাহ্যুন

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) ও

হ্যরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণঃ

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) তখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি জেহাদে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন। অধিকাংশ জেহাদে বিশেষ করিয়া উহুদ যুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁহার কারণেই কাফেরদের শ্বলিত পা দৃঢ় ও শক্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ, নির্ঘাৎ পরাজয়ের মুখেও তাহারা জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশো মক্কা হইতে মদীনার পথে রওয়ানা হন। পথে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইল। জানা গেল তিনিও একই উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। উভয়ে একসঙ্গে মদীনা প্রেটিছলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়। ধনা হইলেন।

# সপ্তম হিজরী

[গাযওয়াহ-এ-খায়বার, ফাদাক বিজয়, উমরা-এ-কাযা]

#### খায়বারের যুদ্ধঃ

মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনী-নাষীর যখন খায়বারে গিয়া বসতি স্থাপন করে, ঠিক তখন হইতেই খায়বার যাবতীয় ইহুদী তৎপরতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাহারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত। তাহাদের এই অশুভ তৎপরতা চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়ার জনা হিজরী ৭ম সনের মুহাররম অথবা জামাদিউল-আউয়াল মাসে নবী করীম (দঃ) চারশত পদাতিক এবং দুইশত অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। তুমুল সংঘর্ষ ও হতাহতের পর যুদ্ধে আল্লাহ তা আলা মুসলমানগণকে বিজয় দান করেন এবং ইহুদীদের সমস্ত দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এই যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) সর্বাধিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একাই খায়বরের কপাট উপড়াইয়া ফেলেন। অথচ ৭০ (সত্তর) জন লোকের পক্ষেও

# টিকা

১০ মদীনা শরীফ হইতে সিরিয়ার দিকে তিন-চার মন্যিল দূরে অবস্থিত একটি বড় শহর।
—্যরকানী, ২য় খণ্ড, পুষ্ঠা ২১৭

সেটি নাড়া সম্ভব ছিল না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি এই দরজাটি ঢাল পরাপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। —যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯

#### ফাদাক বিজয়ঃ

খায়বার বিজয়ের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদাকের ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করিলেন। তাহারা চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল।

#### উমরা-এ-কাযা ঃ

হোদায়বিয়ার সন্ধির বৎসর যে উমরা ত্যাগ করা ইইয়াছিল এবং কুরাইশদের সহিত এই চুক্তি ইইয়াছিল যে, আগামী বৎসর উমরা পালন করিবেন এবং তিন দিনের বেশী অবস্থান করিবেন না. সেই চুক্তি মোতাবেক এই বৎসর নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবীগণসহ পুনরায় মক্কায় তশ্রীফ লইয়া গেলেন এবং চুক্তির শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়া উমরা সমাপনান্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

# অষ্টম হিজরী

[সারিয়া-এ-মু'তা ও মকা বিজয়]

#### মু তার যুদ্ধঃ

মৃ'তা দিরিয়ার বাল্কা শহরের সন্নিকটে বায়তুল-মুকাদ্দাস হইতে প্রায় দুই মন্থিল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এইখানেই মুসলমান এবং রোমানদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহার কারণ ছিল এই যে, রোম-সম্রাটের পক্ষে বসরার শাসন কর্তা আমর ইবনে শুরাহ্বীল নবী করীম (দঃ)-এর দূত হারেস ইবনে উমায়ের (রাঃ)-কে হত্যা করিয়াছিল। কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা ছিল একটি ক্ষমাহীন ও গর্হিত অপরাধ এবং সরাসরি যুদ্ধ-ঘোষণার শামিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (দঃ) অষ্টম হিজরীর মঝামাঝি তিন হাজার সাহাবার একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। মুসলমানগণ মু'তার নিকট উপনীত হইলে রোমানরা দেড় লক্ষ সৈনোর এক বিশাল বাহিনী লইয়া তাহাদের সন্মুখীন হইল। কয়েক দিন যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা দেড় লক্ষ কাফেরের উপর তিন সহস্র

#### টিকা

১০ এক শব্দের মীনের উপরে পেশ, ওয়াও সাকিন অত হাম্যা বাতীত এবং কাহারো কাহারো মতে ওয়াও-এর উপরে হামযা হইবে। —যারকানী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৭ মুসলমানের ভীতি এমনভাবে সঞ্চারিত করিয়। দিলেন যে, পশ্চাদপসারণ ব্যতীত তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার অন্য কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইল না। —তাল্থীসুস্-সীরাত মক্কা বিজয়:

হোদায়বিয়ার চুক্তিপত্রে যে সমস্ত শর্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, মুসলমানগণ তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহা পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু হিজরী ৮ম সালে কুরাইশ্রা সেই সন্ধি ভঙ্গ করিল। নবী করীম (দঃ) একজন দূতের মাধ্যমে চুক্তিনামা নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে কতিপয় শর্ত উপস্থাপন করিলেন এবং শেষের দিকে লিখিয়া দিলেন যে, এই শর্তসমূহ তাহাদের মনঃপৃত না হইলে হোদায়বিয়ার সন্ধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গের প্রস্তাবই পছন্দ করিল।

নবী করীম (দঃ) জেহাদের জনা পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করিলেন এবং হিজরী ৮ম সালের ১০ই রমযান মঙ্গলবার আসরের নামাযের পর ১০ হাজার গলোকের বিরাট বাহিনী লইরা মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা তাগি করিলেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর মাগরিবের সময় হইলে সকলে রোযা ইফ্তার করিলেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-কে মুসলিম বাহিনীর একটি অংশসহ (অপেক্ষাকৃত) উপরের দিক দিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এবং বলিয়া দিলেন যে, কেহ তোমাদের সহিত যুদ্ধ না বাধাইলে তোমরাও তাহার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইও না।

এইদিকে নবী করীম (দঃ) স্বয়ং অপর প্রান্ত দিয়া মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং সাধারণ ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন যে, "যে বাত্তি মস্জিদে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি আবু সৃফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিবে সেও নিরাপদ।" অবশা ১১ জন পুরুষ আর ৪ জন নারীর রক্ত ক্ষমা করেন নাই। কারণ, ইহাদের অস্তিত্ব স্বয়ং যাবতীয় বিশৃদ্ধালার উৎস ছিল। কিন্তু ইহারা সকলেই ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল এবং পরে তাহাদের অধিকাংশই মক্কা বিজয়ের পরে মীদনায় পৌছিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

২০শে রমযান শুক্রবার নবী করীম ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ সম্পন্ন করিলেন। তখনও পর্যন্ত কা'বা শরীফের আশেপাশে ৩৬০টি মূর্তি যথারীতি রক্ষিত ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হস্তে এক খণ্ড কাঠ ছিল। যখন তিনি কোন মূর্তির পাশ দিয়া ঘাইতেন, তখন উহা দ্বারা ইঙ্গিত টিকা

হাকীমের বর্ণনা মতে ১২ হাজার ছিল। — মোগলতাঈ

করিতেন আর মূর্তিটি মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইত। তিনি তখন এই আয়াতটি পাঠ করিতেছিলেন—

# جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থাৎ, "সত্য আসিয়া গিয়াছে; বাতিল নির্মূল হইয়াছে। বাতিল তো নিশ্চিতই ক্ষয়িষ্ণু।"

# মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ্দের সহিত মুসলমানদের আচরণঃ

তাওয়াফ সমাপ্ত করিয়া নবী করীম (দঃ) কা'বা শরীফের চাবিবাহক উসমান ইবনে তাল্হা শাইবীর নিকট হইতে কা'বা গৃহের চাবি লইয়া কা'বা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে বাহির হইয়া মাকামে ইব্রাহীমের উপর নামায পড়িলেন। নামায শেযে তিনি মসজিদে তশ্রীফ নিয়া গেলেন। আজ তিনি কুরাইশদের সম্পর্কে কি নির্দেশ জারী করেন—লোকজন গভীর উৎকণ্ঠার সহিত তাহারই আপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সকল সন্দেহ ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাইয়া সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শান্তির দূত মুহাম্মদ (দঃ) কুরাইশদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ "তোমরা সকল দিক দিয়াই স্বাধীন ও নিরাপদ।" অনন্তর তিনি কা'বা শরীফের চাবিও তাহাদিগকে ফেরৎ দিয়া দিলেন। —তালখীসস-সীরাত

# নবী-করীম (দঃ)-এর মহত্ত্ব এবং আবু সুফিয়ানের ইস্লাম গ্রহণঃ

আবু সৃফিয়ান যিনি তখনও পর্যন্ত নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ক্রাইশ্দের সর্বাপেক্ষা বড় নেতা ছিলেন এবং ইস্লামের বিরুদ্ধে পরিচালিত কুরাইশ্দের প্রায় সব কয়টি যুদ্ধে তিনিই প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছিলেন, মঞ্চা বিজয়ের প্রাঞ্জালে গোপনে মুসলিম বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মঞ্চা হইতে বাহির হইলে সাহাবাগণ তাহাকে গ্রেফ্তার করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যখন গ্রেফ্তার করিয়া রাহ্মাতুল-লিল-আলামীনের খেদমতে উপস্থিত করা হইল. তখন সেখান হইতে তাহাকে ক্ষমা করার নির্দেশ প্রদন্ত হইল। নবী করীম (দঃ)-এর এই মহত্ত্ব ও উদারতার ফলশ্রুতিতে আবু সুফিয়ান সাথে সাথে মুসলমান হইয়া গেলেন। এখন আমরা তাঁহাকে "হযরত আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লান্থ আন্ত্" বলিয়া থাকি।

মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি কাঁপিতে কাঁপিতে নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। আপাদমস্তক করুণার ছবি নবী মুহাম্মদ (দঃ) বলিলেন, "শাস্ত হও এবং নিশ্চিন্ত থাক। আমি কোন রাজা-বাদশাহ নহি; বরং একজন অতি সাধারণ মায়ের সন্তান।"

মঞ্চা বিজয়ের পর নবী করীম ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনের দিন স্বিধানে অবস্থান করেন। এই সময় মদীনার আনসারগণ এই কথা ভাবিয়া মনে কষ্ট পাইতে লাগিলেন যে, এখন তো হুযূর ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মঞ্চাতেই থাকিয়া যাইবেন আর আমরা তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িব। কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের এই সন্দেহ আঁচ করিতে পারিয়া বলিলেন, "না, বরং এখন যে আমাদের মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরই সাথে জড়িত।" অতঃপর হ্যরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রাঃ)-কে মঞ্চার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি স্বয়ং পবিত্র মদীনা অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন।

#### হোনায়েনের যুদ্ধঃ

মকা বিজয়ের পর সাধারণভাবে আরবের জনগণ বিপুল সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের প্রতিপত্তির ভয়ে ইসলাম গ্রহণ বিলম্বিত করিতেছিলেন এবং মকা বিজয়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহাদের সকলেই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট আরবদেরও এমন শক্তি বা সাহস ছিল না যে, তাহারা এখন ইসলামের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়।

অবশ্য হাওয়াযিন এবং বনী সাকীফ গোত্রদ্বয় আত্মসন্মানবাধের খাতিরে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করার সংকল্প লইয়া মক্কার দিকে অগ্রসর হইল। রাস্লুলাহ্ (দঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ১২ হাজার সেনার এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করিলেন। ইহাদের মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন ঐ সকল আনসার ও মুহাজের যাঁহারা মক্কা বিজয়ের সময় মদীনা হইতে নবী করীম (দঃ)-এর অনুগামী হইয়াছিলেন আর ২ হাজার ছিলেন ঐ সকল নও-মুসলিম, যাঁহারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (এই সংখ্যাটি এখন পর্যন্ত ইস্লামী বাহিনীর সবচাইতে বড় সংখ্যা ছিল।)

#### টকা

১০ সীরাতে মোগলতাঈ। রোখারী শরীফের সপ্তম পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুযায়ী এই ব্যাপারে আরো বিভিন্ন মত রহিয়াছে। হিজরী ৮ম সালের ৬ই শাওয়াল আল্লাহর এই বাহিনী রওয়ানা হইল। যখন তাঁহারা হোনায়েন প্রান্তরেই উপনীত হইলেন, তখন পাহাড়ের ঘাটিতে আত্ম-গোপনকারী শক্ররা অতর্কিতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। যেহেতু তখনও সৈনাদের ব্যহ বিন্যাসই সমাপ্ত হয় নাই, তাই মুসলিম-বাহিনীর সম্মুখভাগ পিছু হটিতে লাগিল।

এই পশ্চাদপসরণের বাহ্যিক কারণ হিসাবে বৃাহ বিন্যাসের অসম্পূর্ণতাকে দায়ী করা হইলেও বাস্তব কারণ কিন্তু অনাটি। সেদিকেই পবিত্র করআন ইপ্রিত করিয়াছে। অর্থাৎ, "মুসলমানগণ এই সময় চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে নিজেদের সংখ্যাধিকা আর সাজ-সরঞ্জাম প্রত্যক্ষ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে ছিলেন এবং কোন কোন সাহাবী এমনকি হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযিআল্লাহ্ আন্হর মত লোকের মুখেও "আজ আমরা পরাজিত হইতে পারি না" এই উল্লি উচ্চারিত হইয়াছিল। এইজনা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে এই বাবস্থা গ্রহণ করিলেন, যেন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহাদের জয়-পরাজয় আল্লাহ্র হাতে এবং তাহা তীর ও তরবারীর খেলা মাত্র নহে। বরং—

این همه مستی و بیهوشی نه حد باده بود باحریفان انچه کرد آن نرگس مستانه کرد

"নার্গিসের সেই শক্তি কে।থা রঙ চড়াবে আমার প্রাণে ? আড়ালে তার যে জন আছে সেই তো মোরে কাছে টানে।"

বদর যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এত বড় বিজয় আর হোনায়েনের যুদ্ধে এত বিপুল সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ সত্ত্বেও (প্রথম দিকে) পরাজয়ের ইহাই অন্তর্নিহিত রহস্য।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় দুইটি বর্ম পরিধান করিয়। দুলদুল নামক একটি সাদা খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। লোকজনকে পশ্চাদপসরণ করিতে দেখিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে

#### টিকা

১০ হোনায়েন পবিত্র মকা হইতে তিন মন্যিল দুরে তায়েফের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। —্যোগলতক্ষি, পৃষ্ঠা ৭২

হযরত আব্বাস (রাঃ) মুসলমানগণকে এক বীরত্বরঞ্জক আওয়াজ দ্বারা যুদ্ধরত থাকার আহ্বান জানান। ফলে, তাঁহাদের নড়বড়ে পা পুনরায় সুদৃঢ় হইয়া যায় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লডাই আরম্ভ হয়।

#### এক মহান মো'জেযাঃ

[এক মৃষ্টি মৃত্তিকা দ্বারা বিরাট শক্র বাহিনীর পরাজয়]

এইদিকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মৃষ্টি মাটি উঠাইয়া শক্র বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন যাহা মহান আল্লাহ্র কুদরতে প্রতিপক্ষের প্রতিটি সৈনিকের চোখে এমনভাবে গিয়া প্রবেশ করিল যে, একটি চফুও রক্ষা পাইল না।
—সীরাতে মোগলতাঈ, পষ্ঠা ৭২

শেষ পর্যন্ত শত্রু-বাহিনী ভীত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। মুসলিম বাহিনীর চারি ব্যক্তি আর কাফের বাহিনীর সত্তর জনেরও অধিক সৈনা নিহত হইল। মুসলমানরা প্রতিশোধের নেশায় শিশু ও নারীদের উপর হাত উঠাইতে উদাত হইলে নবী করীম ছাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে এ কাজ হইতে বিরত রাখিলেন। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭২

## তায়েফ যুদ্ধঃ

ইহার পর নবী করীম (দঃ) বনী-সাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রের কেন্দ্র তায়েফের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। প্রায় ১৮ দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখা হইল. কিন্তু বিজয় অর্জিত হইল না। সৃতরাং তিনি যখন অবরোধ তুলিয়া দিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন পথিমধ্যেই জি'রানা নামক স্থানে তায়েফ হইতে হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল তাহার খেদমতে উপস্থিত হইল এবং হোনায়েন যুদ্ধে তাহাদের যে সকল লোক বন্দী হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার আবেদন জানাইল। হুযূর (দঃ) তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করিয়া তাহাদের বন্দীদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর নবী করীম (দঃ) মদীনায় উপনীত হইলে তায়েফবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল তাহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া ক্ষেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭৪

## উমরা-এ-জি'রানাঃ

হোনায়েন যুদ্ধের পর জি'রানা নামক স্থানে অবস্থানকালে নবী করীম (দঃ) উমরা পালন করার ইচ্ছা করিলেন এবং এহ্রাম বাঁধিয়া মক্কায় আগমন করিলেন। অতঃপর উমরা সমাপনান্তে সেই রাত্রেই জি'রানায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

—তালখীসুস-সীরাত, পৃষ্ঠা ৫৪

# নবম হিজরী

[গাযওয়াহ্-এ-ত বুক, হাজ্জ্বল ইসলাম, প্রতিনিধি দলের আগমন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ]

# তবুক যুদ্ধ ও ইস্লামে চাঁদার প্রচলনঃ

তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীর মাঝামাঝি পর্যন্ত হুয়র (দঃ) মদীনায়ই অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, ম্যু'তার যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা মুসলমানদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে ১৪ মন্যিল দূরে তবুক নামক স্থানে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামও জেহাদের প্রস্তুতি নিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষের দক্ষন মুসলমানগণ অতান্ত অভাব-অনটনের মধ্যে কালাতিপাত করিতে ছিলেন। তদুপরি গরমও পড়িয়াছিল অতাধিক। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মতাগী সাহাবাগণ জেহাদের জনা প্রস্তুতি নিতে লাগিলেন। জেহাদ-তহবিলে চাঁদা দানের আবেদন জানানো হইলে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তাহার যাবতীয় মালসামান নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আনিয়া হাযির করিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) যুদ্ধোপকরণের মাধ্যমে এক বিরাট সাহায্য পেশ করিলেন। ৯০০ উট আর ১০০ ঘাড়া ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭৬

রজব মাসের বৃম্পতিবার নবী করীম (দঃ) ত্রিশ হাজার সাহাবীর এক বিশাল বাহিনীসহ তবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

#### কতিপয় মো'জেযাঃ

ছযুর ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) দল হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছেন। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন, "এই লোকটি দুনিয়ার সকল সংশ্রব হইতে আলাদা হইয়াই চলিবে, আলাদাই যিদেদণী অতিবাহিত করিবে এবং আলাদা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিবে।" বস্তুতঃ প্রবতীতে তাহাই হইয়াছিল।

এই যুদ্ধেই নবী করীম ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী হারাইয়া যায়। ছযুর ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীযোগে অবহিত করা হইল যে, ইহার লাগাম অমুক জায়গায় একটি গাছের সঙ্গে আটকাইয়া গিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখা গেল, অবস্থা তদুপই ছিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭৭

মুসলমানগণ যখন তবুক পোঁছিলেন, তখন সেখানে কেইই ছিল না। বাদশাই হিরাক্রিয়াস হিমাস চলিয়া গিয়াছিল। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ (রাঃ)-কে উকাইদির নামক খৃষ্টানের নিকট প্রেরণ করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলেন, তোমরা রাত্রিবেলা এই অবস্থায় তাহার সাক্ষাত পাইবে যে, সে তখন শিকারে মগ্ন। হযরত খালেদ (রাঃ) সেখানে পোঁছিয়া হুবহু তাহাই দেখিলেন। এবং তাহাকে বন্দী করিয়া নিয়া আসিলেন।

মোটকথা, নবী করীম (দঃ) প্রায় পনের-বিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ সংঘটিত হইল না। অগতাা তিনি ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ অভিযান। হিজরী নবম সালের রমযান মাসে নবী করীম (দঃ) পবিত্র মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

# মসজিদে যেরারে অগ্নি-সংযোগঃ

তবুক হইতে ফিরিয়া আসার পর হুযুর (দঃ) সেই জায়গাটিতে অগ্নি-সংযোগের নির্দেশ দিলেন যাহ। মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে মস্জিদের নামে তৈরী করিয়াছিল এবং মুসলমানদিগকে প্রতারণা করার লক্ষ্যে ইহার নাম দিয়াছিল মসজিদ। —মোগলতাঈ

এই ঘটনার দ্বারা এই বিষয়টিও পরিষ্কার হইয়া গেল যে, মস্জিদে যেরার বা যড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ বাস্তবপক্ষে মসজিদই নহে।

# প্রতিনিধিদলের আগমন এবং

# দলে দলে ইসলাম গ্রহণঃ

হোদায়বিয়া। সন্ধির পর যখন রাস্তাঘাট নিরাপদ হইয়া গেল, তখন ইসলামের প্রচার ও প্রসার (যাহার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তারই প্রয়োজন ছিল সবচাইতে বেশী) অনেকাংশে ব্যাপক আকারে সংঘটিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এই জন্যই সেই সন্ধির নাম আস্মানী দফ্তরে "ফাতাহ" বা বিজয় রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরেও কিছু লোক কুরাইশদের চাপে ইসলামে দীক্ষিত হইতে পারিতেছিল না। মক্কা বিজয় এই অসুবিধাটুকুও অপসারিত করিয়া দিল। এখন পবিত্র কুরআনের শাশ্বত বাণী সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে পোঁছিয়া তাহার অনন্যসাধারণ প্রয়োগক্ষমতার মাধামে সকলের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিল। ফলে যে সকল লোক ইসলাম ও মুসলমানদের চেহারা দর্শন করাকে কোনক্রমেই পসন্দ করিত না, তাহারাও দলে দর-দুরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া প্রতিনিধি দলের আকারে নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতে লাগিল এবং স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হইয়া ইসলামের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত

হইয়া যায়। এই প্রতিনিধি দলসমূহের অধিকাংশই হিজরী নবম সালে নবা করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়।

#### সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলঃ

তবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইহার পর ক্রমাগত প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হয়—যাহার সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়া থাকে। তরুধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

#### বনী-ফাযারার প্রতিনিধি দলঃ

এই গোত্রের লোকেরা পূর্বেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। পরে প্রতিনিধি দল আকারে নবী করীম (৮ঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়।

#### বনী-তামীমের প্রতিনিধি দলঃ

বনী-তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয় এবং কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সকলেই মুসলমান হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। বনী-সা'দ ইবনে বকরের প্রতিনিধি দলঃ

এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন যেমাম ইবনে সা'লাবা। তিনি নবী করীম (দঃ)-কে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। হুযুর (দঃ) ইহাদের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করায় তাঁহার মনের সকল সংশয় কাটিয়া যায়। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করতঃ নিজ গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া ইসলামের প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পরে গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

#### কিন্দার প্রতিনিধি দলঃ

সূরা "সাফ্ফাত"-এর প্রারম্ভিক কয়েকটি আয়াত শ্রবণ করিবার সাথে সাথেই ইহারা মুসলমান হইয়া যান।

# বনী-আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলঃ

ইহারা পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন। ইহাদের সকলেই নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে নবী করীম (দঃ) তাঁহাদিগকে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেন।

# বনী-হানীফার প্রতিনিধি দল॥

ইঁহারাও নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে মুসায়লামাও ছিল। যে পরে মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়া মিথ্যাবাদী

১০ হাফেজ মোগলতাঈ ইহাদের নাম বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭৭

মুসায়লামা নামে অভিহিত হয়। পরে নবুওয়তের এই মিথ্যা দাবীর কারণেই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সাহাবাদের হাতে সদলবলে নিহত হয়।

ছিলা ঃ মিথ্যাবাদী মুসায়লামা তাহার নবুওয়তের মিথাা দাবীর সময়ও নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআনে মজীদ এবং ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসীছিল না। সুতরাং হাদীস ও তাফ্সীর শান্তের ইমাম শায়খ আবু জা'ফর তাবারী তাহার ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুসায়লামা তাহার মুয়াজ্জিনকে আযানের মধ্যে সর্বদা الشَّهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُّسُولُ اللهِ —এই বাক্যটি উচ্চারণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন প্রকার নবুওয়তের দাবী কল্লিণকালেও বৈধ নহে; বরং সাধারণভাবে নবুওয়তের দাবী করা কোরআনের অসংখ্য আয়াত, "আহাদীসে মুতাওয়াতেরা" এবং "ইজমা-এ-উন্মতের" আকীদা মোতাবেক খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করারই নামান্তর। তাই ইজমা-এ-সাহাবার সর্বসন্মত রায় অনুযায়ী মুসায়লামার শরীয়ত বিরোধী নবুওয়তের দাবী করাও ধর্মদ্রোহিতা এবং স্ব-ধর্মতাগ বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। সূতরাং ইজমা-এ-সাহাবার রায় মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়। তাহার আযান, নামায় ও তেলাওয়াতে কুরআন তাহাকে কাফের বলা হইতে সাহাবাগণকে বিরত রাখিতে পারে নাই।

মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী মিথ্যাবাদী মুসায়লামার চাইতেও অনেক বেশী। সে যে শুধু নিজেকে সমস্ত আম্বিয়া কেরাম হইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলিয়াই দাবী করে তাহা নহে, বরং কোন কোন নবী সম্পর্কে এমন মর্মান্তিক ও অপমানজনক মন্তব্য করিয়া থাকে যে, কোন ভদ্রলাকের পক্ষেই তাহা সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের উপর সে তাহার অপবাদের তৃণ শূন্য করিয়া দিয়াছে। সে তাহাকে এমন অকথা ভাষায় গালাগাল দিয়াছে যে, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন মুসলমানই সহ্য করিতে পারে না। যাহার সত্যতা খোদ মীর্যা সাহেবের রচিত গ্রন্থ "যমীমা-এ-আন্জামে আথম" "দাফে উল বালা", "নুযুলুল-মাসীহ" পুস্তক পাঠে সকলেই যাঁচাই করিতে পারেন। ইহা এবং এই ধরনের আরও অসংখ্য শেরেকী দাবী প্রতাক্ষ করিয়া সকল ইসলামী দল ও মতের উলামাগণ যদি সর্বসম্মতভাবে তাহাকে কাফের বলিয়া ফতোয়া প্রদান করেন এবং তাহার নামায়,

#### টিকা

১٠ এবং নিজেকে স্বতন্ত্র শরীয়তধারী নবী বলিয়াও দাবী করিত না। বরং আমাদের যামানার কাদিয়ানী মীর্যা সাহেবের মত কোন নৃতন শরীয়তের দাবী ছাড়াই নবী করীম (দঃ)-এর অধীনে নব্ওয়তের দাবী করিত। রোয়া ও তাহার স্ব-কপোল কল্পিত ইসলাম প্রচারের প্রতি কোন প্রকার গুঞ্জেপ না করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে ইহা হইবে সাহাবীগণের সুন্নতেরই সঠিক অনুসরণ। ইহাতে তাঁহাদিগকে দোযারোপ করা যাইবে না।

### বনী-কাহতানের প্রতিনিধি দলঃ

এই গোত্রের সরদার ছিলেন হযরত যায়েদ আল-খাইল। ইঁহারাও সকলেই নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

#### বনী-হারিসের প্রতিনিধি দলঃ

ইহাদের মধ্যে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-ও ছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীসাথিগণসহ মুসলমান হইয়া যান।

এইভাবে বনী আসাদ, বনী মুহারিব, হামাদান, গাসসান প্রভৃতি গোরের প্রতিনিধি দলের কেহ কেহ উপস্থিতির পূর্বে আবার কেহ কেহ উপস্থিতির পরে মুসলমান হন। হিম্যারের বিভিন্ন সরদার—যাহারা নিজ নিজ গোরের বাদশাহ বলিয়া বিবেচিত হইতেন—তাহাদের পক্ষে দূতগণ সংবাদ নিয়া আসেন যে. তাহারা সকলেই স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। এইভাবে পদাতিক ও অশ্বারোহী প্রতিনিধি দলসমূহ উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকিলেন। এইভাবে দশম হিজরী সালে বিদায় হছজের সময় নবী করীম (দঃ)-এর সঙ্গে এক লাখেরও বেশী মুসলমান শরীক হন। যাহারা এই হজ্জে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহাদের সংখা ইহার চাইতেও কয়েক গুণ বেশী ছিল।

#### সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-কে আমীরে হজ্জ মনোনয়নঃ

তবুকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া হিজরী নবম সালের যি-কাআদা মাসে নবী করীম (দঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে আমীরে হজ্জ মনোনীত করিয়া পবিত্র মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

# দশম হিজরী

#### হজ্জাতুল ইসলাম বা বিদায় হজ্জঃ

হিজরী ১০ম সনের যি-কা'দা মাসের ২৫ তারিখ সোমবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াযযামা অভিমুখে যাত্রা করেন। সাহাবাদের এক বিরাট দলও তাঁহার সঙ্গী হইলেন, যাহাদের সংখ্যা এক লক্ষের চাইতেও বেশী ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মদীনা হইতে ছয় মাইল দূরে "যুল-হোলায়ফা" নামক স্থানে পৌছিয়া ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর ৪ঠা যিল্-হাজ্জ

রোজ শনিবার মক্কা মোয়াযযামায় প্রবেশ করেন এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হজ্জ আদায় করেন।

### আরাফাতের খুতবা বা বিদায়-হজ্জের ভাষণঃ

যিল-হাজ্জ মাসের ৯ তারিখে আরাফাতের ময়দানে গমন করিয়া নবী করীম (দঃ) এক বিস্তারিত ও অলংকারপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ইহা ছিল হিতোপদেশ ও বিধিবিধান সম্বলিত মহান আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ নবীর সর্বশেষ পয়গাম। বিশেষ করিয়া ইহার নিম্ন-বর্ণিত বাণীসমূহ প্রতিটি মুসলমানকে তাহার হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিতঃ

"হে লোকসকল! আমার কথা শ্রবণ কর, যাহাতে আমি তোমাদের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় বিবৃত করিতে পারি। আগামী বৎসর পুনরায় তোমাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব কি না তাহা আমার জানা নাই।"

অতঃপর বলিলেন, "তোমাদের নিকট কেয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত-আবু ঠিক তেমনিভাবে সম্মানিত যেমনিভাবে আজিকার (আরাফার) এই দিন, এই (যিল হজ্জ) মাস এবং এই (মক্কা) নগরী তোমাদের কাছে সম্মানিত। এইজন্য কাহারও কাছে কাহারও কোন আমানত থাকিলে তাহা অবশ্যই আদায় করিয়া দিবে।"

অতঃপর বলিলেন, "হে লোকসকল! তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীগণের কিছু অধিকার রহিয়াছে। তাহাদের উপরও তোমাদের কিছু অধিকার আছে। সবলোকই পরস্পর ভাই ভাই। কাহারও জনা তাহার ভাইয়ের মাল তাহার অনুমোদন ছাড়া হালাল হইবে না। আমার পরে তোমরা কাফের হইয়া যাইও না এবং একে অন্যকে হত্যা করিও না। আমি তোমাদের জন্য আমার পরে আল্লাহ্র কিতাব রাখিয়া যাইতেছি। যদি তোমরা ইহার নির্দেশাবলী শক্তভাবে আঁকড়াইয়া ধর তাহা হইলে কখনও পথভ্রম্ভ হইবে না।"

অতঃপর বলিলেন, "হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তা (রবর) এক, তোমাদের পিতা এক, তোমরা সকলে এক আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হইতে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিক সন্মানিত যে সর্বাপেক্ষা অধিক খোদা-ভীরু। কোন আরব কোন অনারবের উপর খোদা-ভীরুতা ব্যতীত অধিক মর্যাদাবান ও সন্মানী হইতে পারে না। মনে রাখিও, আমি আল্লাহ্র বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি। ইয়া-আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী রহিয়াছ যে, আমি তোমার বাণী পোঁছাইয়া দিয়াছি। উপস্থিত লোকদের উচিত, তাহারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এই সমস্ত বাণী পোঁছাইয়া দেয়।"

হজ্জ সমাপন করিয়া নব। করান (৮ঃ) ১০ দিন মক্কা মুয়াযযামায় অবস্থান করেন। তারপর পবিত্র মদীনায় প্রত্যাবভিন করেন।

# একাদশ হিজরী

[সারিয়াহ-এ-উসামা, অন্তিম পীড়া ও ওফাত]

#### সারিয়াহ-এ-উসামা ঃ

মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী একাদশ সনের ২৬শে সফর সোমবার রোমানদের সহিত জিহাদের উদ্দেশ্যে এক অভিযান প্রস্তুত করেন। এই অভিযানে হযরত সিদ্দীকে আকরর (রাঃ), হযরত ফারকে আযম (রাঃ), এবং হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)–এর ন্যায় প্রবীণ সাহাবাগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব হযরত উসামা (রাঃ)–এর উপর অর্পিত হয়। ইহাই ছিল সর্বশেষ অভিযান যাহা প্রেরণের সকল ব্যবস্থা নবী করীম (দঃ) দিজে সম্পন্ন করেন। ইহা রওয়ানা হইবার পূর্ব-মুহূর্তে নবী করীম (দঃ) জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

### নবী করীম (দঃ)-এর অন্তিম পীড়াঃ

হিজরী একাদশ সনের সফর মাসের ২৮ তারিখ বুধবার দিবাগত রাত্রে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "বাকী গারকাদ" নামক গোরস্থানে গমন করিয়া কবরবাসীগণের উদ্দেশ্যে মাগফেরাতের দোঁ আ করেন যে, "হে কবরবাসীগণ! তোমাদের বর্তমান অবস্থা ও কবরের অবস্থান শুভ হউক। কেননা এখন পৃথিবীতে ফেতনার তমসা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।" সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর মাথায় ব্যথা অনুভব করিলেন এবং সাথে সাথে জ্বরও আসিয়া গেল। সহীহ্ বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী এই জ্বর ক্রমাগত ১৩ দিন স্থায়ী হয়। এই রোগেই তাহার ওফাত হয়। এই সময় তিনি তাহার অভ্যাস মোতাবেক প্রতাহ পবিত্র সহ-ধর্মিণীগণের প্রকোঠে স্থানান্ডরিত হইতে থাকেন। অসুখ দীর্ঘ এবং কঠিন আকার ধারণ করিলে অসুস্থতার দিনগুলিতে হয়বত আয়েশা রাযিআল্লাহু আন্হার গৃহে অবস্থান করার জন্য অন্যান্য সহ-ধর্মিণীগণের নিকট অনুমতি চাহিলে সকলেই অনুমতি দিয়া দিলেন।

#### টিকা

- ১০ সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২২
- ২০ ফতহুল বারী হিন্দী, পারা ১৮, পৃষ্ঠা ৯৮

### হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর ইমামতঃ

ধীরে ধীরে পীড়া এত প্রবল আকার ধারণ করিল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর মসজিদে তশ্রীফ নিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-কে নামাযে ইমামত করিবার নির্দেশ দিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামায পড়ান। এই সময় একদিন ঘটনাক্রমে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও হযরত আক্বাস (রাঃ) আনসারদের একটি মজলিসের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা ক্রন্দন করিতেছেন। ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিলে তাঁহারা বলিলেন, "হয্র ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের কথা শারণ করিয়া কাঁদিতেছি।" হযরত আক্বাস (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফারল (রাঃ)-এর কাঁধে ভর দিয়া বাহিরে আগমন করিলেন। হযরত আক্বাস (রাঃ) তাঁহার আগে আগে ছিলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মম্বরে আরোহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু দুর্বলত। হেতু নীচের সিঁড়িতেই বিসয়া পড়িলেন; উপরে উঠিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি এক সালংকার ভাষণ দান করিলেন। ইহার কিছু অংশ নিম্নে প্রদন্ত হইলঃ

#### শেষ নবীর শেষ ভাষণঃ

"হে লোকসকল! আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ব্যাপারে আশস্কা করিতেছ। আমার পূর্বে কি কোন নবী চিরদিন ছিলেন যে, আমিও থাকিব ? হাঁ, আমি আমার পরওয়ারদেগারের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছি এবং তোমরাও আমার সহিত মিলিত হইবে। তোমাদের মিলনের স্থান হইতেছে "হাউয-এ-কাওসার"। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেহ পরকালে হাউয-এ-কাওসার হইতে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিবার বাসনা রাখিবে, সে যেন তাহার হাত এবং মুখকে অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথাবার্তা হইতে বিরত রাখে। আমি তোমাদিগকে মুহাজেরীনদের সহিত সদ্বাবহারের অসিয়ত করিতেছি।" অতঃপর আরো বলিলেন, "যখন লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে, তখন তাহাদের শাসক এবং বাদ্শাহগণ তাহাদের সহিত ন্যায়ানুগ বাবহার করে। আর যখন তাহারো তাহাদের পালনকর্তার অবাধ্যতা করে, তখন তাহাদের সাহিত নিষ্ঠুর আচরণ শুরু করিয়া দেয়।" >

#### টিকা

১ দুরুসুস্-সীরাতিল্ হাম্দিয়া

ইহার পর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং ওফাতের পাঁচ অথবা তিন্দিন পূর্বে আরো একবার বাহিরে আগমন করিলেন। তথন তাঁহার পবিত্র মস্তকে পট্টি বাধা ছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নামায পড়াইতেছিলেন। 'নবীজীর আগমন টের পাইয়া) তিনি পিছনে সরিয়া আসিতে লাগিলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে হাতের ইশারায় বারণ করিলেন এবং নিজে তাঁহার বাম পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। নমায়ের পর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলিলেন, "আমার প্রতি আবুবকরের দান সবচাইতে বেশী। আমি যদি আল্লাহ্ বাতীত অপর কাহাকেও "খলীল" বা অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম, তাহা হইলে আবুবকরকেই বানাইতাম। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা আলা বাতীত আর কেহ "খলীল" হইতে পারে না—সেইহেতু আবুবকর আমার দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু।" তিনি আরো বলিলেন, "আবুবকরের দরজা ছাড়া মস্জিদে নববীতে অপর লোকদের জনা যত দরজা রহিয়াছে তাহার সব কয়টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।" —ফতহুলবারী, পারা ১২, পৃষ্ঠা ২৫৬

মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বান এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আবুবকর (রাঃ)-ই যে ইস্লামী-দ্নিয়ার খলীফা—আলোচ্য হাদীসে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

—ফতহুল বারী, পারা ১৪, পৃষ্ঠা ৩৫৬

ইহার পর ২রা° রবিউল আউয়াল সোমবার যখন লোকেরা হযরত আবুবকরের নেতৃত্বে ফজরের নামায পড়িতেছিলেন, তখন হঠাৎ নবী করীম (দঃ) হযরত

#### টিকা

- ১০ বিশুদ্ধ মত এই যে, ইহা যোহরের নামাধ ছিল। —ফত্ত্ব বারী হিন্দী, পারা ১৮, পৃষ্ঠা ১০৬
- ২- বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এই সময় নবী করীম (দঃ)-ই ইমাম ছিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এবং সমস্ত জামাত হুযুর (দঃ)-এর মুক্তাদী ছিলেন। অবশা সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উচ্চস্বরে তকবীর উচ্চারণ করিতেছিলেন। (মিশকাত-বাবে মৃতাবাআতুল ইমাম)
- ৩- প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়ালই ছিল নবী করীম ছাল্লালাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের তারিখ। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ এই তারিখই লিখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু হিসাব অনুযায়ী কিছুতেই এই তারিখ হইতে পারে না। কারণ, এই কথা সর্বজন স্বীকৃত ও নিশ্চিত যে ওফাতের দিনটি ছিল সোমবার। আর একথাও নিশ্চিত যে, নবী করীম ছাল্লালাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেয হজ্ঞ হিজ্রী দশম সালের ৯ই জিলহাজ্জ জ্বমার দিন অনুষ্ঠিত হইয়ছে। এই দুইটি বিষয়ের পর্যালোচনা করিলে দেখা বায় ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারে পড়ে না। সুতরাং হাকেজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রঃ) ছহীহ বোখারী শরীকের বায়্যায় বিস্তারিত আলোচনার পর ইহাই সঠিক বলিয়া অভিমত বাক্ত করিয়াছেন যে, ওফাতের সঠিক তারিখ ২রা রবিউল আউয়ালই বটে। লিখনীর ভলে ২-এর স্থলে ১২ হইয়া গিয়া থাকিবে এবং +

আয়েশার প্রক্যেপ্তের পদা উঠাইয়া লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং মৃদুহাস্য করিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ইহা লক্ষ্য করিয়া পিছনে সরিয়া আসিতে লাগিলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে সাহাবাগণের মনও নামাযের মধ্যেই এলোমেলো হইয়া যাইতে লাগিল।

দে ফোরে خন দিছে অভ্নুত্ত থান নিম

বামারে কানো চেহারা তোমার

যথনই আমার হয় গো স্মরণ!

মিহ্রাব তখন এগিয়ে এসে

মোর সনে করে কথোপকথন।"

নবী করীম ছাল্লাল্লাল্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে হাতের ইঙ্গিতে নামায পূর্ণ করার আদেশ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং পর্দা নামাইয়া দিলেন। ইহার পর আর কখনও তিনি রাহিরে আগমন করেন নাই। এইদিনই যোহরের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাল্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া রফীক-ই-আ'লার (পরম বন্ধুর) সান্নিধ্যে চলিয়া গেলেন। بَا يَسْ وَإِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُوالِّولَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْفِقَ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

### নবী করীম (দঃ)-এর সর্বশেষ বাক্যসমূহঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, এই অসুস্থতার দিনগুলিতে নবী করীম (দঃ) কখনও কখনও পবিত্র চেহারার উপর হইতে চাদর সরাইয়া দিয়া বলিতেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপরে আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ এই কারণেই বর্ষিত হয় যে, তাহারা নিজেদের নবীগণের কবরগুলিকে সেজদার স্থানে পরিণত করিয়াছিল। উদ্দেশা ছিল যেন মুসলমানগণ এই ধরনের বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকে।

—বোখারী, পৃষ্ঠা ১০৫

আফ্সোস্! রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন সায়াহে যে কাজ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন সেই পাপটিও আজ মুসলমানরা করিতে

<sup>-</sup> আরবী বাকা ئانى غشر ربيع الاول এর পরিবর্তে ئانى شهر ربيع الاول ইইরা গিয়াছে। হাফেজ মোগলতাঈও ২রা তারিখকেই অগ্রাধিকার দিয়াছেন।

ছাড়ে নাই এবং ওলী ও নেক্কার লোকদের কবরসম্থকে সেজদার জায়গায়। পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। (নাউয় বিল্লাহে মিনহু)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আরো বলেন, ওফাতের ঠিক পূর্বমুহূর্তে নবী করীম ছাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাদের দিকে তাকাইতেন এবং বলিতেন, আছি আছি ইয়া আল্লাহ্! আমি "রফীকে আ'লা" তথা সর্বোচ্চ বন্ধুকেই পছন্দ করি।

কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নবী করীম (দঃ)-এর যবান মোবারকে اَلصَّلُوهُ اَلصَّلُوهُ اَلصَّلُوهُ ছিল এবং যতক্ষণ শব্দ শোনা যাইতেছিল এই কথা কয়টিই উচ্চারিত হইতেছিল। —খাসাইসে কবরা

ওফাতের সংবাদ সাহাবাগণের মধ্যে ছডাইয়া পডার সাথে সাথে তাঁহারা শোকে মুহামান হইয়া পড়িলেন। হযরত ফারুকে আযমের মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী নবী করীম ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শোকাতিশয়ো তাঁহার মৃত্যুকেই অম্বীকার করিতে লাগিলেন। এই সময় হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) আগমন করিলেন এবং লোকজনকে ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান জানাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন। ভাষণের শেষের দিকে বলিলেন, "যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূজা করিত সে শুনিয়া রাখুক যে, তাঁহার ওফাত হইয়া গিয়াছে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিত সে জানিয়া রাখুক যে. তিনি অমর এবং চিরঞ্জীব।" ইহা শ্রবণ করিবার পর সাহাবাদের চৈতনা ফিরিয়া আসিল। অতঃপর যেহেত হুযুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর খলীফা নির্বাচন করাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেইহেতু সাহাবাগণ তাঁহার দাফন কাফনের পূর্বেই খলীফা নির্বাচন করাকে অতান্ত খরুরী বিবেচনা করিলেন। কেননা সর্ববিধ দ্বীনি ও পার্থিব কাজকর্মের অসবিধা, ভিতরের এবং বাহিরের শক্রদের আক্রমণাশঙ্কা প্রভৃতি ছাড়াও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কাফনের ব্যাপারেও মত-বিরোধ দেখা দেওয়ার প্রবল আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। সূতরাং এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হইতে থানিকটা সময় লাগিয়াছিল

#### টিকা

১০ ইমাম বায়হাকী হযরত আয়েশা সিদ্দীকার রেওয়ায়ত উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওফাতের পূর্ব-মুহুর্তে নবী করীম (দঃ)-এর যবান মোবারক হইতে ঠুঠাঠঠ টুঠাঠঠ —এই বাকাটি উচ্চারিত হইতেছিল। অর্থ ঃ নামায় এবং তোমাদের অধীনস্থ লোকের হক সম্বন্ধে বিশেষ খেয়াল রাখিবে।

এবং এই কারণেই সোমবার বিকাল হইতে বুধবার রাত পর্যন্ত নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কাফন স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। বুধবার রাতে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ তাঁহাকে গোসল করাইয়া কাফন পরাইলেন এবং তাঁহার জানাযার নামায পড়া হইল। বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর ঘরের সেই স্থানটিতে কবর মোবারক খনন করা হইল ঠিক যেই স্থানটিতে তিনি ওফাত পাইয়াছিলেন। হযরত আবু তাল্হা কবর খনন করিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রমুখগণ তাঁহাকে কবরে শোয়াইলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর অর্ধ হাত উঁচু রাখা হয়।

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবন-চরিত সংক্ষেপে বর্ণনা করার পর তাঁহার উত্তম চরিত্রের কিছু বিষয় সংক্ষেপে পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরা উচিত ও সমীচীন বিলয়া মনে হইতেছে। আল্লাহ্ পাক হয়তো তাহা অনুসরণ ও অনুকরণ করার তাওফীক আমাদিগকে দান করিবেন। আর ইহা আল্লাহ্ তা আলার ক্ষমতা হইতে মোটেও দূরে নহে।

#### নবী করীম (দঃ)-এর

#### মহান চরিত্র ও মো'জেযাঃ

নবী করীম ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব চাইতে বেশী সাহসী বীরত্বের অধিকারী এবং সর্বাধিক দানশীল ছিলেন। যখনই কেহ তাঁহার নিকট কোন কিছু চাহিত তিনি সঙ্গে সঙ্গেল তাহা দান করিয়া দিতেন। তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুগন্তীর ও ব্যক্তিত্বশীল ছিলেন। এমন কি সাহাবাগণ যখন তাঁহাকে কাফেরদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে বদ-দোঁ আ করিবার জন্য আবেদন করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি রহমত হইয়া আসিয়াছি, অভিশাপ হইয়া নয়।" তাঁহার পবিত্র দান্দান মোবারক শহীদ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তখনও তাহাদের জন্য মাগ্ফেরাতের দোঁ আই করিতেছিলেন।

তিনি সর্বাধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি কাহারও উপরে স্থির থাকিত না। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কাহারও নিকট হইতে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না। এবং রাগও করিতেন না। তবে আল্লাহ্র বিধানের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইলে রাগ করিতেন। আর যখন তিনি রাগান্বিত হইতেন, তখন কেহই তাঁহার সামনে

#### টিকা

১٠ এই সমস্ত বর্ণনা 'সীরাতে মোগলতাঈ'-এর তরজমা। ইহার বিশদ বর্ণনা আমি اداب انبى

দাঁড়াইবার সাহস পাইত না। যখনই তাঁহাকে কোন দুইটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তিনি সব সময় সহজটিকেই বাছিয়া নিয়াছেন। (যেন উন্মতের জন্য সহজতর হয়।)

তিনি কখনও কোন খাবার জিনিসের খুঁত বাহির করেন নাই। তবে তাহা পসন্দ হইলে আহার করিতেন, অন্যথায় পরিতাাগ করিতেন। তিনি হেলান দিয়া বসিয়া আহার করিতেন না। তাঁহার জনা কখনও পাতলা চাপাতি রুটি তৈরী করা হইত না। শশা এবং তরমুজ খেজুরের সাথে মিলাইয়া খাইতেন। মধু এবং সকল প্রকার মিষ্টি জাতীয় দ্রবা স্বভাবতঃই পছন্দ করিতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায়, দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন যে, তিনি অথবা তাঁহার পরিবার পরিজনদের কেহই পেট ভরিয়া যবের রুটিও ভক্ষণ করেন নাই। তাঁহার পরিবারের একাধারে দুই দুই মাস পরিস্কার এমনভাবে কাটিয়া যাইত যে, চুলায় আগুন জ্বালাইবার পর্যন্ত বাবস্থা হইত না; শুধু খোরসা আর পানি খাইয়া কাটাইয়া দিতেন।

নবা করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জতা নিজেই সেলাই করিতেন এবং কাপড়ে নিজেই তালি লাগাইয়া নিতেন। পরিবারের যাবতীয় কাজ-কর্মে সহযোগিতা করিতেন। রোগীর সেবা করিতেন। কেহ তাঁহাকে দাওয়াত করিলে সে ধনী হোক কি গরীব হোক তাহার বাড়ীতে চলিয়া যাইতেন। কোন দরিদ্রকে তাহার দারিদ্রোর কারণে হেয় মনে করিতেন না এবং কোন বড় হইতে বড রাজা বাদশাহকেও তাহার বাদশাহীর কারণে ভয় পাইতেন না। সওয়ারীর পিছনে নিজের গোলাম প্রভৃতিকে বসাইয়া লইতেন। মোটা কাপড পরিধান করিতেন এবং সেলাই করা জ্বতা পায়ে দিতেন। সাদা কাপড় সবচাইতে বেশী পসন্দ করিতেন। অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করিতেন এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা হইতে বিরত থাকিতেন। নামায দীর্ঘ আর খোৎবা সংক্ষিপ্ত করিতেন। গোলাম আর দরিদ্রদের সহিত চলাফেরায় লজ্জাবোধ করিতেন না। সুগন্ধি পছন্দ করিতেন এবং দুর্গন্ধকে ঘুণা করিতেন। গুণীর সমাদর করিতেন এবং কাহারও সহিত রুক্ষস্বরে কথা বলিতেন না। কাহাকেও মুবাহ খেলাধুলা করিতে দেখিলে তাহা হইতে নিযেধ করিতেন না। কখনও কখনও হাসি-তামাশা ও মনোরঞ্জনের কথা বলিতেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বাস্তবতার বাহিরে কিছু বলিতেন না। সমস্ত মানবকুলের মধ্যে তিনি অতান্ত হাসিমুখ ও উত্তম চরিত্রবান ছিলেন। কেহ অপারগতা প্রকাশ করিলে তাহা মানিয়া লইতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, "নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন।" অর্থাৎ, কুরআন যাহা পসন্দ

করিত তিনিও তাহা পসন্দ করিতেন আর কুরআন যাহা অপসন্দ করিত তিনিও তাহা অপছন্দ করিতেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাল্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশবো-এর চাইতে উত্তম খুশবো কখনও শুঁকি নাই।

# নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযাসমূহঃ

দৃনিয়ার রাজা-বাদশাহগণ যখন কাহাকেও কোন প্রদেশের শাসনকর্তা করিয়া পাঠান, তখন তাহার সঙ্গে এমনকিছু নিদর্শন দিয়াদেন যাহা দেখিয়া জনগণ তাঁহার শাসক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইতে পারে। যেমনঃ কিছু দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত ও এমন কিছু ক্ষমতা যাহা সাধারণ কোন মানুষ কার্যকর করিতে পারে না। এমনিভাবে যখন আল্লাহ্র নবী-রাসুলগণ পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে সততা, দ্বীন-দারী, চরিত্র-মাধুর্য এবং সর্বপ্রকার মানবিক গুণাবলী ও বৈশিক্টোর পূর্ণতার নিদর্শনসমূহ ছাড়াও একটি অলৌকিক শক্তিও তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। যদ্ধারা বিরুদ্ধ-বাদীদের মন্তক অবনত হইয়া যায়। এই সকল অলৌকিক শক্তি আর অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রকৃতির উধ্বের ক্ষমতাসমূহকে মো'জেযা বলা হইয়া থাকে।

আমাদের নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযাসমূহ সংখ্যা এবং বৈশিষ্ট্যের বিচারেও পূর্ববর্তী নবীগণের মো'জেযাসমূহের চাইতে উত্তম ও বেশী।

পূর্ববর্তী নবীগণের মো'জেযাসমূহ তাঁহাদের জীবনকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মো'জেযা "পবিত্র কুরআন" আজও প্রত্যেক মুসলমানের হাতে রহিয়াছে। যাহার সমকক্ষতা করিতে দুনিয়ার সকল শক্তি এবং মানব-দানব সকলেই অক্ষম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, অঙ্গুলীর ঈশারায় পানি প্রবাহিত হওয়া, কংকরের তসবীহ পাঠ, কান্ঠ স্তম্ভের ক্রন্দন করা, বৃক্ষের নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করা, বৃক্ষদের ডাকা এবং তাহাদের চলিয়া আসা, হাজার হাজার ভবিষাদ্বাণীসমূহের সূর্যের মত সত্য হইয়া প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদি অসংখ্য মো'জেযা—যাহা শুধু যে কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা বর্ণিত তাহাই নহে; বরং বহু কাফেরের সাক্ষা দ্বারাও প্রমাণিত। এইগুলিকে পূর্বের এবং পরের উলামাগণ বিশেষ গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত করিয়াছেন। আল্লামা সুয়্তীর "খাসাইসে কুবরা" এবং পরবর্তী যুগের আলেমগণের মধ্যে "আল্—কালামুল মুবীন" (উদ্বৃ) এই বিষয়ের উপরই লিখা হইয়াছে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে ইহার বিশ্বদ আলোচনার সুযোগ নাই। সুতরাং এই পর্যন্তই সমাপ্ত করিতেছি।

وَالْحَـمْـدُ شِ رَبِّ الْغَـالَمِـيْنَ مَوْلاَى صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم غَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم ''খোদা তুমি পাঠাও দক্তদ তাঁর উপরে রোজ শ'বার. ঘিনি তোমার প্রিয় "হাবীব", ''সেরা-সৃষ্টি" নিখিল ধরার।

সবশেষে নবী করীম ছাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় উপদেশমূলক বাণীও লিপিবদ্ধ করা সমীচীন মনে হইল এবং ইহাদিগকে "জাওয়া মিউল-কালিম" এই স্বতন্ত্র নামে অত্র গ্রন্থের শেষাংশে সন্নিবেশিত করা হইল। وَأَخِرُ دَعُوالْنَا أَنِ الْحَمْدُ شِرِّبَ الْعَالَمِيْنَ

১৭ রজব, ১৩৪৩ হিজরী বান্দা মুহাম্মদ শফী' দেওবন্দী

# "জাওয়ামিউল্-কালিম"

П

# চেহেল-হাদীস

নবী করীম ছাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার উন্মতের উপকারার্থে ৪০টি হাদীস শুনাইবে এবং হেফ্য করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কেয়ামতের দিন আলেম ও শহীদগণের সহিত উঠাইবেন এবং বলিবেন, "যে দরজা দিয়া ইচ্ছা বেহেশতে প্রবেশ কর।"

এই বিরাট পুণা অর্জনের উদ্দেশ্যে উন্মতের লক্ষ লক্ষ আলেম নিজ নিজ পদ্ধতিতে চেহেল-হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা সাধারণ্যে জনপ্রিয় ও কল্যাণকর হইয়াছে।

আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতার তুলনায় এই কাজে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইতেছিল: কিন্তু যখন এই অধম কর্তৃক নবী করীম (দঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত "সীরাতে খাতিমুল্-আম্বিয়া" প্রাথমিক শিক্ষার্থী বালক-বালিকাদের পাঠ্য হিসাবে রচিত হইল, তখন সমীচীন বোধ হইল যে, শেষভাগে যদি কিছু হাদীসের সংক্ষিপ্ত বক্তবা তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার্থী পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা সহজে মুখস্থ করিতে পারিবে।

সুতরাং পরিশেযে সমীচীন মনে হইল যে, পূর্ণ ৪০টি হাদীস সংকলণ করাই উচিত। তাহা হইলে মুখস্থকারীগণও চেহেল-হাদীসের বিরাট নেকীর অধিকারী টিকা

- رواه ابن عدى عن ابن عبابل وابن الفخارابي سعيد كذا في الجامع الصغير ٤٠
- ২০ হাদীস হিফ্য করার দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছেঃ (১) কণ্ঠস্থ করিয়া লোকজনের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া অথবা (২) লিখিয়া প্রচার করা।

সূতরাং হাদীসের ওয়াদার মধ্যে ঐ সকল লোকও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন থাহার। চেহেল-হাদীস ছাপাইয়া প্রচার করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় চেহেল হাদীসের প্রত্যেকটি কপি ঐ বিরাট পুণ্যের অধিকারী বানাইয়া দেয়। এমন সহজ-লভা ও বিরাট পুণ্য হইতে যদি কেহ বঞ্চিত থাকে তাহা হইলে ইহা তাহারই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। সিরাজুল মুনীর শরহে জামে সগীর গ্রন্থে এই বক্তবাটি নিম্নবর্ণিত বাকো বাক্ত করা হইয়াছে ঃ

فَلَوْ حَفظَ فِيْ كِتَابٍ ثُمَّ نَقَلَ إِلَى النَّاسِ دَخْلَ فِيْ وَعْدِ الْحَدِيْثِ وَلَوْ كَتَبَهَا عِشْرِيْنَ كِتَابًا.....

হইতে পারিনেন এবং হয়তো তাহাদের বরকতে এই গুনাংগারও ঐ বৃযুর্গগণের খাদেমদের মধ্যে পরিগণিত হইরে। وما ذالك على الله بعزيْزِ

#### জ্ঞাতব্য ঃ

- এই সমস্ত হাদীস অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভরবোগ্য রোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীস।
- ২। যেহেতু ইদানিংকালে সাধারণভাবে মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র মারাত্মক অবক্ষয়ের দিকে চলিয়াছে, আর শৈশবকালে নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা জীবনে অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে, এই জন্য অধিকাংশ হাদীস ঐ প্রকারেরই উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা উল্লত চরিত্র এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার উত্তম মূলনীতি হিসাবে স্বীকৃত।

# بسم اللهِ الرحمٰن الرحيم

١. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ \_ (بخارى و مسلم)

"সমস্ত কাজ নিয়তেরই উপর নির্ভর করে।"

٢. حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسُ \_ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَ اتِبَاعُ
 الْجَنَائِز وَاجَابَةُ الدَّعْوَة وَتَشْمِيْتُ الْعَاطس \_ (بخارى و مسلم)

"একজন মুসলমানের উপর আরেক জন মুসলমানের ৫টি হক রহিয়াছেঃ

- (১) সালামের জওয়াব দেওয়া,
- (২) রুগ ব্যক্তির সেবা করা,
- (৩) জানাযার সাথে গমন করা,
- (৪) দাওয়াত কবুল করা এবং
- " ( वला يَرْحَمُكُ الله वला يَرْحَمُكُ الله वला بَرْحَمُكُ الله عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْمُ عَمْكُ الله عَلَيْمُ عَلَيْهُ الله عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ

"আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না যে মানুষের উপর অনুগ্রহ করে না।"

#### টিকা

১০ অর্থাৎ উত্তম নিয়তে উত্তম এবং খারাপ নিয়তে খারাপ ফলাফল হইয়া থাকে।

١٤ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتٌ \_ (بخارى و مسلم)
 "চোগলখোর বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে না।"

٥. لَايَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَاطِعٌ \_ (بخارى و مسلم)

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশ্তে প্রবেশ করিরে না।" ربخاری و مسلم) الْفَلْدُمُ ظُلْمَاتٌ تَيُّوْمَ الْقَيَامَةِ \_ (بخاری و مسلم)

"অত্যাচার কেয়ামতের দিন গাড় অন্ধকার রূপ ধারণ করিবে।"

٧. مَااَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ ـ (بخارى و مسلم)

"গোড়ালীর যতটুকু অংশ লুঙ্গী বা পায়জামার নীচে থাকিবে তাহা দোযখে যাইবে।"

"ঐ ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মুসলমান যাহার মুখ ও হাতের অনিষ্ট হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।"

٩. مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّةً \_ (مسلم)

"যে ব্যক্তি নম্র আচরণ হইতে বঞ্চিত সে সকল প্রকার কলাাণ হইতে বঞ্চিত।"

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصَّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَةٌ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ
 ليس الشَّدِيْدُ بِالصَّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَةٌ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ
 ابخاری و مسلم)

"ঐ ব্যক্তি বীর নহে, যে কুস্তিতে লোকজনকে পরাভূত করে বরং বীর ঐ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারে।"

١١. إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِيْ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ \_ (بخارى و مسلم)

"যখন তুমি লজ্জা<sup>২</sup> করিবে না, তখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সেই আমলই সব-চাইতে প্রিয় যাহা নিয়মিত করা হয়, যদিও উহা পরিমাণে অল্প হয়।"

#### টিকা

১০ অর্থাৎ যখন লজ্জাই নাই তখন সকল প্রকার মন্দই সমান।

"যে ঘরে কুকুর থাকে অথবা কোন জীব-জন্তুর ছবি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।"

"তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সেই ব্যক্তি বেশী প্রিয় যে বেশী চরিত্রবান।"

"দুনিয়া মুসলমানদের জন্য কারাগার এবং কাফেরদের জন্য বেহেশ্ত সদৃশ।"

١٦. لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَاخَاهُ فَوْقَ ثَلْتِ لَيَالٍ \_ (بخارى و مسلم)

"কোন মুসলমানের জনা তিনদিনের বেশী তাহার মুসলমান ভাইয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকা জায়েয় নহে।"

"মানুষকে একই ছিদ্রে দুইবার দংশন<sup>১</sup> করা যায় না।"

"হাদয়ের প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য।"

"পৃথিবীতে এমনভাবে বাস কর, যেমনভাবে কোন মুসাফির অথবা পথিক<sup>২</sup> বাস করিয়া থাকে।"

"কোন মানুযের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য ইহাই ঘথেষ্ট যে, সে যাহাই শোনে তাহা যাচাই না করিয়াই অন্যের কাছে বর্ণনা করিয়া দেয়।"

#### টিকা

- ১০ অর্থাৎ যাহা হইতে একবার ক্ষতি সাধিত হইয়াছে দ্বিতীয় বার কেহ ইহার নিকটবর্তী হয় না।
- মর্থাৎ, অতিরিক্ত আড়ম্বর ও জাক জমক পরিহার করিরে।

٢١. عَمُّ الرَّجُلِ صِنْقَ اَبِيِّهِ \_ (بخارى و مسلم)

"মানুষের চাচা তাহার পিতার মতই (শ্রদ্ধার পাত্র)।"

۲۲. منْ سَتَرَ مُسْلِمًا ستَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَة \_ (بخارى و مسلم)

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ্ তা আলা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন।"

٢٢. قَدْ ٱفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزَقَ كِفَافًا وَقَنْعَهُ اللهُ بِمَا أَتَاهُ \_ (مسلم)

"সেই ব্যক্তি সফলকাম হইয়াছে, যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক প্রদান করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তা আলা তাহাকে তাহার রুযির উপর সম্ভুষ্টি দান করিয়াছেন।"

٢٥. اَلْمُسْلِمُ اخْوالْمُسْلِمِ - (مسلم)

"মুসলমান মুসলমানের ভাই।"

٢٦. لَائِؤُمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ \_ (بخارى و مسلم)

"কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ না করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"

"যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নহে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

٢٨. أَنَاخُاتُمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيُّ بَعْدِيْ \_ (بخارى و مسلم)

"আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আগমন করিবেন না।"

٢٩ لا تقاطعُوا ولاتدابرُوًا ولاتبَاغضُوًا وَلَاتَحَاسَدُوًا وَكُونُوا عِبَادَالِهِ اخْوانَا ـ (بحاري)

"পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, একে অন্যার ছিদ্রাগ্রেগণ করিও না, পরম্পর ঈর্ষা পোষণ করিও না, একে অন্যকে হিংসা করিও না এবং থে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা সকলে ভাই ভাই ইইয়া বাস কর।"

٢٠. انْ الْاسْلام يهْدمُ ما كان قبْلهٌ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَإِنَّ الْحَجَّ يهْدِمُ
 مَا كَانَ قَبْلَةً \_ (مسلم)

"ইসলাম সেই সমস্ত পাপকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় যাহা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে করা হইয়াছে। হিজরত সে সকল পাপকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় যাহা হিজরতের পূর্বে করা হইয়াছে এবং হজ্জ সে সকল পাপকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় যাহা হজ্জের পূর্বে করা হইয়াছে।"

۲۱. إِنَّمَا الْاعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ \_ (بخاری و مسلم) "সকল কাজের ভালমন্দ পরিণামের উপর নির্ভর করে।"

٢٦. الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهادَةُ الزُّوْر ـ
 (بخارى و مسلم)

"কবীর। গুনাহ এইগুলোঃ আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক মনে করা, মাতা-পিতার অবাধাতা, কোন নিরপরাধকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথা। সাক্ষা দেওয়া।"

٣٢. مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُربِ الدُّنْيَا نَفْسَ الشَّعْنَةُ كُرْبَةً مِّنْ كُربِ يَوْمِ الْقَيْامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مَنْ ستَرَ مُسْلمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ الْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ آخِيهِ الْحَدِيثَ \_ (مسلم از مشكواة)

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন পার্থিব বিপদ হইতে মুক্ত করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কেয়ামতের অগণিত বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন। যে ব্যক্তি লেনদেনের ব্যাপারে কোন দরিদ্র লোকের সহিত সহজ ব্যবহার করিবে আল্লাহ্ তা' গালা দূনিয়া ও আখেরাতে তাহার সহিত সহজ ব্যবহার করিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার দোয গোপন রাখিবেন। বান্দা যতক্ষণ তাহার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লাগিয়া থাকিবে আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ তাহার সাহায্যে লাগিয়া থাকিবেন।"

٢٤. أَبْغَضُ الرَّجَالِ عِنْدَ اللهِ الْأَلَدُ الْخَصِيمُ - (بخارى و مسلم)

"ঝগড়াটে লোক আল্লাহ্র নিকট সব চাইতে বেশী ঘৃণার পাত্র।" দে گُلُ بِدْعَةٍ ضَيلَالَةٌ \_ (مسلم) "প্রত্যেক বিদ্-আতই ভ্রষ্টতা।" দেয় الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَان \_ (مسلم) "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

٣٧. أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسْاجِدُهَا \_ (مسلم)

"মস্জিদসমূহই আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে প্রিয়স্থান।" (مسلم) ـ لاَتَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ـ (مسلم) "কবরসমূহকে সিজ্দার জায়গা বানাইও না।"

٣٩. لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْلَيُخَالِفُنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ \_ (مسلم)

"নামাযের মধ্যে কাতারসমূহকে সোজা করিও, নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

٤٠. مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا \_ (بخارى)

"যে ব্যক্তি একবার আমার উপর দরুদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা আলা তাহার উপর দশবার রহ্মত প্রেরণ করেন।"

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْمَخْصُوْصِ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَخَوَاصِ الْحِكَمِ وَالْحِكَمِ وَخَوَاصِ الْحِكَمِ وَأَخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ شِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

১৭ রজব, ১৩৪৩ হিজরী বান্দা মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী

